সূচিপত্র

আমি কার পেছনে চলবো?

গ্রন্থ-ধারাবাহিক ১

ই-ইলম কালেকশন
www.eilm-weebly.com

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

আমি কার পেছনে চলবো?

সংকলন

ই-ইলম পরিবার

গ্রন্থ-ধারাবাহিক ১

ই-ইলম কালেকশন্স

প্রকাশকাল ৮ই এপ্রিল ২০১৮

www.banglakitab.weebly.com

ভূমিকা

انا الحمد لله والصلاة علي رسول الله

হামদ ও সালাতের পর আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া যে, তিনি আমাদেরকে সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বোচ্চ সম্মানিত মাখলুক বানিয়েছেন। এই সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলুকের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে নবী-রসূল পাঠিয়েছেন। এবং এই ধারা আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে সমাপ্ত করেছেন। নবী প্রেরণের ধারা বন্ধ হলেও এই নবী-শূন্যতা পূরণের জন্য নবীর ওয়ারিশদের নিয়োজিত রেখেছেন। এই ওয়ারিশদের সম্পর্কে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ ، إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا ، إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

“নিশ্চয়ই আলেমরাই নবীদের ওয়ারিশ। আর নবীরা দিনার-দিরহামের ওয়ারিশ বানান না, বরং ইলমের ওয়ারিশ বানান। যে তা গ্রহণ করলো, সে এক বিরাট অংশ লাভ করলো।” তিরমিযী ২৮৯৮ (ইলম অধ্যায়)

সুতরাং উম্মতের কর্তব্য হল, নবীকে মানার জন্য, তাদের ওয়ারিশদের অধীনে থেকে দ্বীনকে মানা। কিন্তু এই কাজটি করতে গিয়ে উম্মত বিপাকে পরে যায়। এত ধরনের আলেম! এত ধরনের মতবাদ! আমি কোথায় যাব? কাকে মেনে চলব? কে প্রকৃত নবীর ওয়ারিশ? দ্বীনি

www.banglakitab.weebly.com

জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে এসব প্রশ্নের কোন সমাধান সে খুঁজে পায় না। শুরু করে মন-চাহি জীবন যাপন যা তাকে ধীরে ধীরে সিরাতুল মুস্তাকিম থেকে বিচ্যুত করে দেয়। মনে রাখতে হবে, এসব অজুহাত দেখিয়ে আল্লাহর আদালতে পার পাওয়া যাবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

"অতএব তোমরা যদি না জান তবে যারা স্মরণ রাখে তাদেরকে জিজ্ঞেস কর।" সুরা আম্বিয়া ৭

আমরা কেউ খাঁটি জিনিসের পরিচয় নিয়ে জন্ম গ্রহণ করিনি। তবুও আমরা খুঁজে খুঁজে খাঁটি জিনিস (যেমন মধু, ঘি, তেল, স্বর্ণ ইত্যাদি) কেনার চেষ্টা করি। তাহলে দ্বীনের ক্ষেত্রে কেন আমাদের খাঁটি জিনিস তালাশে এই অবহেলা? কেনই বা চেষ্টায় অনীহা? এটা সীমাহীন অপরাধ বৈ কিছুই নয়।

এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের প্রথম ধাপ হল, উম্মত হিসেবে নিজের কর্তব্য জানা। এবং এই কর্তব্যকে জানতে হলে প্রথমেই আমাদের আলেমদের সম্পর্কে জানতে হবে। তাহলেই আমরা বুঝতে পারব কে আলেমে সু (অসৎ আলেম) আর কে আলেমে হক (সত্য-পন্থি আলেম)। মূলত এই বিষয়ের প্রাথমিক জ্ঞানের জন্যই আমাদের এই প্রয়াস। এতে আমরা উপমহাদেশের সর্বজন স্বীকৃত ৩ জন মনিষীর রচনাবলী একত্র করেছি।

www.banglakitab.weebly.com

১. হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর ‘কছদুছ ছবিল’ যার অনুবাদ করেছেন সদর সাহেব শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.)

২. শাইখুল হাদিস যাকারিয়া কান্ধালভী (রহ.)-এর খণ্ডিত রচনা ‘আখেরাতমুখী উলামায়ে কেরামের আলামত’

৩. সদর সাহেব রচিত ‘অসৎ আলেম ও পীর’

এই তিনখানা রচনা পড়েই কেউ যেন নিজেকে “আলেম বিশারদ” মনে না করেন। বরং এই জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে কারো হাত ধরে, তাঁর পরামর্শে, একজন সহীহ নবী-ওয়ারিশের সমীপে নিজেকে অর্পণ করেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে বুঝার ও আমল করার তাওফিক দান করুন। আমীন

ওয়াস সালাম

আরজগুজার

ই-ইলম পরিবার

৮/৪/২০১৮ইং

www.banglakitab.weebly.com

সূচীপত্র

শিরনাম	পৃষ্ঠা
অসৎ আলেম ও পীর	১
আখেরাতমুখী উলামায়ে কেরামের আলামত	২৬
কছদুছ ছবিল	৪৮

www.banglakitab.weebly.com

অসৎ আলেম ও পীর

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين وعلى اله وأصحابه أجمعين.

সূরা আরাফের শেষ ভাগে আল্লাহ পাক উল্লেখ করিয়াছেন যে, সৃষ্টির আদিতেই সমস্ত মানবজাতিকে তিনি সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, শির্ক আর মূর্তিপূজা শুধু মূর্তি বানাইয়া পূজা করার নাম নয়। আল্লাহ তাহার নবীর মাধ্যমে যে শরীয়ত দুনিয়াতে পাঠাইয়াছেন, নবীর সেই শরীয়তের বিরুদ্ধে রাজপক্ষ অবলম্বন করাও এক প্রকার শির্ক এবং মূর্তিপূজা।

এই ধরণের মূর্তিপূজা এবং শির্কের সাড়ে তিন হাজার বৎসর পূর্বের একটি ঘটনা বর্ণনা কারিয়াছেন এবং তিনি যে সৃষ্টির আদিতেই অঙ্গীকার নিয়াছেন যে, ঐ ধরণের শির্কও তোমরা করতে পারবা না, করলে জাহান্নামের মহাঙ্গিতে শাস্তি ভোগ করিতে থাকবে, একথাও তিনি উল্লেখ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। এতদসত্ত্বেও যখন 'বলআম বাউরা' আলেম হওয়া সত্ত্বেও, আবেদ হওয়া সত্ত্বেও প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া, লোভের বশীভূত হইয়া, নবীর শরীয়ত বাদ দিয়া, টাকার লোভে স্ত্রীর মাধ্যমে প্রবঞ্চনায় গোমরাহ হইয়াছে, তখন আল্লাহ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন : তাহাদের আমি চক্ষু দিয়াছি, কান দিয়াছি, জ্ঞান ও বিবেক দিয়াছি তা সত্ত্বেও তার দ্বারা কাজ নিতেছে না, যাহারা এরূপ করিবে, যাহারা আমার দেওয়া স্বাধীন ক্ষমতা, স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অপব্যাবহার করিবে তাহারা যেন জাহান্নামের কাষ্ঠ হইবার জন্যই সৃষ্টি হইয়াছে এইরূপ বোঝা যায়।

নজির স্বরূপ একটি ঘটনা বর্ণনা করিতেছি- এই ঘটনা থেকে সকলের সতর্ক হইয়া চলা দরকার, লোভের বশীভূত হইয়া, টাকার দাস হইয়া, স্ত্রীর কুমন্ত্রণায় বা অন্য কাহারো প্ররোচনায় কখনো কিছুতেই নবীর শরীয়তের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া লোভের বশীভূত হইয়া বা ভীত হইয়া রাজপক্ষ

www.banglakitab.weebly.com

অবলম্বন করা চাই না। ঘটনাটি আল্লাহ অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন, তার কিছু বিস্তারিত বর্ণনা তাফসীর হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

আল্লাহ তাআলা এ কথা পরিষ্কার বলিয়া দিয়াছেন যে, আল্লাহর নাম, আল্লাহর গুণাবলী, আল্লাহর কাম, আল্লাহর ধর্ম সর্বৈব ভাল। একদল লোক দুনিয়াতেই এমন আছে, যারা আল্লাহর আদেশ অনুসারে আল্লাহর ধর্মকে, আল্লাহর নামকে অ-জায়গায়, স্বার্থের জায়গায়, লোভের জায়গায় ব্যবহার করে না বরং তারা সত্য হেদায়েত করে এবং সত্য অনুসারে সুবিচার করে। পক্ষান্তরে আর একদল লোক আছে যাদের সৃষ্টিই যেন করা হইয়াছে জাহান্নামের কাষ্ঠ হওয়ার জন্য, তারা স্বার্থের জায়গায়, লোভের জায়গায়, অ-জায়গায়, কু-জায়গায় আল্লাহর ধর্মকে ব্যবাহার করে। হে আমার নবী এবং নবীর শরীয়তের তাবেদারগণ! তাদের শাস্তি স্বয়ং আল্লাহই দিবেন, আপনারা তাদের পরোয়া করবেন না বা তাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবেন না। আপনারা হক কথাই বলিয়া যাইবেন, হকের উপরই দৃঢ় থাকবেন, হক ইনসাফই করতে থাকবেন।

অর্থ-লোভী, স্বার্থপর, সরকার ঘেষা আলেম ও পীরের নজিরের সাড়ে তিন হাজার বৎসর পূর্বের ঘটনা আল্লাহ অতি সংক্ষেপে বলিয়াছেন :

واتل عليهم نبأ الذى اتيناه أيتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذالك مثل القوم الذين كذبوا بايتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. (سورة اعراف : ١٧٦)

আল্লাহ বলিয়াছেন : 'হে আমার নবী! আপনি পরবর্তী সমস্ত যুগের, সমস্ত মানুষের চিন্তার খোরাকের জন্য নজির স্বরূপ ঘটনা বর্ণনা করুন, বুঝাইয়া দেন যে, মানুষ বাহ্যিক দৃষ্টিতে যত বড়ই আলেম, যত বড়ই আবেদ ও পীর হউক না কেন, যদি সে নিজে চেষ্টা ও ইচ্ছা করে তার লোভ ইত্যাদি রিপুকে দমন না করে টাকার লোভী বা স্বার্থপর, সরকার ঘেষা হইয়া যায়, তার পনিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ হইবে। দুনিয়াতেও সে কুত্তার মত সৎ ও শিষ্টদের কাছে দুর! দুর! ছেই! ছেই! ইত্যাদি ঘৃণিত শব্দ ব্যবহারের উপযুক্ত হইবে এবং আখেরাতের ভীষণ আযাব তো আছেই। মানুষের এই ধরণের লোভ ইত্যাদি রিপু আজ নতুন পয়দা হয় নাই। সৃষ্টির আদি

www.banglakitab.weebly.com

থেকেই রিপুর সঙ্গে জিহাদ করিয়া জয়লাভ করিয়া সত্যিকার মনুষ্যত্বের পরিচয় দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা লোভ ইত্যাদি রিপু মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সতর্কও করিয়া দিয়াছেন যে, খবরদার! রিপুর বশ, রিপুর দাস হইও না বরং সদা রিপুকে দমন করিয়া রাখিও। মহান আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন :

قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى

'মানুষের মাঝে মুক্তি সেই পাইবে, যে লোভ ইত্যাদি রিপুকে দমন করিয়া রাখিয়া পবিত্র জীবন যাপন করতে পারবে এবং আল্লাহর যিকির, আল্লাহর নাম স্মরণ করিয়া, আল্লাহর নামায আদায় করতে পারবে।'

বলআম বাউরার ঘটনা

সাড়ে তিন হাজার বৎসর পূর্বের হযরত মুসা আলাইহিস সালামের জামানার ঘটনাটি এই : 'বলআম বাউরা' নামে অতি বড় একজন আলেম ছিলেন। তিনি এত বড় আবেদ ও এত বড় পীর ছিলেন যে, তিনি যা কিছুই দুআ করতেন, তাই আল্লাহর দরাবারে কবূল হইয়া যাইত।

একবারকার ঘটনা এই হইল যে, হযরত মুসার শরীয়তের হুকুমের সঙ্গে এবং তৎকালীন বাদশাহর সঙ্গে মোকাবেলা হইল। বাদশাহর পক্ষের লোকেরা বহু টাকা তার স্ত্রীকে দিয়া বলআম বাউরাকে রাজার পক্ষ হইয়া হযরত মুসার শরীয়তের বিরুদ্ধে যাইতে তাহাকে প্রস্তুত করল। প্রথমতঃ তার গৌরব ছিল যে, সে যা দুআ করবে, তাই কবূল হইবে। কাজেই সে প্রস্তুত হইয়া গেল। পাহাড়ে নির্জনে গিয়া হযরত মুসা যাতে পরাস্ত ও পর্যুদস্ত হন, রাজা যাতে জয়ী হয়- সেইরূপ দুআ করার জন্য কিন্তু দুআ করিবার সময় তাহার জবান উল্টিয়া গেল। হযরত মুসার জয়ের এবং রাজার পরাজয়ের দুআ তার মুখ দিয়া বাহির হইল। তারপর যেহেতু এক পাপে আর এক পাপকে টানিয়া আনে, সে রাজাকে কুমন্ত্রণা দিল যে, এখন মুসাকে পর্যুদস্ত করার এক উপায় আছে।

সে উপায় এই যে, তোমরা ষোড়শী সুন্দরী যুবতী নারীদের মুসার লস্করের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ফেরী-দোকানদারী করার জন্য পাঠাইয়া দাও। মুসার লস্করের মধ্যে সব যুবকদের দল। স্ত্রী ছাড়া তারা অনেক দিন আছে। যৌন ক্ষুধা তাদের প্রবল হইয়া আছে। পুরা লস্করের মধ্যে যদি একটি লোকেও

www.banglakitab.weebly.com

একটি সুন্দরী নারীর সাথে যিনা করে অর্থাৎ তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া তার সতীত্ব নষ্ট করে, তবে মুসার লস্কর থেকে আল্লাহর মদদ হটিয়া যাইবে। হয়ত আল্লাহর গযবও নাযিল হইতে পারে, ফলে তোমরা জয়ী হইয়া যাইবে। এই কুমন্ত্রণা অনুসারে কাজ করা হইল। হযরত মুসার লস্করের মধ্য হইতে একজন লোক যিনা করিল। যখন, তখন আল্লাহর গযব নাযিল হইয়া ৭০ হাজার সৈন্য প্লেগ রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। তারপর হযরত মুসার প্রধান সেনাপতি খবর পাইয়া ঐ যিনাকারী এবং যিনাকারিণী উভয়কে বল্লম দ্বারা বিদ্ধ করিয়া আসমানের দিকে উঠাইয়া ধরিয়া আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করিল যে, 'আমরা ব্যাভিচারীকে এইভাবেই শাস্তি দিব!'

প্রার্থনার পর প্লেগ রোগ কমিয়া যায়। ওদিকে বলআম বাউরার জিহ্বা কুত্তার মতো ঝুলিয়া যায় এবং লোকেরা তাহাকে কুত্তার মতো দুর! দুর! ছেই! ছেই! করতে থাকে।

সরকার ঘেষা, অর্থলোভী, স্বার্থপর আলেম ও পীরের এটাই আসল শাস্তি। দুনিয়া আল্লাহর শেষ বিচারের স্থান নয়, সে জন্য এক জায়গায় তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন, বাকী সবাইকে চিন্তা করিয়া ঐরূপ মহাপাপ থেকে বিরত থাকার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। যাহারা বিরত থকবে, তাহারা আল্লাহর দরবারের মহাপুরস্কার পাইবে। আর যারা ঐ মহাপাপে পাপগ্রস্থ হইবে, দুনিয়াতে তাদের কোন শাস্তি না হইলেও আখেরাতে তাদের মহা শাস্তি এবং ভয়াবহ, ভীষণ আযাব ভোগ করতে হইবে। এই সতর্কবাণী আল্লাহ শুনাইয়া দিয়াছেন, আল্লাহর রাসূল শুনাইয়া দিয়াছেন।

আল্লাহ হযরত ঈসার (আ.)-এর উম্মতের ঘটনাও অতিসংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন। আমি সেই ঘটনাটিও সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া তারপর আমাদের হযরত রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অর্থলোভী, স্বার্থপর, সরকার ঘেষা আলেম ও পীর সম্পর্কে কী বলিয়া গিয়াছেন তাও উল্লেখ করব এবং আল্লাহর রাসূল বলিয়াছেন যে, অত স্বার্থ, অত লোভের মোহ কাটাইয়াও একদল লোক হকের উপর, সত্যের উপর কায়েম থাকবে, তাও উল্লেখ করব।

আমার উদ্দেশ্য- ভাইদেরকে, সমাজকে এবং রাষ্ট্রকে সতর্ক করা, সমাজে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করা আমার উদ্দেশ্য নয়, যারা সমাজে সত্যের বিরুদ্ধে,

ন্যায়ের বিরুদ্ধে, শরীয়তের বিরুদ্ধে কাজ করে সমাজে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিতেছে বিশৃঙ্খলার জন্য তারাই দায়ী। আমি হক কথা না বললে আল্লাহর কাছে দায়ী হইব। শুধু সেই জন্য হক কথা সব ভাইকে জানাইয়া দিতে বাধ্য হইতেছি।

এত বড় আলেমটা, এত বড় আবেদ-পীরটা কেমন করে বিঘড়ে গেল? আল্লাহ তার সংক্ষিপ্ত আয়াতের ভিতর তাও বর্ণনা করিয়া দিয়া গেছেন। আল্লাহ মানুষকে যেমন একদিকে লোভ ইত্যাদি কুপ্রবৃত্তি দিয়াছেন, লোভ-রিপু বিড়ালের মধ্যেও আছে, অন্যান্য ইতর প্রাণীর মধ্যেও আছে। কিন্তু মানুষের মধ্যে দুইটি জিনিস বেশী আছে। তার মধ্যে বিবেক আছে, বিবেকের দ্বারা সে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বুঝতে পারে। লোভের বশীভূত হইয়া রাজপক্ষ অবলম্বন না করিয়া নবীর শরীয়তের পক্ষই যে তার অবলম্বন করা উচিৎ ছিল, এ জ্ঞান মানুষকে দেওয়া হইয়াছে। তাছাড়াও কুপ্রবৃত্তিকে দমন করিয়া রাখার সংযম শক্তিও মানুষকে দেওয়া হইয়াছে। বিড়াল-কুকুরকে এই শক্তি দেওয়া হয় নাই।

আল্লাহ বলিয়াছেন : 'বলআম বাউরার' প্রথমতঃ বিবেকের ভিতরে ইচ্ছা শক্তি এবং সংযম শক্তি ছিল, সেই শক্তির দ্বারা আমি তাকে আমার কিতাবের ইলম দিয়াছিলাম, তার সেই ইলমকে শক্ত করিয়া ধরিয়া থাকা উচিৎ ছিল, তা সে করে নাই বরং সে ইচ্ছা করিয়াই আমার কিতাবের ইলমের থেকে সরিয়া গিয়াছে, কিতাবের ইলমকে দূরে সরাইয়া দিয়াছে, তখনই শয়তান আসিয়া তার পেছনে লাগিয়াছে, তারপর শয়তানের কুমন্ত্রণায় সে একেবারে গোমরাহ হইয়া গিয়াছে। তারপর আল্লাহ বলিতেছেন, কোটি কোটি টাকার তুলনায়ও আমার কিতাবের ইলমকে তার উর্ধ্বে স্থান দেওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু সে তা করে নাই। সে সামান্য লোভ-রিপুর বশবর্তী হইয়া দুনিয়ার দিকে ঝুকিয়া গিয়াছে, অথচ সে যদি লোভ-রিপুকে দমন করিয়া, টাকার লোভকে পরিত্যাগ করিয়া আমার কিতাবের ইলমকে উর্ধ্বে স্থান দিত, তবে আমিও তাকে আমার কিতাবের ইলমের বরকতে অনেক উর্ধ্বে স্থান দান করিতাম, তার মর্যাদাও অনেক বাড়াইয়া দিতাম। কিন্তু সে যেমন আমার কিতাবের ইলমকে দূরে, নিচে ফেলিয়া দিয়াছে, আমিও তাকে অপমানিত কুত্তার মত করিয়া দিয়াছি।

www.banglakitab.weebly.com

দেখা গেল মানুষ ইচ্ছা করিয়াই নিজে আগে খারাবীর দিকে যায়, তারপর শয়তান আসিয়া ধরে এবং শয়তান ক্রমান্বয়েই কুমন্ত্রণা দিয়া অধিক গোমরাহীর দিকে লইয়া যাইতে থাকে। এটাও বোঝা গেল যে, আল্লাহর কিতাবের ইলমকে যাহারা ইজ্জত দেবে, আল্লাহ তাহাদিহকে ইজ্জত দেবেন। পক্ষান্তরে যেসব লোক আলেম হওয়া সত্ত্বেও বা আলেম না হইয়া আল্লাহর কিতাবের ইলমের ইজ্জত না দেবে, আল্লাহ তাহাদিগকে ভীষণ জিল্লতি এবং অপমান দান করবেন। এই আয়াতের বিশেষ উপদেশ এই যে, আলেমের কখনো অর্থলোভী, সরকার-ঘেষা হওয়া চাই না, নতুবা তাহার পরিণাম অতি ভয়াবহ। এর কিছু বিস্তারিত বর্ণনা সামনে হাদীসে আসিতেছে। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের উম্মতের ঘটনায় আল্লাহ সংক্ষেপে প্রায় ৬ শত বৎসরের তাদের কু-কার্যাবলীর ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন।

واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله .

আয়াতের তরজমা এই যে, তারা অর্থাৎ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের উম্মত খ্রিষ্টানরা হযরত ঈসার (আ:) সত্য ধর্মকে ছাড়িয়া তাহাদের রাজা-বাদশাহরা এবং সেই সঙ্গে জনসাধারণরা তাদের আলেমদের এবং পীরদেরকে খোদা বানাইয়া নিয়াছে অর্থাৎ তাহাদের আলেমরা এবং পীরেরা লোভের বশীভূত হইয়া রাজা-বাদশাহদের কাছে আসিয়াছে। রাজা-বাদশাহরা তাদের মত মতো হারামকে হালাল করার, হালালকে হারাম করার ফতওয়া চাহিয়াছে, তাহারা তদ্রূপই করিয়াছে। অতএব তাহারা আল্লাহর দ্বীন নবীর শরীয়তকে ছাড়িয়া পীরদের এবং আলেমদের প্রকৃত সত্য ধর্মকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। সত্যকে তাহারা মিথ্যা বানাইয়াছে।

হযরত ঈসা (আ:) বলিয়াছেন : এক খোদা, আর সেই খোদার দাস এবং নবী তিনি এবং তিনি আল্লাহর কিতাবের শরীয়ত প্রচারকারী, সেই শরীয়ত সকলের মানিতে হইবে। সে শরীয়তে শূকর হারাম, সুদ হরাম, (সুন্দরী) নারী বিবাহ বন্ধন ব্যতীরেকে হারাম কিন্তু তাহাদের আলেমরা এবং পীরেরা-সেন্টপল পীরদের এবং আলেমদের একটি দল জোটাইয়াছিল, তাহারা এক খোদার জায়গায় তিন খোদা বানাইল, হযরত ঈসাকে খোদার বেটা বলিয়া খোদার বেটাকে পাপীদের পাপ মোচনের জন্য যাতে কারুর শরীয়তের পাবন্দী না করতে হয়, তজ্জন্য হযরত ঈসা নবীকে খোদার

www.banglakitab.weebly.com

বেটা বলিয়া খোদার বেটাকে ক্রুশকাষ্ঠে ঝুলাইল। এইসব সর্ব্বৈ মিথ্যা কথা। ক্রুশকাষ্ঠ গলায় ঝুলাইল ক্রমান্বয় সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সেই ক্রুশকাষ্ঠ নেকটাইয়ে পরিণত হইয়াছে।

আদি ইবনে হাতেম নতুন মুসলমান হইয়া যখন আমাদের হযরতের সঙ্গে আসিয়া দেখা করিয়াছেন, হযরত তাহাকে ক্রুশকাষ্ঠ পরিত্যাগ করতে বলিয়াছেন এবং এই আয়াত পাঠ করিয়াছেন। আদি প্রশ্ন করিয়াছেন যে, আমরা তো আমাদের পাদ্রী-পোপদেরে খোদাও বানাই নাই, পূজাও করি নাই। হযরত বুঝাইয়া দিয়াছেন, খোদার হারামকৃত জিনিসগুলিকে তোমরা তোমাদের পাদ্রী-পোপদের মিথ্যা ফতওয়া অনুসারে হালাল করিয়া লইয়াছ। মিথ্যাকে সত্য করিয়া লইয়াছ, যেমন হযরত ঈসার (আ:) ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। অথচ তোমরা এই মিথ্যাকে তোমাদের প্রাদ্রীদের ফতওয়া অনুসারে এমন সত্য বানাইয়া লইয়াছে যে, এইটা তোমাদের ধর্মের প্রধান প্রতীক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা, এইরূপে হযরত ঈসা (আ:) আল্লাহর সৃষ্ট দাস এবং প্রেরিত নবী কিন্তু তোমরা তোমাদের সেন্ট পাদ্রীর মিথ্যা ফতওয়া অনুসারে জ্ঞান-বিবেক-শরীয়ত সব বাদ দিয়া এই মিথ্যাকে সত্য মনে করিতেছ।

হযরত মুসার (আ:) তাওরাত কিতাবের শরীয়ত এবং ইঞ্জিল কিতাবের শরীয়তই হযরত ঈসার (আ.) শরীয়ত ছিল এবং মুক্তির পথ ছিল। কিন্তু তোমরা তোমাদের পাদ্রী সেন্টপলের মিথ্যা প্ররোচনায় প্ররোচিত হইয়া সব শরীয়তকে বাদ দিয়াছ, মিথ্যা মূলীকে, মিথ্যা পুত্রবাদকেই মুক্তির পথ মনে করিয়াছ, অথচ এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। শূকর, সুদ, নারীর সতীত্ব হরণ তোমাদের শরীয়তে হারাম ছিল, কিন্তু তোমাদের পাদ্রীরা রাজা-বাদশাহদের মত মতো ফতওয়া দিয়া এই জঘন্য হারামগুলিকেও হালাল করিয়াছে।

আল্লাহ যে বলিয়াছেন : রাজা-বাদশাদের এত মোহ, এত ভীতি থাকা সত্ত্বেও একদল লোক, একদল আলেম হকের উপর টিকিয়া থাকবে, এর নজির পূর্ববর্তী নবীদের মধ্যেও পাওয়া যায়। যেমন হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম হক মাসআলা বাতাইয়াছিলেন যে, তিন তালাক দেওয়া স্ত্রীকে ঘরে রাখা হারাম এবং স্ত্রীর মেয়েকে বিবাহ করা হরাম কিন্তু এই হক মাসআলা তৎকালীন রাজার মতের বিরুদ্ধে হওয়াতে রাজা হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামকে কতল করিয়া ফেলে। আল্লাহর তরফ

www.banglakitab.weebly.com

হইতে আযাব ও গযব আসিয়া রাজা মাটির তলে ধ্বসিয়া ধ্বংস হইয়া যায় এবং শত্রুরা আসিয়া ৭০ হাজার লোককে কতল করিয়া দেশ দখল করিয়া নেয়।

আমাদের হযরতের উম্মতের মধ্যে যেহেতু আর নবী হইবে না, সেজন্য উম্মতের যিম্মায়ই আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকারের দায়িত্ব ন্যাস্ত হইয়াছে। খোলাফায়ে রাশদীনগণের দ্বারা একসঙ্গে রাজত্বের খেদমতও হইয়াছে, ইসলামের খেদমতও হইয়ছে। নতুবা অন্যান্য বাদশাহরা ভোগ-বিলাসে মত্ত রহিয়াছে, শুধু তাই নয়, অধিকন্তু কোন কোন মুসলমান বাদশাহ এমন হইয়াছে যে, হক মাসআলা বাতানোর কারণে হক্কানী আলেমদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে, কিন্তু হক্কানী আলেমগণ হক শরীয়তের হক কথা বাতান হইতে বাদ থাকেন নাই।

আমাদের ইমাম আযম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি তিনজন বাদশাহর যামানা পাইয়াছেন, বাদশাহগণ তাঁহাকে চীফ জাস্টিসের পদ অফার (পেশ) করিয়াছে কিন্তু যেহেতু বাদশাহরা নিজেদের স্বার্থে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল- সেজন্য ইমাম সাহেব জেলের কষ্ট ভোগ করিয়াছেন। কোড়া মারিয়া তাঁর পবিত্র পৃষ্টদেশকে ক্ষত-বিক্ষত করা হইয়াছে। এমনকি শেষ পর্যন্ত জেলের মধ্যে তাঁহাকে বিষ পান করাইয়া হত্যা করিয়া ফেলান হইয়াছে। তবু বাতিল হুকুমতের চীফ জাস্টিসের পদ গ্রহণ করেন নাই। কারণ তিনি জানিতেন যে, ঐসব বাদশাহদের মতের বিরুদ্ধে বিচার করার মত স্বাধীনতা তাঁকে তারা দেবে না।

মনসুর বাদশাহ ইমাম মালেক (রহ.)কে হাদীস বর্ণনা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ইমাম মালেক (রহ.) হাদীস বর্ণনা থেকে বিরত থাকেন নাই, সেজন্য বাদশাহর তরফ হইতে তাঁকে কোড়া মারা হইয়াছে। তা সত্ত্বেও তিনি হাদীসের বর্ণনা হইতে বিরত থাকেন নাই। কেননা অন্য হাদীসে আছে, সত্য হাদীসের ইলম জানা থাকলে প্রশ্নের উত্তর না দিলে তাকে সত্য গোপন করার কারণে আগুনের লাগাম পরানো হইবে। ইমাম মালেক (রহ.) রাসূলের শরীয়তের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া সরকার পক্ষ অবলম্বন করেন নাই।

www.banglakitab.weebly.com

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর সঙ্গে মামুনার রশিদ বাদশাহর বাতিল মত গ্রহণ করার কারণে মতবিরোধ হয়। মামুনুর রশীদ বাদশাহ বলে কুরআন সৃষ্ট, অথচ এটা সম্পূর্ণ বাতিল কথা। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) সত্যের উপর দৃঢ় থাকেন। তিনি সর্বদা বলতে থাকেন : কুরআন আল্লাহর কালাম, আল্লাহর বাণী, আল্লাহর বাণী অসৃষ্ট। আল্লাহর বাণী সৃষ্ট হইতে পারে না। তিনজন বাদশাহ মামুনুর রশীদ, মুতাসিম বিল্লাহ, ওয়াসিফ বিল্লাহ পর পর ২৮ মাস যাবৎ তাঁকে জেলে নির্যাতন করতে থাকে, দৈনিক উলঙ্গ পিঠে ১০টা করিয়া কোড়া মারতে থাকে। পৃষ্টদেশ থেকে ছলছল করিয়া রক্ত বাহির হইতে থাকে, তবুও তিনি এক মুহূর্তের জন্যও হক মাসআলা বলিতে একটুও ভীত হন নাই বা ত্রুটি করেন নাই। চতুর্থ বাদশাহ মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ আসিয়া তাঁর গৌরবান্বিত ভূমিকায় মুগ্ধ হইয়া তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তাঁকে রেহাই দান করেন।

মোঘল বংশীয় দিল্লীর সম্রাট আকবর দুইজন সরকার ঘেষা, অর্থলোভী আলেমের সহায়তায় পবিত্র শরীয়তের অনেক মাসআলা পরিবর্তন করিয়া ফেলে। এমনকি শরীয়তে মুহাম্মদিয়াকে একেবারে বাতিল করিয়া দীনে ইলাহী জারি করতে চেষ্টা করে। আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর বাদশাহও বাপের অনুকরণ করে।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি আকবর ও জাহাঙ্গীরের বাতিল মতবাদের বিরুদ্ধে শক্তভাবে দণ্ডায়মান হন। জাহাঙ্গীর বাদশাহ বাপের অন্ধ অনুকরণে এতদূর করিয়াছিল যে, কোন মুসলমান আস-সালামু আলাইকুমও বলতে পারত না; কুর্নিশ ইত্যাদি বলতে হইতো। জাহাঙ্গীর হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানীকে দরবারে ডাকাইলেন। তিনি দরবারে আসিয়া মাথানত না করিয়া, কুর্নিশ না করিয়া রাসূলের সুন্নাত অনুসারে 'আস-সালামু আলাইকুম' বলিলেন। এ অপরাধে জাহাঙ্গীর হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানীকে গোয়ালিয়ারের জেলে কয়েদী করিয়া পাঠাইয়াছিল। মুজাদ্দিদে আলফেসানী ছয় মাস জেলে কয়েদ ভোগ অবস্থায় কয়েদীদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের কাজ আরম্ভ করলেন। ছয় মাস পর জেল মালিক হিন্দু রাজা জাহাঙ্গীর বাদশাহর নিকট রিপোর্ট পাঠাইল, 'আপনি এমন একজন কয়েদী জেলে আটকাইয়াছেন, যার প্রচারের ফলে এবং তার নৈতিক-আধ্যাত্মিক বলে জেলের পশুগুলি সব মানুষ এবং মানুষগুলি সব দেবতা ও ফেরেশতা হইয়া গিয়াছে।'

www.banglakitab.weebly.com

এই রিপোর্টে মুগ্ধ হইয়া জাহাঙ্গীর বাদশাহ হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং বাতিল মতবাদ থেকে তওবা করেন। হক্কানী আলেমদের বাতিল রাজ-শক্তির দ্বারা এই নির্যাতন ভোগ করার নজির অনেক আছে। আর লোভী, স্বার্থপর সরকার ঘেষা আলেম নামধারী, আলেম নামের কলংক লেপনকারীদের সংখ্যারও অভাব নাই। আসল জিনিস দেখতে হইবে- এ সম্পর্কে আল্লাহ এবং রাসূল কি ফায়সালা দিয়াছেন।

আল্লাহর ফায়সালা বলআম বাউরার ঘটনার মধ্যে উল্লেখ করিয়াছি। এখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরকার ঘেষা আলেম, পীর নামধারীদের সম্পর্কে কী বলিয়া গিয়াছেন? কী হেদায়েত দান করিয়া গিয়াছেন? সেই সম্পর্কে কিছু সংখ্যক হাদীস আমি পাঠকদের সামনে উদ্ধৃত করিতেছি।

خير الخيار خيار العلماء وشر الشرار شرار العلماء .

অর্থ: আলেম-যাহারা সৎ আলেম, তাহাদের চেয়ে ভাল, নবীদের পরে মানব সমাজের মধ্যে আর কেউই নাই। কিন্তু আলেম হয়ে যদি অসৎ আলেম হয় অর্থাৎ বে-আমল অর্থাৎ লোভী হয় তবে সেইরূপ আলেমের চাইতে নিকৃষ্ট ও খারাপ আর কেউই নাই। সমস্ত মানবজাতির মধ্যে তারাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং সবচেয়ে খারাপ।

এইরূপ খারাপ আলেমদের হাদীসের ভাষায় علماء سوء 'উলামায়ে ছু' অর্থাৎ অসৎ আলেম বলা হইয়াছে। তাদের যে ভীষণতম আযাব হইবে একথাও হাদীসে পরিস্কর বলা হইয়াছে এবং মুসলিম সরকারকে এবং জনসাধারণকে তাদের থেকে সতর্ক থাকার জন্য এবং তাদের থেকে দূরে থাকার জন্য অতি কঠোর ভাষায় সতর্কবাণী দান করা হইয়াছে। দয়ার নবী হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব কথাই আমাদের আগে থেকেই বাতাইয়া গিয়াছেন।

২. হাদীসে হযরত বলিয়াছেন :

من قرأ القران وتفقه فى الدين ثم اتى صاحب سلطان طمعا لما فى يده طبع الله على قلبه، عذب كل يوم بلونين من العذاب لم يعذب به قبل ذالك . (كنز العمال)

www.banglakitab.weebly.com

অর্থঃ যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করিয়া এবং কুরআন-হাদীসের বিদ্যার গভীর জ্ঞান হাসিল করিয়া সরকার থেকে কিছু পাওয়ার লোভে সরকারী দরবারে যাতায়াত করবে অর্থাৎ সরকার ঘেষা হইবে, আল্লাহ তাআলা তার দিলের ওপর মোহর মারিয়া দিবেন এবং তাহাকে দৈনিক এমন দুই প্রকার সাংঘাতিক শাস্তি ও আযাব দেওয়া হইবে, যা তার পূর্বে অন্য কাউকে দেওয়া হয় নাই, তাহার পূর্বে এত বড় আযাব আর কখনো হয় নাই।

৩. হাদীসে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন :

العلماء امناء الرسل على عباد الله مالم يخالطوا السلطان ويداخلوا الدنيا فاذا خالطوا السلطان داخلوا الدنيا فقد خانوا الرسل فاحذروهم واعتزلوهم . (كنز العمال)

অর্থ: আলেমগণ প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে আল্লাহর বান্দাদের জন্য আমানত গচ্ছিত গ্রহণকারী। কিন্তু যে আলেমগণ আলেম হওয়া সত্ত্বে দুনিয়ার লোভে সরকারের দরবারে যাতায়াত করবে এবং টাকার লোভী হইবে, সেই সমস্ত আলেমগণ আলেম হওয়া সত্ত্বেও রাসূলের আমানতে খেয়ানতকারী প্রমাণিত হইবে। অতএব হে মুসলিম সরকার! ওহে মুসলিম জনসাধারণ! তোমরা সকলেই এই ধরনের আলেম থেকে সতর্ক থাকিও এবং তাদের থেকে অতি সতর্কতা সহকারে দূরে থাকিও।

৪. হাদীসে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন :

ويذل لامتى من علماء السوء يتخذون هذا العلم لتجارة يبغون بها من امراء زمانهم ربحا لانفسهم لا اربح الله لتجارتهم. (كنز العمال)

অর্থ : উলামায়ে ছু অর্থাৎ, অসৎ, অর্থলোভী, সরকার ঘেষা আলেমদের দ্বারা আমার উম্মতের সর্বনাশা ক্ষতি হইবে, যদি তারা তাদের থেকে সতর্ক না থাকে। উলামায়ে ছু অর্থাৎ অসৎ ও দুষ্ট আলেম তারা, যারা তাদের ইলমের দ্বারা তাদের যামানার সরকার থেকে কিছু টাকা উপার্জনের ব্যবস্থা চালাবে।

এই পর্যন্ত হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ধরনের অসৎ ও দুষ্ট আলেমদের জন্য বদদোয়া দিতেছেন যে, তারা ইলমের দ্বারা সরকারের সঙ্গে যে ব্যবসা জুড়িয়াছে, হে আল্লাহ! তুমি তাদের এই ব্যবসায় কখনো বরকত দিও না।

৫. হাদীসে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম বলিয়াছেন :

افة الدين ثلاثة فقيه فاجر امام جائر ومجتهد جاهل. (كنز العمال)

অর্থঃ তিন প্রকারের লোকের দ্বারা ইসলাম ধর্মের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হইবে।

ক. বে-আমল আলেমের দ্বারা।

খ. অত্যাচারী শাসকের দ্বারা এবং

গ. জাহেল পীর এবং জাহেল মুজতাহিদের দ্বারা।

৬. হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়া গিয়াছেন :

إذا رأيت العالم يخالط السلطان مخالطة كثيرة فاعلم أنه لص. (كنز العمال)

তোমরা যখন দেখিবা যে, কোন আলেম সরকারের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করে তখন নিশ্চয় জানিবা যে, সে আলেম আলেম নয়; দ্বীনের চোর।

৭. হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়া গিয়াছেন :

إن أبغض الخلق على الله العالم يزور العمال. (كنزل العمال)

অর্থঃ আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত লোক সেই আলেম, যে আলেম সরকার ঘেষা হইয়া যায়, সরকারের সঙ্গে বেশী দেখা-সাক্ষাৎ ও ওঠা-বসা করে।

৮. হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়া গিয়াছেন :

إن أناسا من أمتى سيتفقهون فى الدين ويقرؤن القران ويقولون نأتى الامراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا ولا يكون ذلك كما لا يجتنى من القتاد الا الشوك كذلك لا يجتنى من قربهم إلا الخطايا. (مشكوة)

অর্থঃ কতগুলি লোক এমন হবে যে, তারা কুরআনের বিদ্যা পড়িয়া ধর্ম সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান হাসিল করবে, তারা বলবে যে, আমরা সরকারের সঙ্গে মেলামেশা করিয়া তাদের থেকে তাদের কাছে যে টাকা আছে, সে টাকা হাসিল করব এবং আমাদের পরহেযগারীর দ্বারা তাদের অপকারিতা হইতে বাঁচিয়া থাকিব, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'ইহা সম্ভব নয়।' যেমন বাবুল গাছের নৈকট্য লাভে কাটার খোঁচা খাওয়া ছাড়া অন্য কোন কিছু লাভ হয় না, অদ্রূপ সরকারের নৈকট্য লাভের দ্বারা গোনাহ কামাই করা ছাড়া অন্য কোন কিছু লাভ হয় না।

www.banglakitab.weebly.com

৯. হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়া গিয়াছেন :

إذا قرء الرجل القران وتفقه فى الدين ثم اتى باب السلطان تملقا إليه وطمعا لما فى يده فقد خاض بقدر خطاياه فى نار جهنم. (كنز العمال)

অর্থঃ যে ব্যক্তি কুরআন-হাদীস ও ফিকহের বিদ্যা শিক্ষা করে গভীর জ্ঞান হাসিল করে সরকারের খোশামোদের জন্য এবং সরকারের হাতে যে টাকা আছে, সে টাকার লোভে সরকারের দারস্থ হইবে, সে তার (সরকারের) পাপের পরিমাণ জাহান্নামের অগ্নির মধ্যে হাবুডুবু খাইতে থাকবে।

১০. হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়া গিয়াছেন :

إن أهون الخلق على الله العالم يزر العمال. (كنزل العمال)

অর্থঃ আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত সেই ব্যক্তি হইবে, যে আলেম হওয়া সত্ত্বেও সরকার ঘেষা হইয়া গিয়া গভর্ণরদের সঙ্গে মেলামেশা করতে থাকে।

১১. হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়া গিয়াছেন :

ما من عالم اتى صاحب سلطان طوعا إلا كان شريكه فى كل لون يعذب به نار جهنم.

অর্থঃ যে কোন আলেম নিজের খুশীতে সরকারের দুয়ারে ধর্ণা দিবে, সে নিশ্চয়ই জাহান্নামের প্রত্যেক প্রকার আযাবের শরীক হইবে অর্থাৎ সরকার শরীয়তের বরখেলাফ যেসব কাজ করিয়া জাহান্নামের আযাবের উপযুক্ত হইবে, ঐ আলেম সেসব আযাবে সরকারের সাথে শরীক হইবে।

১২. হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়া গিয়াছেন :

إن فى النار أطحى تطحن علماء السوء طحنا. (ابن عساكر)

অর্থঃ জাহান্নামের মধ্যে খাছ এক প্রকার যাঁতা থাকবে উলামায়ে ছু অর্থাৎ যাহারা অসৎ ও লোভী, সরকার-ঘেষা, উম্মতের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী আলেম হইবে, তাহাদিগকে সেই যাঁতার দ্বারা নিষ্পেষণ করা হইবে। আলেম ভাল হইলে যেমন তার চাইতে ভাল আর নাই- তদ্রূপ আলেম মন্দ হইলে অর্থাৎ লোভী হইলে তার চাইতে মন্দ আর নাই। অতএব আলেমেরও সতর্ক হওয়া দরকার এবং জনসাধারণ ও সরকারেরও সতর্ক হওয়া দরকার। আলেম খাঁটি হক্কানী হওয়া দরকার এবং তদ্রূপ হক্কানী আলেম তালাশ করিয়া সেই আলেমের কথা শোনা দরকার।

আমি এখানে অসৎ আলেমদের অপকর্ম, নিকৃষ্টতা এবং ভীষণ আযাব সম্পর্কে কিছু হাদীস ও দলীল বর্ণনা করিয়াছি। সৎ আলেমদের শ্রেষ্ঠত্ব, কর্তব্য ও আজিম মর্তবা ও ফযীলত সম্পর্কে কিছুই বর্ণনা করি নাই। বিশেষত: হুকুমত সম্পর্কে সৎ আলেমদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে কিছুই বর্ণনা করি নাই। সেজন্য যখন আমার এই লেখা প্রবন্ধ খুলনার আইম্মায়ে মাসাজিদ সম্মেলনে পড়া হইয়াছে, তখন এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইয়াছে। সেজন্য মাত্র একখানা হাদীস সৎ আলেমদের হুকুমত সম্পর্কীয় কর্তব্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে উদ্ধৃত করিতেছি।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন :

أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر

অর্থঃ 'ভুল ও বক্র পথগামী সরকারের নিকট হক কথা বলা শ্রেষ্ঠতম জিহাদ।'

এই হাদীসের দ্বারা বোঝা গেল, শ্রেষ্ঠতম জিহাদের মর্তবা হাসিল করিতে হইলে সরকারের নিকট যাইতে হইবে। কিন্তু কিছু পাওয়ার জন্য নয়, কিছু দেওয়ার জন্য। অর্থাৎ শরীয়তের সরল-সত্য পথ বাতাইবার জন্য সৎ আলেমদের সরকারের নিকট যাইতে হইবে, তাহা হইলে শ্রেষ্ঠতম জিহাদের কর্তব্য হাসিল হইবে।

অন্য হাদীসে আছে- যদি এই শ্রেষ্ঠতম জিহাদের কর্তব্য পালন করিতে গিয়া শহীদ হইতে হয়, তবে শ্রেষ্ঠতম শহীদ হইবে। যেমন হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম শহীদ হইয়াছেন এবং প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়ের হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের দরবারে হক কথা বলিয়া শহীদ হইয়াছেন, শ্রেষ্ঠতম শহীদের মর্তবা হাসিল করিয়াছেন।

অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন :

طلب العلم فريضة على كل مسلم.

অর্থঃ ইলম অর্থাৎ আল্লাহর কুরআনের ইলম এবং রাসূলে হাদীসের ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। নবীর বাণীতে যে ইলমকে শিক্ষা করা ফরজ বলা হইয়াছে, সে ইলম অন্য কোন ইলম নয়, নবী যে ইলম অহীর মাধ্যমে আল্লাহর দরবার হইতে আনয়ন করিয়াছেন, সেই ইলম। তাছাড়া অন্য কোন ইলমের কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন নাই। যিনি রীতিমত উস্তাদ হইতে কুরআন-হাদীসের

ইলম শিক্ষা করিয়াছেন, তাহাকে বলা হয় আলেম। আলেমকে হাদীস শরীফে 'নায়েবে রাসূল' এবং 'ওয়ারিশে আম্বিয়া' বলা হইয়াছে।

আলেমের পদ সমাজের সর্বশ্রেণীর লোক হইতে উর্ধ্বে বলা হইয়াছে, কিন্তু সে কেমন আলেম? অন্য আলেম নয়, সে আলেম যিনি ইলম শিখিয়াছেন এমন উস্তাদের কাছ থেকে যিনি কুরআন-হাদীসের ইলম শিক্ষা করিয়া তদানুযায়ী জীবনও গঠন করিয়াছেন এবং সেই ইলমের অনুশীলনের জন্যই জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন এবং তিনিও তদ্রূপই কুরআনের ইলম ধারাবাহিকভাবে শিক্ষা করিয়া তদানুযায়ী জীবন গঠন করিয়াছেন এবং ইসলাম ধর্মকে চির সঞ্জীবিত রাখার উদ্দেশ্যে কুরআন-হাদীসের ইলম অনুশীলনের জন্যই জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। এইরূপ আলেমের ফযীরত অনেক বেশী। এইরূপ আলেমকেই বলা হইয়াছে 'নায়েবে রাসূল' এবং 'ওয়রিশে আম্বিয়া।' এইরূপ সৎ আলেম যেমন সমাজের জন্য জরুরী উপকারী এবং তাঁহাদের মর্তবা যত উর্ধ্বে, আলেম হইয়া যদি অসৎ আলেম হয়, সমাজের জন্য ততোধিক অপকারী এবং ক্ষতিজনক। এরূপ অসৎ আলেমের যে ভীষণ আযাব আখেরাতে হইবে, তাহা হাদীস শরীফে এবং কুরআনের আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় বলিয়া সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

কুরআন শরীফে প্রথম বলা হইয়াছে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ বলিয়াছেন : ونيسرك لليسرى আপনাকে আমি মুক্তিপথ দান করিব। সে মুক্তিপথ হইবে অতি সহজ। আপনার সেই সহজ পথেই নিহিত সমস্ত মানুষের মুক্তি। এরপর আল্লাহ নিজেই মুক্তির সেই সহজ পথের বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন :

قد افلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى.

যাহারা লোভ, কাম, মিথ্যা, ধোকা ইত্যাদি রিপু হইতে এবং অন্যান্য অপবিত্র জিনিসসমূহ হইতে পবিত্রতা হাসিল করিয়া আল্লাহর নাম স্মরণ করিবে এবং আল্লাহর নামায পড়িবে, তাহারাই মুক্তি লাভ করিবে। যাহারা লোভ, কাম, মিথ্যা, ধোকা ইত্যাদি রিপু হইতে পবিত্রতা হাসিল না করে, তাহারা অসৎ আলেম ও অসৎ পীর। অসৎ আলেম ও পীর থেকে দূরে সরিয়া বাঁচিয়া থাকার জন্য বুযুর্গানে দীনগণও হামেশা সতর্কবাণী দান করিয়াছেন। মাওলানা রূমী বলিয়াছেন :

www.banglakitab.weebly.com

اے بسا ابلیس أدم روئے هست + پس بهر دستے نباید داد دست

অর্থঃ অনেক শয়তান মানুষের অর্থাৎ আলেমের বা পীরের ছুরত ধরিয়া দুনিয়াতে বিদ্যমান আছে। অতএব হে মুমিনগণ! সতর্ক থাকিও। হকের মাপকাঠির দ্বারা যাঁচাই বাছাই করিয়া নিও। সবাইকে পীর বলিয়া, আলেম বলিয়া স্বীকার করিয়া তাহার হাতে হাত মিলাইও না।

আল্লাহ তাআলা মানুষের দেহকে অপকারী জিনিসসমূহ হইতে রক্ষা কারার জন্য মানুষকে শিক্ষা দিয়াছেন আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করার জন্য। সেক্ষেত্রে মাত্র আল্লাহর একটি নামের দোহাই দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছে :

قل أعوذ برب الفلق.

আর যেখানে মানুষকে তাহার আত্মার এবং ঈমানের হেফাজতের জন্য আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, সেখানে আল্লাহর তিনটি নামের দোহাই দিয়াছে :

قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس.

অর্থঃ জীন শয়তান এবং মানুষ শয়তান হইতে অর্থাৎ শয়তানের ধোকাবাজি এবং ধর্মের নামে ধোকা দানকারী ধোকাবাজ আলেম নামধারী, পীর নামধারী, মানুষরূপী শয়তান হইতে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানীর ইরশাদ :

উলামায়ে ছু অর্থাৎ অসৎ আলেম ও পীরদের সম্পর্কে হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী বলিতেছেন :

این علم در حق ایشان مضر امد که حجت را بر ایشان تمام ساخت

উলামায়ে ছু যারা, তাদের কুরআন-হাদীসের ইলম তাদের পক্ষে সাংঘাতিক ক্ষতিজনক প্রমাণিত হইয়াছে। কেননা তাদের তর্কে জিতিবার পথও শেষ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

হাদীস শরীফে আসিয়াছে :

إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه.

কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশী সাংঘাতিক আযাব হইবে সেই আলেমের, যে তাহার ইলম অনুযায়ী আমল করিয়া তদ্বারা উপকৃত হয় নাই।

چکر نه مضر نباشد علمی که نزد خدائے عزوجل عزیز است
واشرف موجودات آنرا وسیله دنیائے دنیه از مال وجاه وریاست

ساخته اند وحال آنکه دنیا نزد حق تعالی ذلیل وخواراست وبدترین مخلوقات- پس عزیز خدارا خوا ساختن وذلیل اورا عزت دادن نهایت مستبقح است فی الحقیقت معارضه است بحق سبحانه وتعالی.

কুরআন-হাদীসের ইলমের মর্তবা আল্লাহর নিকট সবচেয়ে উর্ধ্বে। আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে এর চেয়ে উচ্চ দর্জার জিনিস আর নাই। তাহারা উহাকে বিক্রয় করিয়া খরিদ করিয়াছে দুনিয়ার মালকে অর্থাৎ গাড়ী, বাড়ী, ফার্ণিচার, পোশাক ইত্যাদী দুনিয়ার ইজ্জত ও সম্মান এবং দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বকে। অথচ আল্লাহর নিকট দুনিয়ার মাল, জমি-জমা, গাড়ী-বাড়ী, ফার্ণিচার, পোশাক, দুনিয়ার পদ-গৌরব, ইজ্জত-সম্মান এবং দুনিয়ার কর্তৃত্ব-নেতৃত্বের আদৌ কোন মূল্য বা মর্যাদা নাই। তাহাদের ক্রয়-বিক্রয়ের কারবারের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, তাহারা আল্লাহর সঙ্গে মুকাবেলা করিয়া (বিরুদ্ধাচরণ করিয়া) আল্লাহ যাহাকে সম্মানিত করিয়াছেন, তাহারা তাহাকে অসম্মানিত করিয়াছেন, তাহারা তাহাকে অসম্মানী করিয়াছে এবং আল্লাহ যাহাকে উচ্চ মর্যাদাশালী করিয়াছে, তাহারা তাহাকে মর্যাদাহীন ও মূল্যহীন করিয়াছে, এর চেয়ে অর্থাৎ এহেন রূপে আল্লাহর মুকাবেলা (বিদ্রোহ) করার চেয়ে বড় জঘন্য ঘৃণিত পাপ ও অপরাধ আর কি হইতে পারে?

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, একদিকে যে এতবড় জঘন্য ঘৃণিত পাপ করা সত্ত্বেও অন্যদিকে তাহারা মুদাররেছি করিতেছে, হাদীস, তাফসীর পড়াইতেছে, মুফতীগীরী করিতেছে, লোকদেরে ফতওয়া বাতাইতেছে, ওয়াজ-নসীহত করিয়া তাবলীগের কাজ করিতেছে। এগুলির দ্বারা দ্বীনের খেদমত হইতেছে, লোকের উপকার হইতেছে, এর দ্বারা হয়ত তাহারা উপকৃত হইবে। হযরত মুজাদ্দিদ সাহেব এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন :

تدریس وافتا وقصے نافع آید که خالصا لوجه الله باشد واز شائبه حب جاه وریاست وحصول مال ورفعت خالی باشد.

তাহাদের হাদীস-তাফসীর পড়ানো, ফতওয়া দান করা , মাসআলা বাতানো, ওয়াজ-নসীয়ত করা এবং সহীহ পীর-মুরিদী ইত্যাদি করিয়া মুরীদানের নফসের ইসলাহ করিয়া দেওয়া অন্যদের জন্য তো উপকার হইতে পারে কিন্তু খোদ তাহাদের জন্য উপকারী হওয়ার জন্য শর্ত এই যে, এইসব কাজ খালেছান লিওয়াজহিল্লা অর্থাৎ খাঁটিভাবে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির

www.banglakitab.weebly.com

জন্য হওয়া দরকার। তাহার মধ্যে বিন্দুমাত্র হোব্বে জাহ অর্থাৎ সুনাম-সুখ্যাতি ও ইজ্জত-সম্মানের লালচ মিশ্রিত না হওয়া চাই। বিন্দুমাত্র হোব্বে মাল অর্থাৎ টাকা-পয়সা, জমা-জমি, বাড়ী-গাড়ী, দালান-কোঠা, ফার্ণিচার-পোশাক হাসিল হওয়া এবং শান-শওকত, জাঁকজমক হাসিল হওয়ার আকাঙ্খা না হওয়া চাই।

হোব্বে জাহ এগুলো দৃশ্যমান বা জাহেরী জিনিস নয়, এগুলো অদৃশ্য ও বাতেনী জিনিস। এটা আছে কিনা তা ধরার এবং বুঝিবার উপায় কী? হযরত মুজাদ্দিদ সাহেব উপায় বাতাইতেছেন :

وعلامت این خاوزهد زهد دنیا است + ویے رغبت بودن است از دنیا وما فیها.

অভ্যন্তরীণ অদৃশ্য বাতেনী দোষ বা গুণকে চিনিবার জন্য জাহেরী আলামত আছে। আলামত এই যে, যার মধ্যে হোব্বে জাহ ও হোব্বে মাল নাই, সে দুনিয়ার জাঁকজমক, শান-শওকত করিবে না এবং উহাকে ভালবাসিবে না 'দুনিয়া অমাফিহা' হইতে অর্থাৎ দুনিয়ার যাবতীয় জিনিস হইতে সে লা-পরোয়া, নিস্পৃহ এবং আখেরাতের তরক্কি, দুনিয়ার তরক্কির দিকে, শান-শওকতের দিকে তাহার আসল লক্ষ্য থাকিবে না।

এখান থেকে আলেম দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়।

প্রথমত: দুনিয়ার অসৎ আলেম। দ্বিতীয়ত: দ্বীনদার হক্কানী সৎ আলেম।

علماء كه باين بلا مبتلاء اند وبمحبت اين دنيا گرفتار از علماء دنيا اند واينشا نند علماء سوء وشرار خلائق ولصوص دين وحالانكه خود را مقتدا ميدانند وبهترين خلائق پندارند.

যেসব আলেম লেবাস-পোশাকের মহব্বতে, ফার্ণিচার, গাড়ী-বাড়ীর মহব্বতে, দালান-কোঠা, জাগা-জমির মহব্বতে গ্রেপ্তার হইয়াছে, তাহাদিগকে বলে দুনিয়াদার অসৎ আলেম এবং তাহারা ওলামায়ে ছু এবং তাহারই নিকৃষ্টতম জীব এবং ধর্মের নামে ধোকাবাজ চোর। অথচ তাহারা নিজেদেরকে মনে করে হাদী, মোক্তাদা, পেশওয়া ও শ্রেষ্ঠতম মানুষ। এই ধরনের লোকদের সম্পর্কেই আল্লাহ পাক বলিয়াছেন :

ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون إستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان ألا إن حزبَ الشيطان هم الخاسرون.

অর্থঃ তাহারা মনে করে যে, তাহারা কিছু একটা হয়েছে, বড় কিছু একটা সম্পদ অর্জন করিয়াছে কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, এই ধারণা ও বিশ্বাস সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাহারা শয়তানের প্রভাবে পড়িয়া গিয়াছে, শয়তান তাহাদেরকে আল্লাহর কথা ভুলাইয়া দিয়াছে, ফলে তাহারা শয়তানের দলভুক্ত হইয়া গিয়াছে। নিশ্চয় জানিও, যাহারা শয়তানের দলভুক্ত হইয়ছে, তাহাদের জীবন ব্যর্থ, ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

عزیزے شیطان لعین رادید کہ فارغ نشستہ است واز تضلیل واغوا خاطر جمع ساختہ- ان عزیز سرانرا پرسید لعین گفت کہ علماء سوء این وقت دریں کار بامن مدد عظیم کردند ومرا ازین مہم فارغ ساختند.

হযরত মুজাদ্দিদ সাহেব বলিতেছেন, আমার একজন দোস্ত (মুরিদ) শয়তানকে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, শয়তান মানুষকে গোমরাহ ও পাপ পথে চলিবার জন্য কুমন্ত্রণা দানের কাজ হইতে নিশ্চিন্ত বসিয়া আছে। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় শয়তান উত্তরে বলিয়াছে, এই যামানার 'উলামায়ে ছু' এ কাজে আমার খুব বেশী সাহায্য করিয়াছে, কাজেই আমি নিশ্চিন্ত বসিয়া আছি।

হযরত মুজাদ্দিদ সাহেব বলিতেছেন :

والحق درین زمان ہو سستی ویداتینی کہ دار امور شرعیۃ واقع شدہ وہو فتواے کہ در ترویح وملت ودین ظاہر گشتہ است از شومی علماء سوء است وفساد نیات ایشاں.

সত্য বলিতে কি? এই যামানায় যত খারাবী পয়দা হইয়াছে, শরীয়ত জারীর কাজে ত্রুটি হইতেছে, শরীয়তকে পরিবর্তন করা হইতেছে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা জারি হইতেছে না বরং উহাকে অচল অথর্ব বলিয়া বাদ দেওয়া হইতেছে, এসবই হইতেছে 'উলামায়ে ছু' যাহারা তাহাদেরই কারণে, তাহাদের নিয়ত ও দিল খারাপ হইয়া যাওয়ার কারণে।

ارے علماء کہ از دنیا بے رغبت اند واز حب جاہ ورياست ومال ورفعت ازاد علماء اخرت اند وورثۃ انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات وبہترین خلائق ایشانند کہ فراداے قیامت سیاہنی ایشان را بخون شہداء فی سبیل اللہ وزن خواہد کود ویلہ این سیاہی جرید وذرم

www.banglakitab.weebly.com

العلماء عبادة درشان ايشاں متحقق است ايشانند كه جمال اخرت در نظر ايشان مستحسن امده وقباحت دنيا وشناعت ان مشاهد كشته انرا بنظر بقا دهيد واين را بداغ زوال متسم يافتند لاجرم خودار بباقى سپردند واز فانى دور داشتند- شهود عظمت اخرت ثمره شهود جلال لا يزال است وذليل دنيا وما فيها از لوازم شهوده عظمت اخرت است لان الدنيا والاخرة ضرتان ان رضيت احداهما سخت الاخرى اگر دنيا عزيز ست اخرت خوار ست واگر دنيا خوار ست اخرت عزيز ست جمع اين دو امر ازقبيل جمع اضداد ست

অর্থঃ অবশ্য যেসব আলেমের দুনিয়ার প্রতি কোন রগবত বা লালসা নাই এবং তাহারা হোব্বে মাল (মালের মহব্বত), হোব্বে রেয়াছত (নেতৃত্বের, কর্তৃত্বের মহব্বত), হোব্বে জাহ (ইজ্জত-সম্মানের মহব্বত) এবং পদ-গৌরবের মোহ হইতে উর্ধ্বে উঠিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা দুনিয়াদার আলেম নন, তাঁহারা দ্বীনদার আলেম। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহরাই উলামায়ে আখেরাত এবং উলামায়ে দ্বীন। তাঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে নায়েবে নবী এবং অরাছাতুল আম্বিয়া এবং তাঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে নবীদের পর শ্রেষ্ঠতম শ্রেণীর মানুষ। নবীদের মধ্যে এবং তাঁহাদের মধ্যে মাত্র একটি দর্জার পার্থক্য। কাল-কিয়ামতের মাঠে তাঁহাদের দোয়াতের কালি শহীদের রক্তের চেয়ে ভারী প্রমাণিত হইবে।

আলেমের ঘুমও ইবাদত, আলেমের চেহারার দিকে দেখাও ইবাদত-তাহাদেরই শানে বলা হইয়াছে। আখেরাতের সৌন্দর্য এবং দুনিয়ার কদর্যতা তাহাদের চোখের সামনে পরিষ্কারভাবে দেখা দিয়াছে। আখেরাতের সুখ-শান্তি, সৌন্দর্যের নির্মলতা ও স্থায়ীত্ব এবং দুনিয়ার শান-শওকত ও জাঁকজমকের অস্থায়ীত্ব এবং মলিনতা তাহাদের চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অস্থায়ী ও ময়লাযুক্ত দুনিয়াকে পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং নিজেদেরকে চিরস্থায়ী ও নির্মল আখেরাতের জন্যসোপর্দ করিয়াছেন। যাহারা রেয়াজত-মুজাহাদা করিয়া কুরআন-হাদীস খুব গভীরভাবে অধ্যয়ন করিয়া আল্লাহর আজমত ও জালালের 'আয়নাল ইয়াকীন' দিব্যদৃষ্টি হাসিল করিয়াছেন, তাহাদের আখেরাতের গুরুত্বেরও 'আয়নাল ইয়াকীন' হাসিল হইয়াছে। যাহাদের আখেরাতের আয়নাল ইয়াকীন হাসিল হইয়াছে, তাহারা দুনিয়ার শান-শওকত ও জাঁকজমককে নগণ্য ও হেয় মনে করিতে

www.banglakitab.weebly.com

বাধ্য। কেননা তাহারা স্বচক্ষে দেখেন যে, আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার কোন অস্তিত্বই নাই। অতি নগণ্য অস্তিত্ব আছে বটে এবং তাহারা ইহাও দেখিতে পান যে, দুনিয়া ও আখেরাত দুইটি সতীনতুল্য সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী জিনিস। একটি রাজী হইলে অন্যটি নারাজ হইবে। যদি দুনিয়া সম্মানী হয়, তবে আখেরাত অসম্মানী হইবে। যদি দুনিয়া অসম্মানী হয়, তবে আখেরাত সম্মানী হইবে। উভয়টাকে একত্রে সমভাবে রাজী রাখা এবং সমভাবে ভালবাসা অসম্ভব। অবশ্য কিছু সংখ্যক অতি উচ্চ দরের 'আউলিয়া আল্লাহ' নিজস্ব ব্যক্তিগতভাবে নিয়তের এবং হুজুরে কলবের অত্যন্ত পাক্কা মশক করিয়া প্রকাশ্যভাবে দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যের বা রাজ্য পরিচালনের ছুরত অবলম্বন করিয়াছেন এবং প্রকাশ্যভাবে রগবত ও ভালবাসা দেখাইয়াছেন বটে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে দিলকে তাহারা পৃথক রাখিয়াছেন। দিলকে সদা আল্লাহর যিকিরের মধ্যে এবং আল্লাহর ফরমাবরদারীর মধ্যে মশগুল রাখিয়াছেন।

এই ধরনের আউলিয়াদের শানেই বলা হইয়াছে :

رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله.

অর্থঃ তেজারত এবং ক্রয়-বিক্রয় তাহাদিগকে আল্লাহর যিকিরে বাধা দিতে পারে না, আল্লাহর যিকির হইতে বিরত ও বঞ্চিত রাখিতে পারে না।

এই ধরনের উচ্চ শ্রেণীর আউলিয়া যাহারা-তাহারা দুনিয়ার এইসব কাজের মধ্যে মশগুল হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের দিল এইসব কাজে এক মুহূর্তের জন্যও মশগুল হয় না।

হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলিয়াছেন, মিনাতে বাজারের মধ্যে একজন তাজের দেখিয়াছি, পঞ্চাশ হাজার গিনি কেনা-বেচা করিয়াছে কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য তাহার দিল আল্লাহর যিকির হইতে গাফেল হয় নাই। (৩৩শ পত্র)

২৫ নং পত্রে হযরত মুজাদ্দিদ সাহেব লিখিতেছেন : খাঁটি দ্বীনদার আলেমের সংখ্যা খুবই কম। যাহাদের মধ্যে হোব্বে জাহ, হোব্বে রেয়াছত নাই এবং তাহদের উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহর দ্বীন, নবীর তরীকা জারি করা ব্যতীত আর কিছুই নাই, নিজের ব্যক্তিগত কোনই স্বার্থ নাই, মালে মহব্বত নাই, এমন আলেমদের সংখ্যা খুবই কম হইয়া গিয়াছে। যেসব আলেমদের মধ্য হইতে হোব্বে জাহ এবং হোব্বে রেয়াছত এখনও দূর হয় নাই,

www.banglakitab.weebly.com

তাহারা এক মতে আসিতে পারিবে না। ফিকহের কিতাবের মধ্যে বিভিন্ন ফুকাহাদের বিভিন্ন মত লিপিবদ্ধ আছে, তাহারা নিজের মতলব হাসিল করার উদ্দেশ্যে ঐ মত গ্রহণ করিবে, যে মতের দ্বারা হুকুমতের নৈকট্য এবং সন্তুষ্টি হাসিল করিতে পারিবে, আল্লাহর দ্বীন জারী করা তাহাদের উদ্দেশ্য হইবে না। তাহাদের উদ্দেশ্য হইবে হুকুমতের পক্ষ সমর্থন করিয়া নিজের মতলব হাসিল করা, কাজেই সতর্ক থাকিতে হইবে। ইলমের দ্বারা আল্লাহর দ্বীন, নবীর তরীকা জারী করা ছাড়া নিজের স্বার্থ উদ্ধার ও মতলব হাসিল ইত্যাদি কিছুই হওয়া চাই না। যাহাদের ঐরূপ উদ্দেশ্য তাহারাই 'উলামায়ে ছু'।

গাউসুল আযম (রহ.) বলিতেছেন।

গাউসুল আযম হযরত বড় পীর সাহেব সায়্যেদুনা আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) 'উলামায়ে ছু' সম্বন্ধে বলিতেছেন :

يا غلام لا تغتر يعلم الله عزوجل عنك فإن بطشه شديد لا تغتر بهؤلاء العلماء الجهال بالله عزوجل، كل علمهم عليهم لالهم هم علماء بحكم الله عزوجل جهال بالله عزوجل يأمرون الناس بامرولا يتمثلونه ولا ينهونهم عن شئ ولا ينتهون عنه يدعون الى الحق عزوجل وهم يفرون منه يبارزونه بمعاصيه وزلالته اسمائهم عندى مورخه مكتوبا معدودة اللهم تب على وعليهم.

إسمعوا وأعملوا ياجهالا بالحق عزوجل واوليائه وياطاغنين فى الحق عزوجل وفى اوليائه الحق هو الحق عزوجل، والباطل أنتم يا خالق الحق والاسرار والمعانى والباطل فى النفوس والاهوية والطباع والعادات وما سوى الحق عزوجل، هذا القلب لا يفلح حتى يتصل يقرب الحق القديم الا زلى الدائم الابدى، لا تزاحم يا منافق فما عندك خير من هذا؟ أنت عبد خيرك وادمك وحلاوتك وثيابك وفرسك وسلطانك.

القلب الصادق يسافر عن الخلق الى الخالق يرى فى الطريق الاشياء وسلم عليها ويجوز العلماء العمال بعلمهم نواب السلف هم ورثة الأنبياء وبقية الخلف يأمرونهم بالعمران فى مدينة الشرع وينهونهم عن خرابها، وقد مثل الله عزوجل والعالم الذى لا يعمل بعلمه بالحمار فقال كمثل الحمار يكتب العلم؟ ما يقع يده منها إلا التعب والنصب، من ازداد علمه ينبغى له أن يزداد خوفه من ربه عزوجل وطواعيته له يا مدعى العلم

www.banglakitab.weebly.com

أين بكائك من خوف الله عزوجل، أين حذاك وخوفك أين اعترار إنك بذنوبك أين مراحلتك للضياء بالظلام فى طاعة الله عزوجل، أين تاذيبك لنفسك ومجاهد لك جانب الحق وعداوتها فيه، أنت همتك القيص والعمامة والأكل والنكاح والدور والدكا كبن والعقود مع الخلق والإنس بم، نحن همتك عن هذه الاشياء كلها، فان كان لك فيها قسم فإنه يجيئك فى وقته.

অর্থঃ হে যুবক ভাইগণ! আল্লাহ ধৈর্য ধারণ করিতেছেন। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল। সেই জন্যই আল্লাহ যখন তখন ধরপাকড় করিতেছেন না; তিনি যখন পাকড়াও করিবেন, তাঁহার পাকড়াও হইবে অত্যন্ত ভয়ংকর।

কতগুলি লোক আছে আলেম নামধারী, তাহারা আল্লাহর হুকুম-আহকামের ইলম ও জ্ঞান কিছুটা হাসিল করিয়াছে বটে কিন্তু আল্লাহর জ্ঞান হাসিল করে নাই, আল্লাহকে চিনে নাই, আল্লাহর মারেফাত তারা পায় নাই; তারা অন্য লোকদেরে অসৎ কাজ করিতে নিষেধ করে কিন্তু নিজেরা অসৎ কাজ হইতে বিরত থাকে না, তারা অন্য লোকদেরকে আল্লাহর দিকে আসার জন্য দাওয়াত দেয়, উৎসাহ দেয় কিন্তু নিজেরা আল্লাহর থেকে দূরে ভাগিয়া থাকে, আল্লাহর সামনে আল্লাহর নাফরমানীর কাজ করে, বড় বড় গোনাহর কাজও করে, ছোট ছোট গোনাহর কাজও করে, তাদের নাম সব আমার কাছে তারিখওয়ার লেখা আছে। খবরাদার! তাদের কারণে আপনারা ধোকা খাইবেন না। ধোকায় পড়িবেন না, হে খোদা! আমারও গোনাহ মাফ করিয়া দাও! তাহদেরও গোনাহ মাফ করিয়া দাও!

হে যুবক বন্ধুগণ! আপনারা আল্লাহকে এবং আল্লাহর খাঁটি আলেম ও আউলিয়াগণকে চিনিতে পারেন নাই। সেই জন্য হয়ত আল্লাহর শানে এবং আল্লাহর খাঁটি আলেম ও আউলিয়াগণের শানে কটূক্তি করিতেছেন। কিন্তু সাবধান! আমার কথা শুনুন এবং নিজেদের জীবন গঠন করুন। নিশ্চয় জানিবেন, আল্লাহ নিশ্চয়ই সত্য, আল্লাহ মিথ্যা নন। আমরা তাঁহার সৃষ্টি।

আল্লাহ মানুষকে একটি কলব রূহ (বিবেক) ও একটি নফসও (মন) দান করিয়াছেন। বিবেকের মধ্যে থাকে সত্য এবং আল্লাহর গুপ্ত রহস্যাবলী এবং আল্লাহর কালামের সত্য অর্থাবলী এবং নফসের মধ্যে এবং মনের মধ্যে থাকে আল্লাহ বিরোধী নানাপ্রকার কু-প্রবৃত্তি, কুসংস্কার এবং কু-অভ্যাসাদি। এই কলবও যাবৎ পর্যন্ত অনাদি, অনন্ত, চিরজীবন্ত,

www.banglakitab.weebly.com

সর্বশক্তিমান আল্লাহর সঙ্গে শক্ত এবং শক্তিশালী যোগাযোগ স্থাপন না করিতে পারিবে, তাবৎ পর্যন্ত সে কিছুতেই নাজাত এবং মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না।

আশ্চর্য আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য, একই মুখ দিয়া বাহির করা হয় কথা। নফসের মিথ্যা কথা এবং রূহের সত্য কথা একই মুখ দিয়া বাহির হয়। সৎ লোকের যেমন একখানা মুখ; চোরের, ধোকাবাজেরও তদ্রূপ একখানা মুখই থাকে। কি সাংঘাতিক ব্যাপার! চিনার উপায় কী?

হে ভাইগণ! চিনবার জন্য কোন উপায় নাই, অন্য কেউ চিনলেও তাহাতে তোমার কোন ফায়দা নাই। তোমারই চিনিতে হইবে কুরআন ও হাদীসের আলোতে, তুমি একা বসিয়া এক আল্লাহকে হাজির-নাজির জানিয়া গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখ, তুমি কার দাসত্ব করিতেছ? তোমার মধ্যে হোব্বে মাল, হোব্বে রেয়াছত আছে কিনা? না মালের দাসত্ব, নফসের দাসত্ব, প্রবৃত্তির দাসত্ব করিয়া মাল চাহিতেছ? উত্তম খানা, উত্তম পোশাক, উত্তম বিল্ডিং, উত্তম ফার্ণিচার, উত্তম ব্যাংক-ব্যালান্স, উত্তম উপাদেয়-মিষ্টি খাদ্য উপভোগ, গাড়ী হউক, বাড়ী হউক, সব জায়গা থেকে সম্মান আসুক, নেতৃত্ব আসুক, এই চাহিতেছো? এ তোমার মনে?

প্রশ্নের উত্তর আমাকে দেওয়ার দরকার নাই। গভীর রাত্র একা একা বসিয়া চিন্তা কর, এ প্রশ্নের উত্তর আলিমুল গায়েব আল্লাহর দরবারে, আলিমুল গায়েব আল্লাহকে দিতে পারিবা কিনা? যদি আল্লাহকে উত্তর দিতে পার যে, তুমি খাঁটি আল্লাহর বান্দা, তবে তো তুমি মুমিন, নতুবা মুনাফিক। আমি তোমাকে মুনাফিক বলতেছি না, তুমি নিজের বিচারে আল্লাহর বিচারে মুনাফিক।

সত্য-নির্মল কলব ও বিবেক অনবরত সমস্ত সৃষ্টিকে বাদ দিয়া তাহাদিগকে পাছে ফেলিয়া স্রষ্টার দিকে দ্রুতগতিতে ধাবিত হইতে এবং সফর করিতে থাকে। পথিমধ্যে অনেক রকমের মোহে তাকে টেনে ধরে, কিন্তু সে সবাইকে সালাম করে (এড়াইয়া) আগে চলে যায়, কারো দিকে সে ফিরে চায় না। কেউ তার পথে বাধা দিতে পারে না।

যাহারা উলামায়ে হক্কানী, তাহারা তাঁহাদের ইলম অনুযায়ী আমল করেন। তাহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে নায়েবে নবী, সালফে সালেহীনদের কায়েম মকাম এবং কালের শ্রেষ্ঠতম মানুষ। তাহাদের ব্যক্তিগত, স্বার্থগত কোন মকসুদ

থাকে না, তাহাদের একমাত্র মকসুদ থাকে আল্লাহর দ্বীন জারী, নবীর শরীয়ত জারী।

সেজন্য তাহারা জীবনের উপর বিপদ আসিলেও জীবনভর কাহারো পরোয়া না করিয়া আমর বিল মারূফ (সৎ কাজে আদেশ) ও নাহী আনিল মুনকার (বদ কাজে নিষেধ) করিতে থাকে।

আল্লাহ উলামায়ে ছু'র উদাহরণ দিয়াছেন কুত্তার সঙ্গে এবং গাধার সঙ্গে।

আলেম খাঁটি কিনা তাহা চিনিবার আর একটি আলামত এই যে, আলেম খাঁটি হইলে তাহার ইলম যত বাড়িবে, ততই তাহার ভয় বাড়িবে এবং আল্লাহর ফরমাবরদারী বাড়িবে।

যাহাদের আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন বাড়িবে না আল্লাহর ভয়ে সন্দেহের জিনিসের থেকে বাঁচিয়া থাকার পরহেযগারী বাড়িবে না, আল্লাহর ভয়ে বিজের ভুল স্বীকার বাড়িবে না, আল্লাহকে রাজী করার কষ্ট করা বাড়িবে না, বার বার আল্লাহর ভয়ে ক্ষমা প্রার্থনা বাড়িবে না, নফসকে শাস্তি দেওয়া বাড়িবে না, নফসের সঙ্গে কঠোর জিহাদ বাড়িবে না, নফসকে আদব শিক্ষা দেওয়া এবং অনবরত মুজাহাদা করা বাড়িবে না এবং আল্লাহর নূর হাসিল করার জন্য অনবরত কষ্টের জীবন-যাপনের স্পৃহা বাড়িবে না, নফসের সঙ্গে, শয়তানের সঙ্গে দুশমনী করা বাড়িবে না, পক্ষান্তরে বাড়িবে এই চিন্তা- কাপড় ভাল হউক, খানা-পিনা ভাল হউক, কুরছি-চেয়ার ভাল হউক, লেবাস-পোশাক ভাল হউক, হছব-নছব ভাল ও বড় মানুষের সঙ্গে হউক, বড় লোকদের সঙ্গে ওঠা-বসার সুযোগ হউক, পার্টিতে দাওয়াত হউক। তবে বোঝা যাইবে যে, সে আর আলেম হক্কানী নাই- সে আলেমে ছু অর্থাৎ অসৎ আলেম হইয়া গিয়াছে। হে ভাই! এসব জিনিসের চিন্তা তুমি নিজের থেকে দূর করে দাও। (মাকতূবাত)

সমাপ্ত

আখেরাতমুখী উলামায়ে কেরামের আলামত

শাইখুল হাদিস যাকারিয়া রহ.

অনুবাদ: মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ

ইমাম গাযযালী (রহঃ) বলেন, যে আলেম দুনিয়াদার হয়, সে অবস্থার দিক দিয়া জাহেল অপেক্ষা অধিক অপদার্থ। আর আজাবের দিক দিয়া সে অত্যন্ত কঠিন আজাবে গ্রেফতার হইবে। প্রকৃত সফলকাম ও আল্লাহ তায়ালার নৈকট্যপ্রাপ্ত হইলেন—আখেরাতমুখী উলামায়ে কেরাম, যাহাদের কয়েকটি আলামত রহিয়াছে—

(১) নিজে এলেম দ্বারা দুনিয়া কামায় করেন না। আলেমের সর্বনিম্ন স্তর হইল, তাহার মধ্যে দুনিয়ার তুচ্ছতা, উহার নিচতা, উহার অপবিত্রতা ও উহার ক্ষণস্থায়িত্বের অনুভূতি থাকে। আখেরাতের শ্রেষ্ঠত্ব, উহার স্থায়িত্ব এবং উহার নেয়ামতসমূহ উত্তম হওয়ার অনুভূতি থাকে। এই বিষয় ভাল করিয়া জানেন যে, দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টি একটি আরেকটির বিপরীত ; দুই সতীনের মত। যে কোন একটিকে রাজি করিবে অপরটি নারাজ হইয়া যাইবে। এই দুইটি নিক্তির দুই পাল্লার মত—যখনই একটি পাল্লা ঝুকিবে অপরটি হালকা হইয়া যাইবে। উভয়ের মধ্যে পূর্ব পশ্চিমের ন্যায় পার্থক্য রহিয়াছে—তুমি যে কোন একটির নিকটবর্তী হইবে অপরটি হইতে দূরে সরিয়া যাইবে। যে ব্যক্তি দুনিয়ার তুচ্ছতা, উহার অপবিত্রতা এবং এই বিষয়ের অনুভূতি রাখে না যে,দুনিয়ার স্বাদসমূহ উভয় জাহানের কষ্টের সহিত মিলিত রহিয়াছে, তাহার আকল নষ্ট হইয়া গিয়াছে, নিত্যদিনের দেখাশোনা ও অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, দুনিয়ার স্বাদ গ্রহণের

মধ্যে দুনিয়াতেও কষ্ট রহিয়াছে এবং আখেরাতের কষ্ট তো আছেই। সুতরাং যে ব্যক্তির আকল-বুদ্ধিই নাই, কিভাবে সে আলেম হইতে পারে? বরং যে ব্যক্তি আখেরাতের শ্রেষ্ঠত্ব এবং উহার স্থায়িত্বকেও জানেনা, সে তো কাফের। এইরূপ ব্যক্তি কিভাবে আলেম হইতে পারে, যাহার ঈমানও নসীব হয় নাই। আর যে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখেরাতের একটি অপরটির বিপরীত হওয়া সম্পর্কে জানে না এবং উভয়ের মধ্যে একত্রিকরণের লালসায় রহিয়াছে, সে এইরূপ জিনিসের লালসা করিতেছে--যাহা লালসা করার বস্তু নহে। এইরূপ ব্যক্তি সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞ। আর যে ব্যক্তি এইসব বিষয় জানা সত্ত্বেও দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়, সে শয়তানের কয়েদী। যাহাকে মনের খায়েশ ধ্বংস করিয়া রাখিয়াছে। দুর্ভাগ্য তাহার উপর চাপিয়া রহিয়াছে। যাহার এই অবস্থা হয়—সে কিভাবে উলামায়ে কেরামের মধ্যে গণ্য হইবে।

হযরত দাউদ (আঃ) আল্লাহ তায়ালার এরশাদ নকল করিয়াছেন, যে আলেম দুনিয়ার খাহেশকে আমার মহব্বতের উপর প্রাধান্য দেয়, তাহার সহিত আমি একেবারে কমের পক্ষে আচরণ এই করি যে, আমার সহিত মুনাজাতের স্বাদ হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া দেই (ফলে আমার স্মরণে, আমার নিকট দোয়া করার মধ্যে সে স্বাদ পায় না।) হে দাউদ! এইরূপ আলেমের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিও না, যাহার উপর দুনিয়ার নেশা সওয়ার হইয়া গিয়াছে। ইহা তোমাকে আমার মহব্বত হইতে দূরে সরাইয়া দিবে। এইসব লোক ডাকাত। হে দাউদ! যখন তুমি কাহাকেও আমার প্রতি আগ্রহী দেখ, তখন তাহার খাদেম হইয়া যাও। হে দাউদ! যে ব্যক্তি আমার দিকে দৌড়াইয়া আসে, আমি তাহাকে পরিপক্ক জ্ঞানী লিখিয়া দেই। আর যাহাকে আমি পরিপক্ক জ্ঞানী লিখিয়া দেই, তাহাকে শাস্তি দেই না।

ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুআজ (রহঃ) বলেন, এলেম ও হেকমত দ্বারা যখন দুনিয়া তলব করা হয়, তখন উহার সৌন্দর্য চলিয়া যায়।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রহঃ) বলেন, যখন কোন আলেমকে আমীর-ওমরাদের নিকট পড়িয়া থাকিতে দেখ, তখন তাহাকে চোর মনে করিও।

হযরত ওমর (রাযিঃ) বলেন, যে আলেমকে দুনিয়ার সহিত মহব্বত রাখিতে দেখ, তাহাকে আপন দ্বীনের ব্যাপারে ত্রুটিযুক্ত মনে কর। কেননা, যে ব্যক্তির কোন জিনিসের সহিত মহব্বত হয়, সে উহার মধ্যেই প্রবেশ করিয়া থাকে।

জনৈক বুযুর্গকে কেহ জিজ্ঞাসা করিল যে, যে ব্যক্তি গুনাহের মধ্যে

www.banglakitab.weebly.com

স্বাদ অনুভব করে, সে কি আল্লাহর মারেফাতপ্রাপ্ত হইতে পারে? তিনি বলিলেন, এই ব্যাপারে আমার সামান্যও সন্দেহ নাই—যে ব্যক্তি দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেয়, সে মারেফাতপ্রাপ্ত হইতে পারে না। আর গুনাহ করার ব্যাপার তো ইহা হইতে আরও অনেক বেশী জঘন্য। আর এই কথাও মনে রাখা উচিত যে, শুধু সম্পদের প্রতি মহব্বত না রাখিলেই আখেরাতের আলেম হওয়া যায় না। সম্মানের লিপ্সা এবং উহার ক্ষতি সম্পদ হইতেও বেশী। অর্থাৎ দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া এবং দুনিয়া তলব করা সম্পর্কিত যতরকম ধমকি ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইগুলির মধ্যে শুধু মাল কামাই করার বিষয়টিই অন্তর্ভুক্ত নয় ; বরং উহার মধ্যে সম্মানের লিপ্সা মাল তলব করা অপেক্ষা আরও বেশী অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। কেননা, সম্মানের লিপ্সার ক্ষতি মাল তলব করা হইতেও বেশী মারাত্মক।

(২) দ্বিতীয় আলামত এই যে, তাহার কথা ও কাজের মধ্যে বিরোধ না হয় ; অন্যদেরকে ভাল কাজের হুকুম করে এবং নিজে উহার উপর আমল করে না—এমন যেন না হয়। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন—

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ط

কি মারাত্মক ব্যাপার যে, অন্যদেরকে নেক কাজ করার জন্য বলিয়া থাক আর নিজের খবর লও না ; অথচ তোমরা কিতাব তেলাওয়াত করিয়া থাক। (বাকারা ঃ ৪৪)

অন্য এক আয়াতে এরশাদ হইয়াছে—

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ○

আল্লাহ তায়ালার নিকট ইহা অত্যন্ত অসন্তুষ্টির বিষয় যে, তোমরা এমন কথা বল, যাহা কর না। (ছফ্ফ ঃ ৩)

হাতেম আছাম (রহঃ) বলেন, কিয়ামতের দিন ঐ আলেম অপেক্ষা বেশী আফসোসকারী আর কেহ হইবে না, যাহার কারণে অন্যরা এলেম শিখিয়াও উহার উপর আমল করিয়া সফলকাম হইয়া গিয়াছে। অথচ সে নিজে আমল না করার কারণে অকৃতকার্য রহিয়া গিয়াছে।

ইবনে সিমাক (রহঃ) বলেন, কত মানুষ এমন রহিয়াছে, যাহারা অন্যদেরকে আল্লাহ তায়ালার কথা স্মরণ করাইয়া দেয় ; অথচ নিজেরা আল্লাহ তায়ালাকে ভুলিয়া থাকে। অন্যদেরকে আল্লাহ তায়ালার প্রতি ভয় প্রদর্শন করে ; অথচ নিজেরা আল্লাহ তায়ালার উপর দুঃসাহস করে।

www.banglakitab.weebly.com

অন্যদেরকে আল্লাহ তায়ালার নিকটবর্তী করিয়া দেয় ; অথচ নিজেরা আল্লাহ তায়ালা হইতে দূরে। অন্যদেরকে আল্লাহ তায়ালার দিকে আহ্বান করে ; অথচ নিজেরা আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে পলায়ন করে।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে গানাম (রহঃ) বলেন, আমার নিকট দশজন সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমরা কোবার মসজিদে বসিয়া এলেম হাসিল করিতেছিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তশরীফ আনিলেন এবং বলিলেন, যত চাহ এলেম হাসিল করিয়া লও ; কিন্তু আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে আমল ছাড়া বিনিময় পাওয়া যায় না।

(৩) তৃতীয় আলামত হইল—এমন এলেমসমূহের মধ্যে মশগুল হন, যাহা আখেরাতে কাজে আসিবে, নেক কাজে উৎসাহ সৃষ্টি করিবে। এমন এলেম হইতে বিরত থাকেন, যাহা দ্বারা আখেরাতে কোন উপকার নাই অথবা উপকার কম। আমরা আমাদের অজ্ঞতার কারণে ঐগুলিকেও এলেম বলিয়া থাকি, যাহা দ্বারা কেবল দুনিয়া কামাই করা উদ্দেশ্য হয়। অথচ সেগুলি চরম মূর্খতা। উহা শিখিয়া মানুষ নিজেকে শিক্ষিত বলিয়া মনে করিতে থাকে। অতঃপর তাহার মধ্যে দ্বীনের এলেমসমূহ শিখিবার প্রতি আগ্রহ থাকে না। যে ব্যক্তি একেবারেই পড়াশুনা করে নাই সে অন্ততপক্ষে নিজেকে মূর্খ তো মনে করে ; দ্বীনের বিষয়সমূহ জানিবার চেষ্টা তো করে। কিন্তু যে নিজের মূর্খতা সত্ত্বেও নিজেকে আলেম মনে করিতে থাকে, সে বড় ক্ষতির মধ্যে রহিয়াছে।

হাতেম আছাম (রহঃ) যিনি বিখ্যাত বুযুর্গ এবং হযরত শাকীক বলখী (রহঃ)এর খাস শাগরেদ ছিলেন। একবার তাহার উস্তাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে হাতেম! কতদিন যাবত তুমি আমার সহিত রহিয়াছ? তিনি আরজ করিলেন, তেত্রিশ বৎসর যাবৎ। জিজ্ঞাসা করিলেন, এতদিনের মধ্যে তুমি আমার নিকট হইতে কি শিখিয়াছ? হাতেম (রহঃ) আরজ করিলেন, আটটি মাসআলা শিখিয়াছি। হযরত শাকীক (রহঃ) বলিলেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না এলাইহি রাজেউন; এত দীর্ঘ সময়ের মধ্যে শুধু আটটি মাসআলা শিখিলে? আমার গোটা জীবনই তো তোমার সহিত বরবাদ হইয়া গেল। হাতেম (রহঃ) আরজ করিলেন, হুযূর! শুধু আটটি মাসআলাই শিখিয়াছি ; মিথ্যা তো বলিতে পারি না। হযরত শাকীক (রহঃ) বলিলেন, আচ্ছা ; বল সেই আটটি মাসআলা কি কি।

হাতেম (রহঃ) আরজ করিলেন—

এক—আমি দেখিলাম যে, সমস্ত মাখলুকের মধ্যে প্রত্যেকেরই

www.banglakitab.weebly.com

কাহারও না কাহারও সহিত মহব্বত রহিয়াছে (স্ত্রীর সহিত, সন্তান-সন্ততির সহিত, সম্পদের সহিত, বন্ধু-বান্ধবের সহিত ইত্যাদি)। কিন্তু আমি দেখিলাম—যখন সে কবরে যায়, তখন তাহার প্রিয়জন তাহার নিকট হইতে পৃথক হইয়া যায়। এইজন্য আমি নেক আমলসমূহের সহিত মহব্বত করিয়া লইলাম। যাহাতে আমি যখন কবরে যাইব, তখন আমার প্রিয়জনও যেন আমার সাথে যায় এবং মৃত্যুর পরেও যেন সে আমার নিকট হইতে পৃথক না হয়।

হযরত শাকীক (রহঃ) বলিলেন, অনেক ভাল করিয়াছ।

দুই—আমি আল্লাহ তায়ালার এরশাদ কুরআন পাকে দেখিয়াছি ঃ وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ الاية অর্থাৎ, যে ব্যক্তি (দুনিয়াতে) আপন রবের সম্মুখে (আখেরাতে) দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করিয়াছে এবং নফসকে (হারাম) খায়েশ হইতে বিরত রাখিয়াছে, তাহার ঠিকানা হইবে জান্নাত। (নাযিআত ঃ ৪০) আমি বিশ্বাস করিয়া লইয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালার এরশাদ সত্য। আমি আমার নফসকে খাহেশাত হইতে অনবরত বিরত রাখিয়াছি। অবশেষে সে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের উপর স্থির হইয়া গিয়াছে।

তিন—আমি দুনিয়াকে দেখিয়াছি যে, প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট যে জিনিস বেশী মূল্যবান হয়, বেশী প্রিয় হয়, সে উহাকে বড় সাবধানতার সহিত উঠাইয়া রাখে ; উহার হেফাজত করে। অতঃপর আমি আল্লাহ তায়ালার এরশাদ দেখিলাম ঃ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ مَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ অর্থাৎ, যাহাকিছু তোমাদের নিকট দুনিয়াতে আছে, উহা শেষ হইয়া যাইবে (চাই উহা এমনিই নিঃশেষ হইয়া যাক অথবা তোমরা মৃত্যুবরণ কর—সর্ব অবস্থায় উহা শেষ হইয়া যাইবে)। আর যাহা আল্লাহ তায়ালার নিকট আছে, উহা সবসময় বাকী থাকিবে। (নাহল ঃ ৯৬) এই আয়াত শরীফের কারণে যদি কোন জিনিস আমার নিকট কখনও গুরুত্বপূর্ণ মনে হইয়াছে এবং আমার বেশী পছন্দ হইয়াছে, উহা আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছি। যাহাতে চিরদিনের জন্য উহা সংরক্ষিত হইয়া যায়।

চার—আমি সারা দুনিয়াকে দেখিয়াছি, (নিজের ইয্যত ও বড়ত্বের জন্য) কেহ সম্পদের প্রতি আসক্ত হয়, কেহ বংশ মর্যাদার প্রতি। কেহ অন্য কোন গর্বের বিষয়ের প্রতি অর্থাৎ এইসব জিনিসের দ্বারা নিজের মধ্যে বড়ত্ব পয়দা করে এবং নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করে। আমি আল্লাহ তায়ালার এরশাদ দেখিয়াছি ঃ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ অর্থাৎ,

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহ তায়ালার নিকট তোমাদের সকলের মধ্যে বড় সম্মানী ঐ ব্যক্তি, যে সর্বাপেক্ষা বেশী পরহেজগার। (হুজুরাত ঃ ১৩) এই ভিত্তিতে আমি তাকওয়া অবলম্বন করিয়াছি। যাহাতে আল্লাহ তায়ালার নিকট সম্মানী হইয়া যাই।

পাঁচ—আমি লোকদেরকে দেখিয়াছি, তাহারা পরস্পর দোষারোপ করে, দোষ তালাশ করে, গালিগালাজ করে। আর এই সবকিছু হিংসার কারণে হয় বলিয়া একজনের প্রতি অপরজনের হিংসা হয়। আমি আল্লাহ তায়ালার এরশাদ দেখিলাম ঃ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ الاية অর্থাৎ, দুনিয়ার জীবনে তাহাদের রুজি আমিই বন্টন করিয়া রাখিয়াছি এবং (এই বন্টনের মধ্যে) আমি একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়া রাখিয়াছি। যাহাতে একজন অপরজন দ্বারা কাজ লইতে থাকে (যদি সকলে সমান, এক বরাবর, একই ধরনের হইয়া যায়, তবে একে অন্যের কাজ কেন করিবে, কেন চাকুরি করিবে—আর এইভাবে দুনিয়ার শৃংখলা নষ্ট হইয়া যাইবে)। (যুখরুফ ঃ ৩২) আমি এই আয়াত শরীফের কারণে হিংসা করা ছাড়িয়া দিয়াছি। সমস্ত মখলুক হইতে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া লইয়াছি এবং আমি বিশ্বাস করিয়া লইয়াছি যে, রুজি বন্টন একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই হাতে। তিনি যাহার অংশে যে পরিমাণ ইচ্ছা দান করিবেন—এইজন্য মানুষের প্রতি শত্রুতা ছাড়িয়া দিয়াছি। আর ইহা বুঝিয়া লইয়াছি যে, কাহারও নিকট সম্পদ বেশী অথবা কম হওয়ার ব্যাপারে তাহাদের কর্মের দখল নাই। ইহা তো আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে বন্টন হইয়াছে। এইজন্য এখন কাহারো প্রতি গোস্বাই আসে না।

ছয়—আমি দুনিয়াতে দেখিয়াছি—প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তির কাহারও না কাহারও সহিত ঝগড়া রহিয়াছে, কাহারও না কাহারও সহিত শত্রুতা রহিয়াছে। আমি চিন্তা করিলাম, তখন দেখিলাম যে, আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন ঃ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا অর্থাৎ, শয়তান নিঃসন্দেহে তোমাদের দুশমন। অতএব, তাহার সহিত দুশমনী রাখ (তাহাকে দোস্ত বানাইও না)। (ফাতির ঃ ৬) সুতরাং আমি শত্রুতা করিবার জন্য তাহাকে নির্বাচন করিয়াছি, আর তাহার নিকট হইতে দূরে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করি। কারণ, আল্লাহ তায়ালা যখন শয়তানকে শত্রু বলিয়া দিয়াছেন, তখন আমি তাহাকে ছাড়া অন্যদের প্রতি শত্রুতা বর্জন করিয়াছি।

সাত—আমি দেখিয়াছি যে, সমস্ত মখলুক রুটি-রোজগারের তালাশে লাগিয়া রহিয়াছে। উহারই কারণে নিজেকে অন্যদের সম্মুখে অপমানিত

www.banglakitab.weebly.com

করে এবং নাজায়েয পথ অবলম্বন করে। অতঃপর আমি দেখিলাম যে, আল্লাহ তায়ালার এরশাদ রহিয়াছে ঃ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا। অর্থাৎ, কোন প্রাণী জমিনের উপর বিচরণকারী এইরূপ নাই, যাহার রুজি আল্লাহ তায়ালার যিম্মায় না রহিয়াছে। (হূদ ঃ ৬) আমি দেখিলাম যে, আমিও জমিনের উপর বিচরণকারীদের মধ্য হইতে একজন, যাহাদের রুজি আল্লাহ তায়ালার জিম্মায় রহিয়াছে। অতএব, আমি আমার সময়কে ঐ সমস্ত কাজে মশগুল করিয়া লইলাম, যাহা আল্লাহর পক্ষ হইতে আমার উপর জরুরী করা হইয়াছে। আর যে জিনিস আল্লাহর জিম্মায় ছিল, উহা হইতে আমি আমার সময়কে অবসর করিয়া লইলাম।

আট—আমি দেখিলাম যে, সমস্ত মখলুকের আস্থা ও ভরসা এমন কোন বিশেষ জিনিসের উপর রহিয়াছে, যাহা নিজেই মাখলুক। কেহ নিজের সম্পত্তির উপর ভরসা করে, কেহ নিজের ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর ভরসা করে, কেহ নিজের হাতের কাজের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছে, কেহ নিজের শরীরের স্বাস্থ্য এবং শক্তির উপর (অর্থাৎ যখন ইচ্ছা যেইভাবে ইচ্ছা কামাই করিয়া লইব)। আমি দেখিলাম—আল্লাহ তায়ালার এরশাদ রহিয়াছে ঃ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার উপর তাওয়াক্কুল (এবং ভরসা) করে, আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য যথেষ্ট। (তালাক ঃ ৩) এইজন্য আমি একমাত্র আল্লাহ তায়ালার উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা করিয়া লইয়াছি।

হযরত শাকীক (রহঃ) বলেন, হে হাতেম! আল্লাহ তায়ালা তোমাকে তৌফিক দান করুন। আমি তৌরাত, ইঞ্জিল, যাবুর ও কুরআন শরীফের এলেমসমূহ দেখিয়াছি—সমস্ত ভাল ও কল্যাণের কাজ এই আটটি মাসআলার মধ্যেই পাইয়াছি। অতএব, যে ব্যক্তি এই আটটি বিষয়ের উপর আমল করিয়া লইবে, সে যেন আল্লাহ তায়ালার চারটি কিতাবের বিষয়সমূহের উপর আমল করিয়া লইল। এই ধরনের এলেম আখেরাতের উলামায়ে কেরামই পাইতে পারেন। দুনিয়াদার আলেম তো সম্পদ ও সম্মান হাসিল করিবার মধ্যেই লাগিয়া থাকে।

(৪) আখেরাতমূখী উলামায়ে কেরামের চতুর্থ আলামত এই যে, খানাপিনা এবং লেবাস-পোশাকের উন্নতি ও চাকচিক্যের প্রতি মনোযোগী হয় না। বরং এইসব জিনিসের মধ্যে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে এবং বুযুর্গানে দ্বীনের পন্থা এখতিয়ার করে। এইসব জিনিস যতই কম করার প্রতি তাহার মনোযোগ বৃদ্ধি পাইবে, ততই আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। আর উলামায়ে আখেরাতের মধ্যে সেই পরিমাণে তাহার

www.banglakitab.weebly.com

মর্যাদা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

উক্ত শায়েখ হাতেম (রহঃ)এর একটি আশ্চর্য ঘটনা তাহার শাগরেদ আবু আবদুল্লাহ খাওয়াস (রহঃ) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি একবার হযরত শায়েখ হাতেম (রহঃ)এর সঙ্গে রাই নামক এক জায়গায় গেলাম। তিনশত বিশ জন লোক আমাদের সঙ্গে ছিল। আমরা হজ্জের উদ্দেশ্যে যাইতেছিলাম। সকলেই আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলকারী ছিল। আমাদের নিকট পথ-খরচ সামান-পত্র ইত্যাদি কিছুই ছিল না। আমরা রাই এলাকার একজন সাধারণ শুল্ক মেজাজের ব্যবসায়ীর নিকট পৌঁছিলাম। সে কাফেলার সকলকে দাওয়াত করিল এবং আমাদের এক রাত্রের মেহমানদারী করিল। দ্বিতীয় দিন সকালে সেই মেজবান হযরত হাতেম (রহঃ)কে বলিতে লাগিল, এখানে একজন আলেম অসুস্থ অবস্থায় আছেন। আমি এখন তাহাকে দেখিতে যাইব। যদি আপনার আগ্রহ হয়, তবে আপনিও চলুন। হযরত হাতেম (রহঃ) বলিলেন, অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখা তো সওয়াবের কাজ, আর আলেমের যিয়ারত করাও এবাদত, আমি অবশ্যই তোমার সহিত যাইব। এই অসুস্থ আলেম সেই এলাকার কাজী শায়েখ মুহাম্মদ ইবনে মুকাতিলই ছিলেন। যখন তাহার বাড়ীতে পৌঁছিলেন, তখন হযরত হাতেম (রহঃ) চিন্তায় পড়িয়া গেলেন—আল্লাহু আকবার একজন আলেমের বাড়ী আর এইরূপ উঁচু মহল! যাহা হউক আমরা উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুমতি চাহিলাম। যখন ভিতরে প্রবেশ করিলাম, তখন উহার ভিতরেও অত্যন্ত সুদর্শন, অত্যন্ত প্রশস্ত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, জায়গায় জায়গায় পর্দা ঝুলিতেছে। হযরত হাতেম (রহঃ) এইসব জিনিস দেখিতেছিলেন এবং চিন্তামগ্ন ছিলেন। ইতিমধ্যে আমরা কাজী সাহেবের নিকট পৌঁছিলাম। তিনি একটি অত্যন্ত নরম বিছানায় আরাম করিতেছিলেন। একজন গোলাম শিয়রে পাখা করিতেছিল। সেই ব্যবসায়ী লোকটি তো সালাম করিয়া তাহার নিকট বসিয়া গেল এবং তাহার শারীরিক অবস্থা জিজ্ঞাসা করিল। হাতেম (রহঃ) দাঁড়াইয়া রহিলেন। কাজী সাহেব তাহাকেও বসিবার ইশারা করিলেন। তিনি বসিতে অস্বীকার করিলেন। কাজী সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কিছু বলিবার আছে কি? তিনি বলিলেন, হাঁ। একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করার আছে। কাজী সাহেব বলিলেন, বলুন। তিনি বলিলেন, আপনি বসুন (গোলামগণ কাজী সাহেবকে ধরিয়া উঠাইল। কেননা নিজে উঠা মুশকিল ছিল)। তিনি বসিয়া গেলেন।

হযরত হাতেম (রহঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি এলেম কাহার

www.banglakitab.weebly.com

নিকট হইতে হাসিল করিয়াছেন? তিনি বলিলেন—নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরামের নিকট হইতে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—সেই উলামায়ে কেরাম কাহার নিকট হইতে শিখিয়াছিলেন? কাজী সাহেব বলিলেন, তাঁহারা হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর নিকট হইতে। হযরত হাতেম (রহঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, সাহাবায়ে কেরাম কাহার নিকট হইতে শিখিয়াছিলেন? কাজী সাহেব—হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে। হযরত হাতেম (রহঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাহার নিকট হইতে শিখিয়াছেন? কাজী সাহেব বলিলেন—হযরত জিবরাঈল (আঃ)এর নিকট হইতে। হযরত হাতেম (রহঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন—হযরত জিবরাঈল (আঃ) কাহার নিকট হইতে শিখিয়াছেন? কাজী সাহেব বলিলেন—আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে। হযরত হাতেম (রহঃ) বলিলেন, যে এলেম হযরত জিবরাঈল (আঃ) আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে লইয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছাইয়াছেন। আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে দান করিয়াছেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরামকে দিয়াছেন এবং তাহাদের মাধ্যমে আপনি পর্যন্ত পৌছিয়াছে ; উহাতে কোথাও কি এই কথা বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তির বাড়ী যত উঁচু এবং বড় হইবে, তাহার মর্যাদা আল্লাহ তায়ালার নিকট সেই পরিমাণ বেশী হইবে? কাজী সাহেব বলিলেন, না। ইহা ঐ এলেমের মধ্যে আসে নাই। হযরত হাতেম (রহঃ) বলিলেন, যদি ইহা না আসিয়া থাকে, তবে ঐ এলেমের মধ্যে কি আসিয়াছে? কাজী সাহেব বলিলেন, উহাতে আসিয়াছে—যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হয় এবং আখেরাতের প্রতি আসক্তি ও উৎসাহ রাখে, গরীবদেরকে ভালবাসে, নিজের আখেরাতের জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট নেকী পাঠাইতে থাকে, সেই ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নিকট মর্যাদাশীল। হযরত হাতেম (রহঃ) বলিলেন, তবে আপনি কাহার অনুসরণ করিলেন? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাযিঃ)দের, মুত্তাকী পরহেজগার উলামায়ে কেরামদের, নাকি ফেরাউন ও নমরূদের? ওহে মন্দ আলেমের দল! তোমাদের মত লোকদেরকে দেখিয়া জাহেল দুনিয়াদার লোকেরা যাহারা দুনিয়ার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, বলে যে, যখন আলেমদের এই অবস্থা কাজেই আমরা তো তাহাদের তুলনায় বেশী খারাপ হইবই। ইহা বলিয়া হযরত হাতেম (রহঃ) তো চলিয়া গেলেন আর কাজী সাহেবের অসুস্থতা উক্ত কথাবার্তা ও

www.banglakitab.weebly.com

নসীহতের কারণে আরও বৃদ্ধি পাইয়া গেল। লোকদের মধ্যে এই ঘটনার আলোচনা হইল।

কেহ হযরত হাতেম (রহঃ)কে বলিল যে, তানাফেসী নামক একজন আলেম যিনি কাজভীন এলাকায় থাকেন (কাজভীন রাই হইতে সাতাইশ ফারসাখ অর্থাৎ ৮১ মাইল দূরে অবস্থিত), তিনি উপরোক্ত আলেম হইতেও বেশী জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাপন করেন। হযরত হাতেম (রহঃ) (তাহাকে নসীহত করিবার উদ্দেশ্যে চলিলেন) যখন তাহার নিকট পৌছিলেন, তখন বলিলেন, আমি একজন আজমী (অনারব) লোক। আপনার নিকট এইজন্য আসিয়াছি যে, আপনি আমাকে দ্বীনের একেবারে প্রাথমিক বিষয় হইতে অর্থাৎ নামাযের চাবি ওযু হইতে শিক্ষা দিবেন। তানাফেসী বলিলেন, অবশ্যই, পরম আগ্রহে শিক্ষা করুন। এই বলিয়া তানাফেসী ওযুর পানি আনাইলেন। অতঃপর তানাফেসী ওযু করিয়া বলিলেন, এইভাবে ওযু করা হয়। হযরত হাতেম (রহঃ) তাহার ওযু শেষ হওয়ার পর বলিলেন, আমি আপনার সম্মুখে ওযু করি যাহাতে ভালভাবে মনে থাকে। তানাফেসী ওযুর জায়গা হইতে উঠিয়া গেলেন এবং হযরত হাতেম (রহঃ) বসিয়া ওযু করিতে আরম্ভ করিলেন। উভয় হাতকে তিনি চারবার করিয়া ধৌত করিলেন। তানাফেসী বলিলেন, ইহা অপচয়, তিনবার করিয়া ধৌত করা উচিত। হযরত হাতেম (রহঃ) বলিলেন, সুবহানাল্লাহিল আযীম, আমার এক কোষ পানিতে অপচয় হইয়া গেল, আর এই সবকিছু সাজ-সরঞ্জাম যাহা আমি আপনার নিকট দেখিতেছি ইহার মধ্যে অপচয় হইল না। তখন তানাফেসীর খেয়াল হইল যে, এই ব্যক্তির উদ্দেশ্য শিক্ষা করা নয় ; বরং উদ্দেশ্য আমার সংশোধন করা।

ইহার পর যখন হাতেম (রহঃ) বাগদাদ পৌছিলেন এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) তাঁহার সম্পর্কে জানিতে পারিলেন, তখন তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য আসিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দুনিয়া হইতে নিরাপদ থাকার পন্থা কি? হাতেম (রহঃ) বলিলেন, দুনিয়া হইতে ঐ সময় পর্যন্ত নিরাপদ থাকিতে পারিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার মধ্যে চারটি জিনিস না হইবে। এক—মানুষের অন্যায় ও মূর্খতা মাফ করিতে থাক, দুই—তুমি নিজে তাহাদের সহিত কোন মূর্খতার আচরণ করিও না। তিন—তোমার নিকট যাহা কিছু আছে, তাহাদের জন্য খরচ করিয়া দাও। চার—তাহাদের নিকট যাহা কিছু আছে, উহার আশা রাখিও না।

অতঃপর হযরত হাতেম (রহঃ) যখন মদীনা মুনাওয়ারায় পৌছিলেন,

www.banglakitab.weebly.com

তখন সেখানকার লোকেরা খবর পাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য সমবেত হইয়া গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কোন্ শহর? লোকেরা বলিল, ইহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শহর। তিনি বলিতে লাগিলেন, এখানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহল কোন্‌টি ছিল? আমিও সেখানে যাইয়া দুই রাকাত নামায আদায় করিব। লোকেরা বলিল, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তো মহল ছিল না, অত্যন্ত ছোট ঘর ছিল, যাহা অনেক নীচু ছিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, সাহাবায়ে কেরামের মহল কোথায় কোথায় রহিয়াছে, আমাকে সেইগুলিই দেখাইয়া দাও। লোকেরা বলিল, সাহাবায়ে কেরামেরও মহল ছিল না, তাঁহাদেরও ছোট ছোট জমিনের সহিত লাগা নীচু ঘর ছিল। হাতেম (রহঃ) বলিলেন, তবে তো এই শহর ফেরাউনের শহর। লোকেরা তাহাকে পাকড়াও করিল (কারণ তিনি মদীনা মুনাওয়ারার অপমান করিতেছে এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শহরকে ফেরাউনের শহর বলিতেছেন)। ধরিয়া তাঁহাকে মদীনার গভর্নরের নিকট লইয়া গেল এবং বলিল, এই অনারব ব্যক্তি মদীনা তাইয়্যেবাকে ফেরাউনের শহর বলিতেছে। গভর্নর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কেন এইরূপ কথা বলিতেছেন? তিনি বলিলেন, আপনি আমাকে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করিবেন না, সম্পূর্ণ কথা শুনিয়া লউন। আমি একজন অনারব ব্যক্তি, যখন আমি এই শহরে প্রবেশ করিলাম, তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কাহার শহর? এইভাবে প্রশ্ন–উত্তরসহকারে নিজের সম্পূর্ণ ঘটনা শুনাইয়া বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তো কুরআন শরীফে বলিয়াছেন ঃ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ الاية অর্থাৎ, তোমাদের জন্য অর্থাৎ এমন ব্যক্তিদের জন্য যাহারা আল্লাহকে এবং আখেরাতের দিনকে ভয় করে এবং বেশী পরিমাণে আল্লাহর যিকির করে, (অর্থাৎ যাহারা কামেল মুমেন হয়, মোটকথা, এমন ব্যক্তিদের জন্য) আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর একটি সুন্দর আদর্শ বিদ্যমান রহিয়াছে (প্রত্যেক কথা ও কাজে ইহা দেখা চাই যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল ও অভ্যাস কি ছিল এবং উহার অনুসরণ করা উচিত)। (আহযাব ঃ ২১) এখন আপনি নিজেই বলুন, আপনারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন, নাকি ফেরাউনের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন।

এই কথা শুনিয়া লোকেরা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, হালাল জিনিসকে উপভোগ করা, অথবা হালাল জিনিসের

www.banglakitab.weebly.com

মধ্যে সচ্ছলতা হারাম কিংবা নাজায়েয নয়। তবে এই সমস্ত জিনিস অধিক পরিমাণে হওয়ার কারণে উহার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হওয়া ও অন্তরে উহার ভালবাসা জন্মা স্বাভাবিক। ফলে, উহা পরিতাগ করা কষ্টকর হইয়া যায় ; আবার এই সমস্ত জিনিস জোগাড় করার পন্থা তালাশ করিতে হয়, উৎপাদন ও আমদানী বাড়াইবার ফিকির করিতে হয়। আর যে ব্যক্তি অর্থ–সম্পদ বাড়াইবার ফিকিরে লাগিয়া যায়, দ্বীনের ব্যাপারে তাহাকে শিথিলতা অবলম্বন করিতে হয়। ইহাতে অনেক সময় গুনাহে লিপ্ত হওয়ার পর্যায় পর্যন্ত আসিয়া পড়ে। যদি দুনিয়ার ভিতরে ঢুকিয়া যাওয়ার পর উহা হইতে নিরাপদ থাকা সহজ হইত, তবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত গুরুত্বসহকারে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও উহার প্রতি আকৃষ্ট না হওয়ার জন্য সতর্ক করিতেন না এবং এত কঠোরভাবে উহা হইতে নিজে বাঁচিতেন না। এমনকি তিনি নকশীদার জামাও শরীর মুবারক হইতে খুলিয়া ফেলিয়াছেন।

ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াজিদ নওফলী (রহঃ) হযরত ইমাম মালেক (রহঃ)কে একটি চিঠি লিখিয়াছেন, উহাতে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদের পর তিনি লিখিয়াছেন—আমার নিকট এই খবর পৌঁছিয়াছে যে, আপনি পাতলা কাপড় পরিধান করেন ও পাতলা রুটি আহার করেন, নরম বিছানায় আরাম করেন এবং দারোয়ানও নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। অথচ আপনি উচ্চস্তরের উলামায়ে কেরামের মধ্যে গণ্য। লোকজন দূর দূর হইতে সফর করিয়া আপনার নিকট এলেম শিখিবার জন্য আসে। আপনি ইমাম, আপনি অনুসরণীয়। লোকেরা আপনাকে অনুসরণ করে। অনেক সতর্কতা অবলম্বন করা চাই। শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে এই চিঠি লিখিতেছি। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ এই চিঠি সম্পর্কে জানে না। ওয়াস–সালাম।

হযরত ইমাম মালেক (রহঃ) উক্ত চিঠির জবাব লিখিয়াছেন—তোমার চিঠি পৌঁছিয়াছে, যাহা আমার জন্য উপদেশ, ভালবাসা ও হুঁশিয়ারী স্বরূপ ছিল। আল্লাহ তায়ালা তোমাকে তাকওয়া দ্বারা উপকৃত করুন এবং এই নসীহতের জন্য তোমাকে উত্তম বদলা দান করুন, আর আমাকে আল্লাহ তায়ালা আমলের তওফীক দান করুন। নেক কাজ করিতে পারা এবং খারাপ কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকা আল্লাহ তায়ালার তওফীকেই হইতে পারে। তুমি যে সমস্ত বিষয় উল্লেখ করিয়াছ, উহা সঠিক ও যথার্থ। আল্লাহ তায়ালা আমাকে মাফ করুন (তবে এই সমস্ত জিনিস জায়েয আছে)। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন ঃ قُلْ مَنْ

www.banglakitab.weebly.com

حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الاية অর্থাৎ, আপনি বলিয়া দিন, (বল দেখি,) আল্লাহ তায়ালার সৃষ্ট সৌন্দর্য (কাপড় ইত্যাদি)কে যাহা তিনি নিজের বান্দাদের জন্য পয়দা করিয়াছেন এবং খানাপিনার হালাল জিনিসগুলিকে—কে হারাম করিয়াছে? (আ'রাফ ঃ ৩২)

অতঃপর লিখিলেন, ইহা আমি ভাল করিয়া জানি যে, এই সমস্ত বিষয় গ্রহণ করা হইতে গ্রহণ না করা উত্তম। ভবিষ্যতেও তুমি তোমার মূল্যবান নসীহতের দ্বারা আমাকে সম্মানিত করিবে, আমিও চিঠি লিখিতে থাকিব। ওয়াস–সালাম।

কত সূক্ষ্ম বিষয় ইমাম মালেক (রহঃ) অবলম্বন করিয়াছেন যে, তিনি জায়েয হওয়ার ফতওয়াও লিখিয়াছেন এবং ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে, বাস্তবিকই এই সমস্ত জিনিস ছাড়িয়া দেওয়াই বেশী উত্তম।

(৫) আখেরাতমুখী ওলামায়ে কেরামের পঞ্চম আলামত এই যে, বাদশা ও সরকারী কর্মকর্তাদের নিকট হইতে দূরে থাকিবে। (বিনা প্রয়োজনে) তাহাদের নিকট কখনও যাইবে না, বরং তাহারা নিজেরা আসিলেও মেলামেশা কম করিবে। কেননা, তাহাদের সহিত মেলামেশার কারণে তাহাদের সন্তুষ্টি অর্জনে কৃত্রিমতা অবলম্বন করিতে হয়। এই সমস্ত লোক অধিকাংশই জালেম এবং নাজায়েয কাজকর্মে লিপ্ত হইয়া থাকে। যাহার প্রতিবাদ করা জরুরী। তাহাদের জুলুমের বিষয় প্রকাশ করা, তাহাদের নাজায়েয কাজের উপর সতর্ক করা জরুরী। এইসব বিষয়ে নিশ্চুপ থাকা দ্বীনের ব্যাপারে শিথিলতা করার নামান্তর। আর যদি তাহাদের সন্তুষ্টির জন্য তাহাদের প্রশংসা করিতে হয়, তবে ইহা তো স্পষ্ট মিথ্যা। যদি তাহাদের সম্পদের দিকে মনের ভিতর লিপ্সা পয়দা হয় এবং লালসা আসে, তবে ইহা নাজায়েয। মোটকথা, তাহাদের সহিত মেলামেশা অনেক রকমের ফেতনা–ফাসাদের চাবি।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মাঠে–ময়দানে বাস করে সে কঠিন স্বভাবের হইয়া যায়। আর যে শিকারের পিছনে লাগে সে (সবকিছু হইতে) গাফেল হইয়া যায়, যে বাদশাহের নিকট আসা যাওয়া শুরু করিয়া দেয়, সে ফেতনায় পড়িয়া যায়।

হযরত হোযায়ফা (রাযিঃ) বলেন, তুমি নিজেকে ফেতনার জায়গায় অবস্থান করা হইতে বাঁচাও। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, ফেতনার জায়গা কোন্‌টি? বলিলেন, শাসকদের দরজা। কেননা, তাহাদের নিকট যাইয়া তাহাদের ভুল–ভ্রান্তি ও অন্যায় কার্যাবলীকে সমর্থন করিতে হয় এবং

www.banglakitab.weebly.com

(তাহাদের প্রশংসায়) এমন কথা বলিতে হয়, যাহা তাহাদের মধ্যে নাই।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিকৃষ্টতম আলেম তাহারা, যাহারা শাসকবর্গের নিকট হাজিরা দেয়। আর উত্তম শাসক তাহারা, যাহারা উলামায়ে কেরামের নিকট হাজির হয়।

হযরত সামনূন (রহঃ) (যিনি হযরত সার্‌রী সাকতী (রহঃ)এর শাগরেদ) বলেন, আমি ইহা শুনিয়াছিলাম যে, যখন তুমি কোন আলেম সম্পর্কে শোন—সে দুনিয়ার প্রতি মহব্বত রাখে, তখন তাহাকে নিজের দ্বীন সম্পর্কে ত্রুটিযুক্ত মনে কর। আমি নিজে ইহা পরীক্ষা করিয়াছি। যখনই আমি বাদশাহর নিকট গিয়াছি, ফিরিয়া আসিবার পর আমি আমার অন্তরকে যাচাই করিয়া দেখিয়াছি অতঃপর আমি একরকম বোঝা অনুভব করিয়াছি। অথচ তোমরা দেখিয়া থাক, আমি সেখানে কঠোর কথাবার্তা বলিয়া থাকি এবং কঠিনভাবে তাহাদের মতামতের বিরোধিতা করি। সেখানের কোন জিনিস ব্যবহার করি না। এমনকি সেখানের পানিও পান করি না। আমাদের আলেমগণ বনী ইসরাঈলের আলেমগণ অপেক্ষা খারাপ। কেননা, ইহারা শাসকবর্গের নিকট যাইয়া তাহাদিগকে বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধা বলিয়া দেয়। তাহাদের সন্তুষ্টি অর্জনের ফিকির করিয়া থাকে। যদি আলেমগণ তাহাদিগকে তাহাদের দায়িত্বসমূহ পরিষ্কার ভাষায় বলিয়া দেয়, তবে এই শাসকেরা তাহাদের যাওয়াকেই পছন্দ করিবে না। আর এই পরিষ্কারভাবে বলিয়া দেওয়া এইসব উলামাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট নাজাতের কারণ হইয়া যাইবে। উলামায়ে কেরামের বাদশাহদের নিকট যাওয়া একটি বড় ফেতনা এবং শয়তানের ধোকা দেওয়ার একটি বিরাট উপায়। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি সুবক্তা, তাহাকে শয়তান বুঝায় যে, তুমি গেলে তাহাদের সংশোধন হইবে। তাহারা তুমি যাওয়ার কারণে জুলুম করা হইতে বিরত থাকিবে এবং দ্বীনের বড় বড় নিদর্শনসমূহের হেফাজত হইবে। এমনিভাবে, মানুষ মনে করিতে আরম্ভ করে যে, তাহাদের নিকট যাওয়াও কোন দ্বীনের কাজ। অথচ তাহাদের নিকট গেলে, তাহাদের মনোতুষ্টির জন্য দ্বীনের ব্যাপারে শিথিল কথা বলিতে হয় এবং তাহাদের অহেতুক প্রশংসা করিতে হয় ; আর ইহার মধ্যে দ্বীনের ধ্বংস রহিয়াছে।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) হযরত হাসান বসরী (রহঃ)কে লিখিয়াছেন, আমাকে এইরূপ কিছু উপযুক্ত লোকের ঠিকানা বলিয়া দিন, যাহাদের দ্বারা আমি আমার এই (খেলাফতের) কাজে সাহায্য লইতে পারি। হযরত হাসান (রহঃ) (জবাবে) লিখিয়াছেন—

www.banglakitab.weebly.com

দ্বীনদার লোকরা তো আপনার নিকট আসিবে না। আর দুনিয়াদারদেরকে তো আপনি গ্রহণ করিবেন না (এবং গ্রহণ করা উচিতও নয় ; কেননা, দুনিয়াদার অর্থাৎ লোভী ও স্বার্থবাদী লোকেরা তো নিজেদের লোভ–লালসার কারণে কাজ নষ্ট করিয়া দিবে), এইজন্য শরীফ বংশের লোকদের দ্বারা কাজ নিন। কেননা, তাহাদের বংশগত আভিজাত্য ও ভদ্রতা তাহাদিগকে এই বিষয়ে বিরত রাখিবে যে, তাহারা নিজেদের বংশগত আভিজাত্য ও ভদ্রতাকে খেয়ানতের দ্বারা কলুষিত করে। এই জওয়াব হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ)কে লিখিয়াছেন, যাহার দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি, তাকওয়া, ন্যায়পরায়ণতা, সর্বকালের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ। এমনকি তাঁহাকে দ্বিতীয় ওমর বলা হয়। ইহা ইমাম গাযযালী (রহঃ)এর খেয়াল। কিন্তু আমি অধমের মতে যদি কেহ কোন দ্বীনী কারণে অপারগ হয়, তবে নিজের নফসের হেফাজতের সহিত যাওয়ার মধ্যে ক্ষতি নাই। বরং অনেক সময় দ্বীনী স্বার্থে ও প্রয়োজনের তাগিদে যাইতেই হয় ; কিন্তু ইহা অবশ্য জরুরী যে, নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ, ব্যক্তিগত ফায়েদা, সম্পদ ও সম্মান কামাই করা উদ্দেশ্য না হয়। বরং শুধু মুসলমানদের জরুরতই উদ্দেশ্য হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ অর্থাৎ, আর আল্লাহ তায়ালা মঙ্গলকামী ও অমঙ্গলকামীকে (পৃথক পৃথকরূপে) জানেন। (বাকারা ঃ ২২০)

(৬) আখেরাতমুখী ওলামায়ে কেরামের ষষ্ঠ আলামত এই যে, তাহারা ফতওয়া দেওয়ার ব্যাপারে জলদি করেন না। মাসআলা বলিবার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেন। অন্য কোন যোগ্য লোক থাকিলে যথাসম্ভব তাহার নিকট পাঠাইয়া দেন। আবু হাফস নিশাপুরী (রহঃ) বলেন, আলেম ঐ ব্যক্তি, যে মাসআলা দেওয়ার সময় এই বিষয়ে ভয় করে যে, কাল কিয়ামতের দিন এই জওয়াবদিহি করিতে হইবে যে, কোথা হইতে মাসআলা বলিয়াছিলে?

কোন কোন আলেম বলিয়াছেন, সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) চারটি জিনিস হইতে বেশী বাঁচিয়া থাকিতেন। এক—ইমামতি করা, দুই—ওসী হওয়া (অর্থাৎ কাহারও ওসিয়তকৃত সম্পদ হকদারদের মধ্যে বন্টন করিবার দায়িত্ব নেওয়া)। তিন—আমানত রাখা। চার—ফতওয়া দেওয়া। তাহারা বিশেষভাবে পাঁচটি কাজে মশগুল থাকিতেন। এক—কুরআন পাকের তেলাওয়াত। দুই—মসজিদসমূহ আবাদ করা। তিন—আল্লাহ তায়ালার যিকির করা। চার—ভাল কথার নসীহত করা। পাঁচ—খারাপ কাজ হইতে বিরত রাখা।

www.banglakitab.weebly.com

ইবনে হুসাইন (রহঃ) বলেন, কিছু লোক এত জলদি ফতওয়া দিয়া থাকে যে, ঐ মাসআলা যদি হযরত ওমর (রাযিঃ)এর সামনে পেশ করা হইত, তবে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সমস্ত সাহাবায়ে কেরামকে একত্রিত করিয়া পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। হযরত আনাস (রাযিঃ) এতবড় মর্যাদাশালী সাহাবী ছিলেন যে, দশ বৎসর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করিয়াছেন। যখন তাঁহার নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হইত, তখন তিনি বলিতেন, আমাদের সর্দার হাসান (রহঃ)এর নিকট জিজ্ঞাসা কর। (হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বিখ্যাত ফকীহ বিখ্যাত সুফী এবং তাবেয়ী ছিলেন, হযরত আনাস (রাযিঃ) সাহাবী হওয়া সত্ত্বেও এই তাবেয়ীর নাম বলিয়া দিতেন।)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)এর নিকট যখন মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হইত, (অথচ তিনি বিখ্যাত সাহাবী ও সমস্ত মুফাসসিরদের শিরোমনি ছিলেন,) তখন তিনি বলিতেন, জাবের ইবনে যায়েদ (রহঃ)এর নিকট জিজ্ঞাসা কর (তিনি ফতওয়া দানে অভিজ্ঞ তাবেয়ী ছিলেন)। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) যিনি নিজে বিখ্যাত ফকীহ সাহাবী ছিলেন, তিনি হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (তাবেয়ী রহঃ)এর নিকট পাঠাইয়া দিতেন।

(৭) আখেরাতমুখী ওলামায়ে কেরামের সপ্তম আলামত এই যে, তাহারা বাতেনী এলেম অর্থাৎ সুলুক অর্থাৎ আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রতি অনেক বেশী যত্নবান হইবেন। নিজের বাতেনের সংশোধন ও আত্মশুদ্ধির জন্য অনেক বেশী চেষ্টা–সাধনা করিবেন। কেননা, ইহা জাহেরী এলেমের মধ্যেও উন্নতির কারণ হয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে নিজের এলেমের উপর আমল করে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে এমন জিনিসের এলেম দান করেন ; যাহা সে পড়ে নাই। পূর্বেকার নবীদের কিতাবসমূহে আছে, হে বনী ইসরাঈল ! তোমরা এরূপ বলিও না যে, এলেম আসমানের উপর রহিয়াছে ; উহাকে কে নামাইবে? অথবা এলেম জমিনের তলদেশে রহিয়াছে ; উহাকে কে উপরে আনিবে? অথবা এলেম সমুদ্রের অপর পারে রহিয়াছে ; কে সেইখানে যাইবে, আর উহাকে লইয়া আসিবে? এলেম তো তোমাদের অন্তরের মধ্যে রহিয়াছে। তোমরা আমার সম্মুখে রূহানী ব্যক্তিদের ন্যায় আদবের সহিত থাক, সিদ্দীকিনদের আখলাক অবলম্বন কর—আমি তোমাদের দিলের ভিতর হইতে এলেমসমূহ প্রকাশ করিব। এমনকি সেই এলেম তোমাদিগকে ঘিরিয়া লইবে এবং তোমাদিগকে ঢাকিয়া লইবে। আর অভিজ্ঞতাও ইহার

www.banglakitab.weebly.com

সাক্ষী যে, আল্লাহওয়ালাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ঐ এলেম ও মারেফাত দান করেন, যাহা কিতাবের মধ্যে তালাশ করিয়াও পাওয়া যায় না।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে বর্ণনা করেন যে, বান্দার উপর আমি যেসমস্ত জিনিস ফরয করিয়াছি, উহা হইতে অধিক প্রিয় আর কোন জিনিস দ্বারা সে আমার নৈকট্য হাসিল করিতে পারে না। (যেমন নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি। অর্থাৎ ফরযসমূহ উত্তমরূপে আদায় করার দ্বারা যত নৈকট্য হাসিল হয়—এইরূপ নৈকট্য অন্যান্য জিনিস দ্বারা হাসিল হয় না।) বান্দা নফলসমূহের মাধ্যমে আমার নৈকট্য হাসিল করিতে থাকে—অবশেষে আমি তাহাকে প্রিয় বানাইয়া লই। যখন আমি তাহাকে প্রিয় বানাইয়া লই, তখন আমি তাহার কান হইয়া যাই, যাহা দ্বারা সে শোনে। তাহার চোখ হইয়া যাই, যাহা দ্বারা সে দেখে। তাহার হাত হইয়া যাই, যাহা দ্বারা সে কোন জিনিস ধরে। তাহার পা হইয়া যাই, যাহা দ্বারা সে চলে। যদি সে আমার নিকট সওয়াল করে, তবে আমি উহা পূরণ করি। যদি কোন জিনিস হইতে আশ্রয় চাহে, তবে তাহাকে আশ্রয় দান করি। (বুখারী শরীফ)

অর্থাৎ তাহার চলা-ফেরা দেখা-শোনা সব কাজ আমার সন্তুষ্টি অনুযায়ী হইয়া যায়। কোন কোন হাদীসে ইহার সহিত এই বিষয়ও আসিয়াছে যে, যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সহিত শত্রুতা করে, সে আমার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যেহেতু আল্লাহর ওলীগণের ধ্যান, চিন্তা সবকিছু আল্লাহ তায়ালার সহিত সম্পর্কিত হইয়া যায়, কাজেই কুরআন পাকের সূক্ষ্ম এলেমসমূহ তাহাদের অন্তরে খুলিয়া যায় ; উহার রহস্যাবলী তাহাদের সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া যায়। বিশেষতঃ এমন লোকদের সম্মুখে—যাহারা আল্লাহ তায়ালার যিকির ও ফিকিরে সব সময় মশগুল থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তি এই নেয়ামত হইতে তওফীক অনুযায়ী সেই পরিমাণ অংশ লাভ করিয়া থাকে, যে পরিমাণ আমলের মধ্যে তাহার এহতেমাম ও চেষ্টা হইয়া থাকে।

হযরত আলী (রাযিঃ) একটি দীর্ঘ হাদীসে আখেরাতমুখী ওলামায়ে কেরামের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। যাহা আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম (রহঃ) 'মিফতাহু দারিস-সাআদাহ' নামক কিতাবে এবং আবু নুআইম (রহঃ) 'হিলইয়া' নামক কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন। উহাতে বলেন, অন্তরসমূহ পাত্রের মত। আর ঐ সমস্ত অন্তর সর্বোত্তম, যাহা ভাল ও কল্যাণের জিনিসকে অধিক হইতে অধিক সংরক্ষণ করিয়া থাকে। এলেম জমা করা সম্পদ জমা করা হইতে উত্তম। কেননা, এলেম তোমার হেফাজত করে,

www.banglakitab.weebly.com

আর সম্পদের হেফাজত তোমাকে করিতে হয়। এলেম খরচ করার দ্বারা বাড়িয়া যায়, আর সম্পদ খরচ করার দ্বারা কমিয়া যায়। সম্পদের উপকারিতা উহা শেষ হওয়ার (খরচ করার) কারণে খতম হইয়া যায়, কিন্তু এলেমের উপকারিতা সব সময় বাকি থাকে। (আলেমের ইন্তেকালের পরও এলেম খতম হয় না। কেননা, তাহার মূল্যবান কথাবার্তাগুলি বাকী থাকে।) অতঃপর হযরত আলী (রাযিঃ) একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আমার অন্তরে এলেম রহিয়াছে—হায়! যদি ইহার উপযুক্ত পাত্র পাইতাম। কিন্তু আমি এমন লোকদেরকে দেখি, যাহারা দ্বীনের বিষয়সমূহকে দুনিয়ার তলবে খরচ করে। অথবা এমন লোকদেরকে দেখি, যাহারা দুনিয়ার স্বাদ ও আমোদ-প্রমোদে মত্ত রহিয়াছে ; দুনিয়ার খাহেশাত ও কামনা-বাসনার জিঞ্জিরে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, অথবা সম্পদ জমা করিবার পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে। মোটকথা, দীর্ঘ বর্ণনা হইতে এখানে কেবল কয়েকটি বাক্য নকল করা হইল।

(৮) অষ্টম আলামত এই যে, আল্লাহ তায়ালার সহিত আখেরাতমুখী আলেমের ঈমান ও একীন অনেক বেশী হয় এবং এই বিষয়ে তিনি অনেক বেশী যত্নবান হন। একীনই হইল আসল পুঁজি। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, একীনই পূর্ণ ঈমান। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা একীন শিখ। এই এরশাদের অর্থ হইল, একীনওয়ালাদের নিকট এহতেমামের সহিত বস। তাহাদের অনুসরণ কর। যাহাতে ইহার বরকতে তোমাদের মধ্যে একীনের পরিপক্কতা পয়দা হয়। তাহার অন্তরে আল্লাহ তায়ালার পরিপূর্ণ কুদরতের এবং গুণাবলীর এমনই একীন থাকে, যেমন চন্দ্র-সূর্যের অস্তিত্বের একীন রহিয়াছে। তিনি এই বিষয়ে পূর্ণ একীন রাখেন যে, প্রত্যেক বিষয়ের কর্তা কেবল সেই একমাত্র পবিত্র সত্তা। আর এই দুনিয়ার যাবতীয় আসবাব তাঁহারই ইচ্ছার অধীন—যেমন প্রহারকারী ব্যক্তির হাতে লাঠি। এই ব্যাপারে লাঠির কোন দখল আছে বলিয়া কেহ মনে করে না। আর যখন এই একীন পরিপক্ক হইয়া যাইবে, তখন তাহার জন্য তাওয়াক্কুল, তকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং নিজেকে আল্লাহ তায়ালার সোপর্দ করা সহজ হইয়া যাইবে। এমনিভাবে তাহার এই বিষয়ে পরিপক্ক একীন থাকে যে, রুজি একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জিম্মায়। তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির রুজির জিম্মা লইয়া রাখিয়াছেন। যাহা তাহার তকদীরে আছে, উহা সে অবশ্যই পাইবে। আর যাহা তাহার তকদীরে নাই, উহা কোন অবস্থাতেই সে পাইবে না। যখন তাহার একীন পাকা হইয়া যাইবে, তখন

www.banglakitab.weebly.com

রুজির অন্বেষণে মধ্যপন্থা আসিয়া যাইবে। লোভ-লালসা দূর হইয়া যাইবে। কোন জিনিস না পাইলে উহার উপর দুঃখ হইবে না। তাহার এই একীনও থাকে যে, আল্লাহ তায়ালা সমস্ত ভাল ও মন্দকে সব সময় দেখিতেছেন। অণু পরিমাণ কোন নেকী বা খারাপ কাজ হইলেও উহা আল্লাহ তায়ালার এলেমের মধ্যে আছে, আর উহার বদলা ভাল অথবা মন্দ অবশ্যই পাওয়া যাইবে। তিনি নেক কাজের সওয়াবের উপর এমনই একীন রাখেন, যেমন রুটি খাইলে পেট ভরার একীন হয়। আর অন্যায় কাজের উপর আযাবের এমনই একীন রাখেন, যেমন সাপে কাটিলে বিষক্রিয়ার একীন হয়। (তিনি নেক কাজের দিকে এমনই অগ্রসর হন, যেমন খানাপিনার দিকে অগ্রসর হন এবং গুনাহ হইতে এমনই ভয় পান, যেমন সাপ-বিচ্ছু হইতে ভয় পান।) যখন এই বিষয়গুলি পাকা হইয়া যাইবে, তখন প্রত্যেকটি নেকী কামাই করার প্রতি তাহার পূর্ণ আগ্রহ হইবে এবং প্রত্যেক মন্দ হইতে বাঁচিবার প্রতি পূর্ণ এহতেমাম হইবে।

(৯) নবম আলামত এই যে, তাহার উঠাবসা, চলাফেরা প্রত্যেকটি বিষয় হইতে আল্লাহ তায়ালার ভয় প্রতীয়মান হয়। আল্লাহ তায়ালার আজমত ও বড়ত্ব এবং মহত্ত্বের প্রভাব তাহার প্রত্যেকটি আচার-আচরণে প্রকাশ পায়। তাহার পোশাকে, আদত-অভ্যাসে, তাহার কথাবার্তায়, তাহার নিরবতায় ; এমনকি তাহার উঠাবসা ও চলাফেরায় উপরোক্ত বিষয়টি প্রকাশ পায়। তাহার চেহারা দেখিলে আল্লাহ তায়ালার স্মরণ তাজা হয়। স্থিরতা, গাম্ভীর্য, বিনয় ও নম্রতা, তাহার স্বভাবে পরিণত হইয়া যায়। অহেতুক আলাপ-আলোচনা, অনর্থক কথাবার্তা ও কৃত্রিমতার সহিত কথা বলা হইতে দূরে থাকেন। কেননা, এইগুলি গর্ব ও দম্ভের আলামত ; আল্লাহ তায়ালা হইতে নির্ভীক হওয়ার প্রমাণ স্বরূপ।

হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিয়াছেন, এলেম শিখ এবং এলেমের জন্য ধীরস্থিরতা ও গাম্ভীর্য শিখ। যাহার নিকট হইতে এলেম হাসিল কর, তাহার সম্মুখে অত্যন্ত বিনয়ের সহিত থাক। অহংকারী ওলামাদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লোক তাহারা, যাহারা লোকসমাজে আল্লাহ তায়ালার প্রশস্ত রহমতের কারণে আনন্দিত থাকে এবং নির্জনে আল্লাহ তায়ালার আযাবের ভয়ে কাঁদিতে থাকে। তাহাদের শরীর জমিনের উপর থাকে, আর তাহাদের দিল আসমানের দিকে মনোযোগী থাকে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

www.banglakitab.weebly.com

আমল কোন্‌টি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, নাজায়েয কাজ হইতে বাঁচা। আর ইহা এই যে, আল্লাহ তায়ালার যিকিরে তোমার জবান যেন তরুতাজা থাকে। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, শ্রেষ্ঠ সাথী কে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ঐ ব্যক্তি, যে তোমাকে নেক কাজ করিতে ভুলিয়া গেলে সতর্ক করে। আর যদি তোমার স্মরণে থাকে, তবে সে তোমাকে নেক কাজে সাহায্য করে। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, মন্দ সাথী কে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ঐ ব্যক্তি, যে নেক কাজ করিতে ভুলিয়া গেলে তোমাকে সতর্ক করে না। আর তুমি নিজে করিতে চাহিলে সে উহাতে তোমার সাহায্য করে না। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, সবচেয়ে বড় আলেম কে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে সবচেয়ে বেশী ভয় করে। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, আমরা কোন্ লোকদের সহিত বেশী উঠাবসা করিব? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যাহাদের চেহারা দেখিলে আল্লাহতায়ালার স্মরণ তাজা হয়।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আখেরাতে ঐ ব্যক্তি বেশী চিন্তামুক্ত হইবে, যে দুনিয়াতে চিন্তাযুক্ত থাকিয়াছে। আর আখেরাতে ঐ ব্যক্তি বেশী হাসিবে, যে দুনিয়াতে বেশী কাঁদিয়াছে।

(১০) দশম আলামত এই যে, আখেরাতমুখী আলেম ঐ সমস্ত মাসায়েলের প্রতি বেশী গুরুত্ব দিয়া থাকেন, যেগুলি আমলের সহিত সম্পর্ক রাখে, জায়েয–নাজায়েযের সহিত সম্পর্ক রাখে। অমুক আমল করা জরুরী, অমুক আমল হইতে বাঁচা জরুরী, এই জিনিসের কারণে অমুক আমল নষ্ট হইয়া যায় (যেমন অমুক কাজের দ্বারা নামায নষ্ট হইয়া যায়, মেসওয়াক করিলে এই ফযীলত হাসিল হয় ইত্যাদি ইত্যাদি)। এইরূপ এলেম সম্পর্কিত কোন চর্চা তিনি করেন না, যাহা শুধু দেমাগী আনন্দের জন্য হয় কিংবা দেমাগী হিসাব–নিকাশের বিষয় হয়। যাহাতে লোকেরা তাহাকে বড় চিন্তাবিদ, বড় জ্ঞানী ও দার্শনিক মনে করে।

(১১) একাদশ আলামত এই যে, নিজের এলেমের মধ্যে বিচক্ষণতার সহিত দৃষ্টিপাত করিতে পারেন ; শুধুমাত্র লোকদের অন্ধ অনুকরণ ও অনুসরণের কারণে তাহাদের ভক্ত না হইয়া যায়। আসল অনুসরণ হইল, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীসমূহের অনুসরণ। আর এই কারণেই সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর অনুসরণ করা। কেননা, তাহারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কার্যসমূহ দেখিয়াছেন। আর যেহেতু আসল অনুসরণ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

www.banglakitab.weebly.com

অনুসরণই, এইজন্য আখেরাতমুখী আলেম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ও কাজ জমা করা এবং উহাতে চিন্তা-ফিকির করার ব্যাপারে অনেক বেশী এহতেমাম করিয়া থাকেন।

(১২) দ্বাদশ আলামত—বিদআত কাজ হইতে অত্যন্ত কঠোরভাবে ও গুরুত্ব সহকারে বাঁচিয়া থাকেন। কোন কাজের ব্যাপারে অধিক পরিমাণে লোকের একমত হইয়া যাওয়া নির্ভরযোগ্য বিষয় নহে। বরং আসল অনুসরণ হইল, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ। আর দেখা চাই যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর আমল ও অভ্যাস কি ছিল এবং ইহার জন্য তাঁহাদের আমল, অভ্যাস ও অবস্থা গভীরভাবে তালাশ ও অনুসন্ধান করা এবং উহার মধ্যে মনোযোগ সহকারে মগ্ন থাকা জরুরী।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, দুই ব্যক্তি হইল বিদআতী ; যাহারা ইসলামের মধ্যে দুইটি বিদআত জারী করিয়াছে। এক—ঐ ব্যক্তি যে মনে করে যে, দ্বীন উহাই যাহা সে বুঝিয়াছে। আর যে তাহার অভিমতকে যে সমর্থন করে সেই মুক্তি পাইবে। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি, যে দুনিয়ার পূজা করে, উহারই তালাশে লাগিয়া থাকে, দুনিয়া কামাইকারীদের প্রতি খুশী হয়। আর যে দুনিয়া কামাই করে না, তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। এই দুই ব্যক্তিকে জাহান্নামের জন্য ছাড়িয়া দাও। আর যাহাকে আল্লাহ তায়ালা এই দুই ব্যক্তি হইতে হেফাজতে রাখিয়াছেন, সে পূর্ববর্তী বুযুর্গদের অনুসরণকারী এবং তাঁহাদের অবস্থা ও তরীকার অনুকরণকারী। এই ব্যক্তির জন্য ইনশাআল্লাহ অনেক বড় পুরস্কার রহিয়াছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, তোমরা এমন জামানায় আছ যে, এখন খাহেশাত এলেমের অধীন হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু অচিরেই এমন জামানা আসিবে, যখন এলেম খাহেশাতের অধীন হইবে। অর্থাৎ যেসব জিনিস মনে চাহিবে, ঐগুলিকেই এলেম দ্বারা প্রমাণ করা হইবে।

কোন কোন বুযুর্গ বলিয়াছেন, সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর যামানায় শয়তান তাহার সৈন্যদলকে চতুর্দিকে পাঠাইল। তাহারা সকলেই ঘুরিয়া ফিরিয়া অত্যন্ত পেরেশান ও পরিশ্রান্ত হইয়া আবার ফিরিয়া আসিল। শয়তান জিজ্ঞাসা করিল, কি অবস্থা? তাহারা বলিতে লাগিল, এই সমস্ত লোকেরা তো আমাদেরকে পেরেশান করিয়া দিয়াছে। আমাদের কোন প্রভাব তাহাদের উপর পড়ে না। আমরা তাহাদের কারণে বড় কষ্টে পড়িয়া গিয়াছি। শয়তান বলিল, ঘাবড়াইও না। এই সমস্ত লোক তাহাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর সঙ্গ পাইয়াছে ; তাহাদের উপর

www.banglakitab.weebly.com

তোমাদের প্রভাব ফেলা মুশকিল। অচিরেই এমন লোক আসিবে, যাহাদের দ্বারা তোমাদের সমস্ত উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে। অতঃপর তাবেয়ীগণের যামানায় সে নিজের সৈন্যদলকে চতুর্দিকে ছড়াইয়া দিল। তাহারা সকলে তখনও পেরেশান অবস্থায় ফিরিয়া আসিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, কি অবস্থা? তাহারা বলিতে লাগিল, এই সমস্ত লোকেরা তো আমাদেরকে বিরক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। ইহারা আশ্চর্য ধরনের লোক। আমাদের উদ্দেশ্য তাহাদের দ্বারা কিছুটা পুরা হইয়া যায় ; কিন্তু যখন সন্ধ্যা হয়, তখন তাহারা নিজেদের গুনাহ হইতে এমন তওবা করে যে, আমাদের সমস্ত চেষ্টা–মেহনত বরবাদ হইয়া যায়। শয়তান বলিল, ঘাবড়াইও না। অচিরেই এমন লোক আসিতেছে, যাহাদের দ্বারা তোমাদের চক্ষু শীতল হইবে। তাহারা দ্বীন মনে করিয়া নিজেদের খাহেশাতের মধ্যে এমনভাবে গ্রেফতার হইবে যে, তাহাদের তওবার তওফীকও হইবে না। তাহারা বদ–দ্বীনীকে দ্বীন মনে করিবে। সুতরাং এমনই হইল। পরবর্তীতে শয়তান তাহাদের জন্য এমন বিদআত বাহির করিয়া দিল, যেগুলিকে তাহারা দ্বীন মনে করিতে লাগিল। উহা হইতে কিভাবে তাহাদের তওবা নসীব হইবে!

উপরোক্ত বারটি আলামত সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হইল। ইমাম গাযযালী (রহঃ) এইগুলিকে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। এইজন্য উলামাদের নিজেদের হিসাবের দিনকে বিশেষভাবে ভয় করার প্রয়োজন রহিয়াছে। কেননা, তাহাদের হিসাব–নিকাশও কঠিন, তাহাদের জিম্মাদারীও বেশী। কেয়ামতের যেইদিন এই হিসাব হইবে, উহা বড় কঠিন দিন হইবে। আল্লাহ তায়ালা কেবল নিজের দয়া ও মেহেরবানীর দ্বারা ঐ দিনের কঠিন অবস্থা হইতে হেফাজতে রাখুন।

www.banglakitab.weebly.com

* وَ عَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَ مِنْهَا جَآئِرٌ *

সরল পথ আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছায় এবং আরও কতকগুলি বক্র পথ আছে (যাহা আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছায় না)।

কছ্দুছ্ ছবীল

বা

মা'রেফাত শিক্ষা

কুত্বে দাওরান, মুজাদ্দেদে যমান, পীর মুরশেদ হযরত মাওলানা আশ্রাফ আলী থানভী ছাহেব (রঃ) প্রণীত মূল উর্দু কিতাবের সরল বঙ্গানুবাদ

হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেব (রঃ)

কর্তৃক অনূদিত

এমদাদিয়া লাইব্রেরী

চকবাজার ঃ ঢাকা

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

এমদাদিয়া লাইব্রেরীর পক্ষে
মোহাম্মদ আবদুল করিম এটর্নি কর্তৃক
চকবাজার, ঢাকা হইতে প্রকাশিত

১৪শ মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ ইং

হাদিয়া ঃ ১৮·০০ টাকা

এমদাদিয়া প্রেস, ৫/১ নং গিরদে উর্দু রোড, ঢাকা হইতে
এম, এ, হামিদ কর্তৃক মুদ্রিত

www.banglakitab.weebly.com

সূচী-পত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
হাম্‌দ ও ছালাত	১
রেছালা লিখিবার কারণ	২
সংক্ষেপে রেছালার দলীল	৩
দো'আ	৪
প্রথম হেদায়ত	
তাছাওওফ বা ফকীরি কাহাকে বলে	৫
দ্বিতীয় হেদায়ত	
ফকীরির পথে পা রাখা	৭
তৃতীয় হেদায়ত	
কামেল পীরের আলামত	৯
চতুর্থ হেদায়ত	
মুরীদ হওয়ার আসল উদ্দেশ্য	১২
পঞ্চম হেদায়ত	
তরীকত শরীঅতের খেলাফ নয়	১৯
ষষ্ঠ হেদায়ত	
চারি শ্রেণীর লোকের জন্য চারি প্রকার অযীফা	২২
অযীফা ঃ প্রথম প্রকার	২৫
অযীফা ঃ দ্বিতীয় প্রকার	২৭
অযীফা ঃ তৃতীয় প্রকার	২৯
অযীফা ঃ চতুর্থ প্রকার	৩০
আলেমে ফারেগের অযীফার সংক্ষিপ্ত তালিকা	৪৮
সপ্তম হেদায়ত	
পেরেশানী পয়দাকারী জিনিস হইতে দূরে থাকা	৫১

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
অষ্টম হেদায়ত	
এখতেয়ারী ও গায়ের এখতেয়ারীর বয়ান	৫৩
নবম হেদায়ত	
রছুমাতের বয়ান	৫৭
দশম হেদায়ত	
নছীহতের কথা	৫৯
সাধারণ লোকদের নছীহত	৫৯
সাধারণ স্ত্রীলোকদের প্রতি নছীহত	৬১
যাহারা যেক্‌র শোগল করে তাহাদের প্রতি নছীহত	৬৩
কছ্‌দুছ্‌ ছবীলের জমীমা	
পীর মুরীদের সংক্ষিপ্ত সারমর্ম	৬৫
মুরীদ হইয়া যে সব কাজ করিতে হইবে	৬৮
মুরীদ হইয়া এই সব কাজ ছাড়িতে হইবে	৬৯
আরও কতক নছীহত	
মুরীদের কতর্ব্য	৭২
কয়েকটি আদব	৮০
সংক্ষিপ্ত অযীফা	৮৪
এস্তেগফার	৮৫
দরূদ	৮৫
শাজারা	৮৫

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কছ্‌দুছ্‌ ছবীল

(মা'রেফাত শিক্ষা)

হাম্‌দ্‌ ও ছালাত

আল্লাহ্‌ তা'আলাই প্রশংসার যোগ্য। তিনিই সমস্ত জাহানের মালিক। সোজা পথে চলিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় (অন্যান্য পথে চলিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না।)

রসূলে খোদা হযরত মোহাম্মদ (দঃ) আমাদের সকলের সরদার, তাঁহার উপর শত দুরূদ ও শত ছালাম। আয় খোদা! তাঁহার উপর তোমার খাছ রহমত নাযেল কর এবং আমাদের ছালাম তাঁহাকে পৌঁছাইয়া দাও। তিনি বড়ই মোহ্‌ছেন, এহ্‌ছান করিয়া তিনি আমাদের কিনিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি তোমাকে পাওয়ার সোজা পথ আমাদের বাতাইয়াছেন। আয় আল্লাহ্‌! তাঁহার আল-আওলাদ এবং তাঁহার ছাহাবীদের উপরও তুমি তোমার খাছ রহমত নাযেল কর, তাঁহারা তাঁহাদের সমস্ত জান-মাল, বিত্ত-সম্পত্তি সবই তোমার পথে খরচ করিয়া গিয়াছেন। যেই ক্বোরআন-হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, যাহারা তোমাকে চিনিবে তাহারাই প্রকৃত সম্মানী এবং যাহারা তোমাকে না চিনিবে

তাহারা হেয়, মানহীন, সেই কোরআন-হাদীস তাঁহারাই সমস্ত জগতকে পৌঁছাইয়াছেন।

হাম্‌দ ও ছালামের পর, মুসলমান ভাইদের খেদমতে আরয এই যে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় চলিতে গেলে যে সব ছামানের দরকার হয়, তাহার সামান্য কিছু সংক্ষেপে আমি এখানে বয়ান করিতে চাই। যে আবশ্যকীয় কথাগুলি বলা হইবে তাহার প্রত্যেকটি শিরোনামায় 'হেদায়ত' শব্দ থাকিবে। কেননা, মা'রেফাত সম্বন্ধে হেদায়ত করা অর্থাৎ তরীকত * শিক্ষা দেওয়াই রেছালাখানার আসল উদ্দেশ্য।

রেছালা লিখিবার কারণ

এই রেছালাখানা লিখিবার কারণ এই যে, অনেক মুসলমান ভাইদের তরীকত শিখিবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু কেহ ত রাস্তা না জানার কারণে ভ্রমে পতিত হয় এবং গোমরাহ্‌ হইয়া যায়, আবার কেহ যদিও গোমরাহ্‌ না হয়, কিন্তু আসল মকছুদ না জানার কারণে অনেক পেরেশানি উঠায় এবং কষ্টের মধ্যে পড়িয়া থাকে। যেমন এক বুযুর্গ বলিয়াছেন ঃ

يك سبد بر نان ترا بر فوق سر
تو همى جوئى لب نان در بدر
تا بزانوئى ميان جوئے آب
وزعطش وزجوع گشتستى خراب

বয়েত দুইটির অর্থ এই যে, টুকরি ভরা রুটি তোমার মাথার উপর থাকা সত্ত্বেও (না জানার কারণে) তুমি সামান্য এক টুক্‌রা রুটির জন্য

---

* আল্লাহ্‌র রাস্তায় চলা, ছলুক, দরবেশী, ফকীরি, বেলায়েত, পীরী-মুরীদি, তাছাওওফ, তরীকত—সবের একই অর্থ।

দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছ। হাঁটু পর্যন্ত পানির মধ্যে আছ, তা' সত্ত্বেও (না জানার কারণে) পিপাসায় ছট্‌ফট করিতেছ। অর্থাৎ আসল মকছুদ জানা না থাকিলে অনেক সময় মকছুদ হাছেল থাকা সত্ত্বেও পেরেশানি দূর হয় না। এইসব কারণে ফকীরি তরীকা এবং আসল মকছুদ মুসলমান ভাইদের বাতাইয়া দেওয়া আবশ্যক বোধ হওয়ায় এই রেছালাখানা লিখিবার পূর্বেও অনেক দোস্ত আমাকে এই ধরনের একখানা কিতাব লিখিবার জন্য বলিয়াছেন; কিন্তু সে সময় এই রকম ছুরত আমার জেহেনে আসে নাই, তাই ওযর করিয়া দিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা জেহেনে আসিয়াছে।

সংক্ষেপে রেছালার দলীল

এই রেছালাখানির মধ্যে যে সব কথা লেখা হইয়াছে তাহা কোরআন শরীফ, হাদীস শরীফ এবং ফকীরির মধ্যে যে সমস্ত বড় বড় বুযুর্গ গুযারিয়াছেন তাঁহাদের বাণী হইতে লওয়া হইয়াছে, নিজে বুযুর্গদের নিকট যে-সব কথা শুনিয়াছি তাহাও লেখা হইয়াছে এবং কোন কোন কথা এমনও আছে, যাহা আল্লাহ্ তা'আলা আমার দেলের মধ্যে পয়দা করিয়া দিয়াছেন। ফলকথা এই যে, বিনা দলীলে কোন কথাই লেখা হয় নাই। কিন্তু রেছালাখানা অতি সংক্ষেপে লেখা আমার উদ্দেশ্য, তাই প্রত্যেক কথার সঙ্গে দলীল লিখি নাই।

দো'আ ঃ

এক্ষণে আমি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এই দো'আ করি যে, রেছালাখানির নাম যেমন *কছ্‌দুছ্ ছবীল* (অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে পাওয়ার সংক্ষিপ্ত ও সরল রাস্তা), আল্লাহ্ তা'আলা তেমনই যেন ইহাতে আল্লাহ্‌কে পাওয়ার সহজ উপায় বলিয়া দেন, অর্থাৎ যাহারা এই কিতাব অনুযায়ী আমল করে, তাহারা যেন সহজে আল্লাহ্‌কে পাইতে পারে

এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে এবং আমি আওয়ারাকে যেন আল্লাহ্‌ তা'আলা ঠিকানা ধরাইয়া দেন; আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট ইহা কিছুই মুশ্‌কিল নয়।

প্রথম হেদায়ত

[আল্লাহ্‌কে কেমন করিয়া পাওয়া যায়]

তাছাওওফ বা ফকীরি কাহাকে বলে ঃ

মানুষের যাহের বাতেন উভয়কে দুরুস্ত করার নাম *ফকীরি বা তাছাওওফ*। যাহেরকে দুরুস্ত করার অর্থ এই যে, নামায রোযা ইত্যাদি যে সব আমল যাহেরী শরীরের দ্বারা করিতে হয় এবং করা জরুরী সেই সব সুন্দররূপে করিবে। বাতেনকে দুরুস্ত করার অর্থ এই যে, দেলের মধ্যে খাঁটিভাবে ইসলামের আকীদা রাখিবে এবং যাবতীয় সদগুণ দ্বারা দেলকে সুসজ্জিত করিয়া রাখিবে। সদগুণ অনেক আছে, দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি এখানে উল্লেখ করিতেছি; যেমন—(১) *এখলাছ*—দ্বীন-ইসলামের যে সব ক্রিয়াকর্ম আছে তাহা খালেছ নিয়তে করা অর্থাৎ অন্য কোন উদ্দেশ্যে না করিয়া শুধু আল্লাহ্ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে করা। (২) *শোক্‌র*—দেলের সহিত আল্লাহ্‌তা'আলার মেহেরবানী স্বীকার করা এবং সব সময় যে আল্লাহ্ তা'আলার অসীম অগণনীয় এহ্‌ছান এবং অনুগ্রহ আমাদের উপর হইতেছে এই ভাব মনে রাখা এবং মুখে ও অন্যান্য প্রকারে প্রকাশ করা। (৩) *ছবর*—মুছীবতের সময় অস্থির না হওয়া, মুখে বা মনে ঐ মুছীবতের কারণে অসন্তুটি প্রকাশ না করা। (৪) *যোহদ*—দুনিয়ার ধন-দৌলত বা দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মন না লাগান। (৫) *তাওয়াযু'*—নিজেকে বড় মনে না করিয়া ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র মনে করা। (৬) *আল্লাহ্* এবং *আল্লাহ্‌র রসূলের মহব্বত* ইত্যাদি ইত্যাদি আরও অনেক সদগুণ আছে; এইগুলিকে

দেলের মধ্যে অর্জন করিতে হইবে। এই হইল ফকীরির প্রথম দর্জা অর্থাৎ নিম্ন শ্রেণীর ফকীরি। এই দর্জাকে *বেলায়েতে-আম্মা* বলে। অর্থাৎ প্রত্যেক মুমিনেরই এই দর্জা হাছেল করা ফরয।

দ্বিতীয় দর্জা (অর্থাৎ উচ্চ শ্রেণীর ফকীরি) উপরোক্ত বিষয়গুলি ত হাছেল করিতেই হইবে, তাহার সঙ্গে আরও কিছু বেশী হাছেল করিতে হইবে। অর্থাৎ যাহেরকে নফল এবাদতের মধ্যে এবং বাতেনকে (দেলকে) আল্লাহ্‌র যেক্‌রের মধ্যে সদাসর্বদা মশ্‌গুল রাখিতে হইবে, এক মুহূর্তও গাফেল হওয়া যাইবে না। এই দর্জাকে *বেলায়েতে-খা-চ্ছা* বলে। অর্থাৎ সকলের এই দর্জা হাছেল থাকে না, শুধু বুযুর্গরাই হাছেল করিয়া থাকেন।

প্রথম দর্জা হাছেল করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। এই দর্জা হাছেল করিতে গেলে দুইটি জিনিসের আবশ্যক। সুতরাং সেই দুইটি জিনিসের জন্য যত্নবান হওয়াও একান্ত আবশ্যক। প্রথমতঃ—ব-কদরে জরুরত অর্থাৎ নিজের হেদায়তের জন্য আবশ্যক পরিমাণ *দ্বীনী-এলম শিক্ষা* করা। কিতাব পড়িয়াই হউক, আর আলেমদের কাছে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াই হউক। পড়াও আবার আরবী কিতাব পড়িয়া হউক, চাই নেছাবের মছআলার কেতাব পড়িয়া হউক চাই উর্দু মছআলার কিতাব পড়িয়া হউক। (চাই বাংলা মছআলার কিতাব পড়িয়া হউক।) মৎ প্রণীত *বেহেশতী জেওর* এবং *ছাফায়িয়ে-মোয়ামালাত* কিতাবদ্বয় (ইহাদের বাংলাও আছে) এই দুইখানা কিতাবই দ্বীন ইসলাম কায়েম রাখিবার জন্য দৈনন্দিন যে সমস্ত আবশ্যকীয় বিষয়ের দরকার পড়ে তাহার জন্য যথেষ্ট। দ্বিতীয়তঃ, যে রকম মছআলা শিখিবে সেই রকম কাজ করিবার জন্য পাকা এরাদা করিবে। খবরদার! যেন নফ্‌সের খাহেশের কারণে বা লোকে মন্দ বলিবে এই ভয়ে কখনও মছআলার

বরখেলাফ আমল না করা হয়। প্রথম দর্জার (অর্থাৎ যে দর্জা সকলের জন্য ফরয তাহার) বয়ান শেষ হইল।

দ্বিতীয় দর্জা মোস্তাহাব। সচরাচর লোকে এই দর্জাকেই ফকীরি এবং দরবেশী বলিয়া থাকে। কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, এই দর্জা হাছেল করিতে গিয়া যদি প্রথম দর্জার কোন আবশ্যকীয় কাজ ছুটিয়া যায় বা তাহাতে কিছু লোকসান পড়ে, তবে তাহার জন্য দ্বিতীয় দর্জায় মশ্‌গুল হওয়া কিছুতেই জায়েয হইবে না। কোন কোন লোক ভ্রমে পড়িয়া আছে। তাহারা স্ত্রী-পুত্রের হক আদায় করে না, অথচ ফকীরির দাবী করে; কিন্তু তাহাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, স্ত্রী-পুত্রের (ও পাড়া-প্রতিবেশীর) হক আদায় না করিয়া দরবেশীর দাবী সম্পূর্ণ বাতেল। কেননা, স্ত্রী-পুত্রের হক আদায় করা ফরয। আর যে ফরয তরক করে, সে কিছুতেই ফকীর বা দরবেশ হইতে পারে না।

দ্বিতীয় হেদায়ত

[আল্লাহ্‌কে পাইবার পথে অগ্রসর হওয়া]

ফকীরির পথে পা রাখা ঃ

ফকীরির পথে পা রাখিবার অর্থাৎ, আল্লাহ্‌কে পাইবার পথে অগ্রসর হইবার নিয়ম এই যে, প্রথমে যাবতীয় গোনাহ্ হইতে খাঁটিভাবে খালেছ দেলে তওবা করিতে হইবে। (তওবার অর্থ এই যে, তোমার দ্বারা যে সব অন্যায় কাজ হইয়াছে সে সব স্মরণ করিয়া আল্লাহ্‌র সামনে দেলের দ্বারা কাঁদিবে, কাতর স্বরে মা'ফ চাহিবে এবং ভবিষ্যতের জন্য দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞা করিবে যে, এমন কাজ আর কখনও করিব না) আর যদি ফরয ওয়াজেব কোন এবাদত (যেমন, নামায রোযা ইত্যাদি) ছুটিয়া যাইয়া থাকে, তবে তওবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার কাযাও শুরু করিয়া দিবে যদি কোন লোকের কিছু পাওনা থাকিয়া থাকে বা কাহারও কোন হক তুমি

নষ্ট করিয়া থাক, তবে তাহা পরিশোধ করিবার চেষ্টায় লাগিতে হইবে বা মা'ফ করাইয়া লইতে হইবে। কেননা, পরের দাবীর তলে থাকিয়া এবং পরের হক নষ্ট করিয়া সারা জীবন পরিশ্রম করিলেও কিছুতে আল্লাহ্‌কে পাইতে পারিবে না। তওবার সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ়ভাবে দেলে দেলে এই প্রতিজ্ঞাও করা দরকার যে, আমার যতই কষ্ট হউক না কেন, যতই মনের বিরুদ্ধে চলিতে হউক না কেন, মালের বা জানের যতই লোক-সান হউক না কেন, দুনিয়ার সুখ-শান্তি একেবারেই ছুটিয়া যাউক না কেন, লোকে যতই নিন্দা করুক বা মন্দ বলুক না কেন, আমি সে সবের দিকে কদাপি ভ্রূক্ষেপও করিব না। অটল অচল ভাবে আজীবন খোদা ও খোদার রসূলের হুকুম পালন করিতে থাকিব, সর্বস্বার্থ জলাঞ্জলি দিব, জীবন দিব তবুও খোদা এবং খোদার রসূলের ফরমাঁবরদারী ছাড়িব না, এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে। যদি এতটুকু সাহস না হয়, তবে বুঝা যাইবে যে, তুমি খোদা-তালেব অর্থাৎ আশেক নও, খোদাকে তুমি চাও না। কেননা, যে খোদাকে চায় সে বাধাবিঘ্নকে তুচ্ছ করিয়া অসীম সাহসে বুক বাঁধিয়া বলে ঃ

ای دل آں بہ کہ خواب ازمئے گلگوں باشی
بے زروگنج بصد حشمت قاروں باشی

অর্থাৎ, হে আমার মন! খোদার প্রেমে মজিয়া থাকা এবং খোদার পাগল সাজিয়া থাকাই তোমার জন্য ভাল। হে আমার মন! (খোদার প্রেমে মজিয়া) এক পয়সাও হাতে না থাকা সত্ত্বেও, সম্পূর্ণ নিঃস্ব হওয়া সত্ত্বেও শত শত ধনকুবের অপেক্ষা বড় ধনী নিজকে মনে করাই তোমার কর্তব্য। আরও বলেন ঃ

در راہ منزل لیلیٰ کہ خطرھاست بجاں
شرط اول قدم آنست کہ مجنوں باشی

অর্থাৎ, হে আমার মন! প্রেম-পাত্রকে লাভ করিবার পথে—যেখানে জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হইবার আশঙ্কা আছে—যাত্রা করিবার জন্য সর্বপ্রথম শর্ত এই যে, তোমার পাগল সাজিতে হইবে।

যখন সমস্ত গোনাহ্ হইতে তওবা করিয়া সারিবে এবং দেলে পাক্কা এরাদা হইবে যে, এখন হইতে আর কখনও খোদা এবং খোদার রাসূলের ফরমাঁবরদারিকে ছাড়িবে না, তখন আবশ্যক পরিমাণ দ্বীনি এলম শিক্ষা করিবে। (দ্বীনি-এল্‌ম কিভাবে শিখিতে হইবে তাহা প্রথম হেদায়তে বয়ান করা হইয়াছে) তারপর কামেল পীরের তালাশে নামিবে।

তৃতীয় হেদায়ত

কামেল পীরের আলামত ঃ

কামেল পীর চিনিবার জন্য দশটি আলামত আছে ঃ

(১) পীর তফসীর-হাদীস-ফেকাহ্-অভিজ্ঞ আলেম হওয়া দরকার। অন্ততঃপক্ষে মেশকাত শরীফ ও জালালাইন শরীফ বুঝিয়া পড়িয়াছে, এত পরিমাণ এলেম থাকা আবশ্যক।

(২) পীরের আকীদা এবং আমল শরীঅতের মোয়াফেক হওয়া দরকার এবং স্বভাব-চরিত্র ও অন্যান্য গুণাবলী যে রকম শরীঅতে চায় সেরকম হওয়া দরকার।

(৩) পীরের মধ্যে লোভ (টাকা-পয়সা, সম্মান, প্রতিপত্তি, যশঃ ও সুখ্যাতির লিপ্সা) থাকিবে না, নিজে কামেল হওয়ার দাবী করিবে না। কেননা, ইহাও দুনিয়ার মহব্বতেরই অন্তর্ভুক্ত।

(৪) তিনি কোন কামেল পীরের খেদমতে থাকিয়া এছলাহে বাতেন এবং তরীকত হাছেল করিয়া থাকেন।

(৫) সমসাময়িক পরহেযগার মোত্তাকী আলেমগণ এবং সুন্নত তরীকার পীরগণ তাঁহাকে ভাল বলিয়া মনে করেন।

(৬) দুনিয়াদার অপেক্ষা দ্বীন্দার লোকেরাই তাঁহার প্রতি বেশী ভক্তি রাখে।

(৭) তাঁহার মুরিদের মধ্যে অধিকাংশ এরকম হয় যে, তাঁহারা প্রাণপণে শরীঅতের পাবন্দী করে এবং দুনিয়ার লালসা রাখে না।

(৮) মনোযোগের সহিত মুরীদদের তা'লীম-তলকীন করেন এবং দেলের সঙ্গে এই চান যে, তাহারা ভাল হউক, খোদা এবং খোদার রসূলের আশেক হউক, প্রাণের সঙ্গে খোদা এবং খোদার রসূলের পায়রবী করুক। মুরীদদেরে তাহাদের মতলব মত স্বাধীন ছাড়িয়া দেন না, তাহাদের মধ্যে যদি কোন দোষ দেখিতে বা শুনিতে পান, তবে তাহা যথারীতি (কাউকে নরমে, কাউকে গরমে) সংশোধন করিয়া দেন।

(৯) তাঁহার ছোহ্বতে কিছুদিন যাবৎ থাকিলে দুনিয়ার মহব্বত কম এবং আখেরাতের চিন্তা বেশী হইতে থাকে।

(১০) নিজেও রীতিমত যেকের শোগল করেন। (অন্ততঃ পক্ষে করিবার পাক্কা এরাদা রাখেন) কেননা, নিজে আমল না করিলে অন্ততঃপক্ষে আমল করিবার পাক্কা এরাদা না থাকিলে তা'লীম-তলকীনে বরকত হয় না।

যাঁহার মধ্যে এই গুণগুলি আছে, তিনি একজন কামেল পীর। এই গুণগুলি পাওয়ার পর আর ইহা তালাশ করিও না যে, তাঁহার কোন কারামত আছে কি না, তাঁহার কাশ্ফ হয় কি না বা কাহারও মনের ভেদ জানিতে পারেন কি না বা ভবিষ্যতের কথা বলিতে পারেন কি না বা তিনি যে দো'আ করেন, তাহা কবুল হয় কি না, তাওয়াজ্জুহ্ বা বাতেনী ক্ষমতার দ্বারা কোন কাজ করিয়া দিতে পারেন কি না। কেননা, ওলী অর্থাৎ খোদার পেয়ারা হওয়ার জন্য এই সব জরুরী নহে। ইহাও

তালাশ করিবে না যে, তিনি তাওয়াজ্জুহ্ দিলে লোকে একেবারে বেহুঁশ হইয়া ছট্‌ফট বা হাইপাই করিতে থাকে কি না। বুযুর্গীর জন্য এইরূপ শক্তি থাকা কোন জরুরী নহে। আসল কথা এই যে, এই রকম ক্ষমতা প্রত্যেক মানুষের নফ্‌সের মধ্যে আছে, যে অভ্যাস করে সেই হাছেল করিতে পারে, ইহাতে বুযুর্গীর কিছুই নাই; যেমন, পহলোওয়ানির ক্ষমতা প্রত্যেকের শরীরেই আছে। যে কিছুদিন যাবৎ শিক্ষা এবং অভ্যাস করে সেই পাহলোওয়ানি করিতে পারে। অথচ পহলোওয়ানকে বড় বুযুর্গ কেহই বলিবে না। ঠিক এইরূপ প্রত্যেক মানুষের নফ্‌সের মধ্যে উপরোক্ত ক্ষমতাগুলি হাছেল করিবার শক্তি আছে। এমন কি, কোন ফাছেক বা কাফের যদি কিছুদিন যাবৎ অভ্যাস করে, তবে সে-ও হাছেল করিতে পারে, তবে সেই ফাছেক বা কাফের কি বুযুর্গ হইয়া যাইবে? (নাউযুবিল্লাহ্)

তা'ছাড়া এই রকম তাওয়াজ্জুহ্ দেওয়াতে বেশী কোন লাভও নাই। কেননা, তাওয়াজ্জুহ্‌র আছর বেশীক্ষণ থাকে না। তবে এতটুকু লাভ আছে যে, হয়ত কোন মুরীদ এমন আছে যে, সে হয়ত শত চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু যেক্‌রের কোন তাছীর তাহার মধ্যে হয়-ই না। এই রকম মুরীদকে পীর ছাহেব কিছুদিন পর্যন্ত তাওয়জ্জুহ্ দিলে তাহার মধ্যে যেক্‌রের তাছীর হইতে থাকে, নতুবা খামাখা আছাড় পাছাড় খাওয়া কিছুই নয়।

চতুর্থ হেদায়ত

মুরীদ হওয়ার আসল উদ্দেশ্য ঃ

উপরোক্ত আলামত অনুসারে পীরে-কামেল পাইলে এবং তাঁহার কাছে মুরীদ হইবার ইচ্ছা হইলে পূর্বে ইহা বুঝিয়া লইবে যে, মুরীদ হওয়ার আসল উদ্দেশ্য কি? কেননা, অনেকে আসল উদ্দেশ্য ছাড়িয়া নানা রকম বেহুদা উদ্দেশ্য লইয়া মুরীদ হইতে আসে ঃ

(১) কেহ এই মনে করিয়া আসে যে, আমি মুরীদ হইলে আমার নানা রকম কারামত যাহের হইবে এবং কাশ্‌ফের দ্বারা এমন এমন সব বিষয় জানিতে পারিব যাহা অন্যে জানিতে পারে না। এরকম উদ্দেশ্য লইয়া মুরীদ হওয়া চাই না। কেননা, মুরীদ হওয়ার উদ্দেশ্য ইহা নহে। মুরীদ হওয়ার উদ্দেশ্য কি, তাহা সামনে আসিতেছে।

(২) কেহ এই মনে করিয়া আসে যে, আমি যতই মন্দ কাজ করিতে থাকি না কেন, কিন্তু পীর ছাহেব আমার জিম্মাদার আছেন, ক্বিয়ামতের দিন পীর ছাহেবই আমাকে তরাইয়া লইবেন। এ রকম উদ্দেশ্য লইয়া মুরীদ হওয়া সম্পূর্ণ ভুল। কেননা, হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে বড় পীর আর কে হইতে পারে? তিনি স্বয়ং নিজের প্রাণাধিকা দুহিতাকে বলিয়াছেন ঃ

يَا فَاطِمَةُ اَنْقِذِىْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ

"হে ফাতেমা! দোযখ হইতে তুমি তোমার জানকে বাঁচাও"। অর্থাৎ নিজেই নিজের নফ্‌সের এছলাহ্ কর, শরীঅতের পায়রবী কর, বাপ নবী বলিয়া ভরসা করিয়া থাকিও না।

(৩) কেহ এই মনে করিয়া আসে যে, পীর ছাহেবই এক নজরে কামেল বানাইয়া দিবেন, আমার না কোন পরিশ্রম করিতে হইবে, না গোনাহ্‌র কাজ ছাড়িবার জন্য নফসের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে। এ রকম মনে করা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা, যদি তাহাই হইবে, তবে ছাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুমদের ত কিছুই করিতে হইত না। কেননা, হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে বড় কামেল আর কে? তবে কচিৎ কুত্রাপি কারামতের দ্বারা এরকমও হইয়াছে যে, হয়ত কোন বুযুর্গের এক নজরে কেহ কামেল হইয়া গিয়াছে; কিন্তু কারামত সব সময় হয় না। তা'ছাড়া সব ওলির জন্য কারামত যাহের হওয়া কোন জরুরীও নহে; সুতরাং এভরসায় থাকা বড়ই ভুল।

(৪) কেহ এই মনে করিয়া আসে যে, মুরীদ হওয়া মাত্র একেবারে বেহুঁশের মত হইয়া যাইবে, দেলের মধ্যে এ রকম অবস্থা হইবে যে, হাই-হুই এবং চিল্লা-পাল্লা করিতে থাকিবে, জযবা আসিয়া একেবারে মস্ত হইয়া থাকিবে, দুনিয়া জাহানের আর কোন খবর থাকিবে না। গোনাহর কাজ আপনা আপনিই ছুটিয়া যাইবে, গোনাহর খাহেশই দেল হইতে মিটিয়া যাইবে। নেক কাম করার জন্য আর কোন চেষ্টা বা কষ্ট করিতে হইবে না, বিনা এরাদাই সব নেক কাজ হইতে থাকিবে। দেলে কোন অছঅছাই আসিবে না, সব অছঅছা আপনাআপনিই দূর হইয়া যাইবে। এক কথায় বলিতে গেলে মনে করে যে, মুরীদ হইলে পরে আর যেন এ সংসারের কোন খবর থাকিবে না, বেহুঁশ ও মস্তের মত হইয়া থাকিবে। সাধারণতঃ এই রকম খেয়ালকে উপরোক্ত খেয়ালগুলি অপেক্ষা ভাল বলিয়া বিবেচনা করা হয়, কিন্তু এই ভাল বলিয়া বিবেচনা করাও আসল বিষয়টি না জানার দরুন হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এই খেয়ালও ভাল নয়। কেননা, এই অবস্থাগুলিকে *হালাত বা কাইফিয়্যাত* বলে, অথচ হালাত পয়দা হওয়া মানুষের ক্ষমতার বাহিরে, তা'ছাড়া

হালাত যদিও শত ভাল হয়, কিন্তু মকছুদ নয়। কেননা, মকছুদ শুধু সেই জিনিস হইতে পারে, যাহা মানুষ নিজ ক্ষমতায় হাছেল করিতে পারে। চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝে আসিবে যে, এই সবের আরজু করার মধ্যে নফ্সের নেহায়েত সূক্ষ্ম এক রকম ফেরেব আছে। সে ফেরেব এই যে, নফ্স হামেশা আরাম চায়, পরিশ্রম করিতে চায় না এবং নাম চায়, লোকে 'ছুফী ছাহেব' 'শাহ্-ছাহেব' বলুক এই চায়। তাই যে কাজে নাম নাই, লোকে টের পায় না,সে রকম কাজ সহজে করিতে চায় না। আর উপরোক্ত অবস্থাগুলির মধ্যে যেমন নফস আরাম পায়, তেমনই লোক সমাজে খুব নামও হয়। সামনে বলা হইবে যে, মুরিদ হওয়ার এবং ফকীরি দরবেশী শিক্ষা করার একমাত্র মকছুদ খোদাকে পাওয়া অর্থাৎ খোদাকে রাজি করা। যাহার এই উদ্দেশ্য হইবে, সে ত এই সব হাবিজাবির দিকে ভ্রুক্ষেপও করিবে না, সে ত খোদার প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া বলিবে ঃ

فراق وصل چه باشد رضائی دوست طلب
که حیف باشد ازو غیر اوتمنائی

অর্থাৎ, খাঁটি আশেক যে, সে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি চায়, নিজে কোন একটা সাব্যস্ত করে না যে, আমার এই রকম বা ঐ রকম অবস্থা হওয়া চাই। কেননা, আল্লাহ্র কাছে আল্লাহ্কে ছাড়া অন্য কিছু চাওয়া বড়ই আক্ষেপের বিষয়।

আরও বলেন ঃ

روزها گررفت گو روباك نیست
تو بماں اے آنکه جز تو پاك نیست

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যদি সন্তুষ্ট থাকেন (অর্থাৎ, তাঁহার হুকুমগুলি যদি ঠিক ঠিক পালন করিতে পারি) তবে হালাত আর কাইফিয়্যত হউক বা না হউক তাহার পরোয়া করি না।

আরও বলেন ঃ

بس زبون وسوسه باشی دلا
گر طرب رابـــاز دانی ازبـــلا

অর্থাৎ, হে মন! তুই যদি (আল্লাহ্‌কে পাওয়ার পথে) আরামকে ভাল এবং কষ্টকে মন্দ বলিয়া মনে করিস্, তবে তুই এখনও নেহায়েত খারাব খেয়ালের মধ্যে ডুবিয়া আছিস।

তা'ছাড়া, এই সব হালাত এবং কাইফিয়্যাত যে চায়, সে দুই রকম খারাবির মধ্যে পড়ে। প্রথমতঃ যদি হাছেল হয়, তবে ত সে নিজকে কামেল বুযুর্গ বলিয়া মনে করিতে শুরু করে এবং অন্যান্য এবাদত-বন্দেগী ও পরহেযগারির আর আবশ্যক মনে করে না, অন্ততঃপক্ষে যাহেরী এবাদত-বন্দেগীকে ত যে, কোন মূল্যবান জিনিস বলিয়া মনে করে না। অথচ এ রকম মনে করা নেহায়েতই খারাব। দ্বিতীয়তঃ, যদি হাছেল না হয়, তবে মনে নেহায়েতই কষ্ট পায়, সব সময় হয়রান পেরেশান থাকে। শুধু যে, এই রকম অবস্থা যে ব্যক্তি তালাশ করে তাহারই এইরূপ খারাপ পরিণাম হয় তাহা নহে, যে কোন গায়ের এখতেয়ারী বিষয়ের পাছে যে কেহ পড়িবে তাহার পরিণাম এইরূপ খারাবই হইবে।

(৫) কেহ এই মনে করিয়া আসে যে, পীরেরা তাবীয আমালিয়াত খুব ভাল জানে, সুতরাং মুরীদ হইলে যখনই দরকার পড়িবে তখনই তাবীয, সূতা, পানি পড়া ইত্যাদি লইতে পারিব, পীরদের দো'আ খুব কবুল হয়, যখন কোন মকদ্দমা লাগিবে বা কাহারও সঙ্গে শত্রুতা বাধিবে, তখন পীর ছাহেবের দো'আর বরকতে জয়লাভ করিতে পারিব। সাংসারিক অন্যান্য কাজের জন্যও পীর ছাহেবের দ্বারা দো'আ করাইব। সব কাজেই যেমন আমার মন চাহিবে তেমন হইতে থাকিবে,

(তাহাদের মনের গতি এই যে, খোদায়ী সব পীরদের হাতে— নাউযুবিল্লাহ্) অথবা আমি নিজেই পীরের নিকট হইতে এমন কোন জিনিস শিখিয়া লইব যাহাতে আমার মধ্যে এমন বরকত আসিয়া যাইবে যে, দম করিয়া দিলে বা হাত ফিরাইয়া দিলে বিমার ভাল হইয়া যাইবে ইত্যাদি। এই শ্রেণীর লোকেরা এই সব আমলিয়াতে এবং এই সব হাবিজাবিকেই বুযুর্গী বলিয়া মনে করে। তাহারা চিন্তা করিয়া দেখে না যে, বুযুর্গীর সঙ্গে এই সবের কি সম্বন্ধ? এ সব ত দুনিয়াদারী ব্যবসা মাত্র। এই সব ঝাড়-ফুঁক, মকদ্দমা জিতাইয়া দেওয়া, বিমার ভাল করিয়া দেওয়া, কাহারও মন হাত করিয়া লওয়া বা কাহাকেও কোন মুছীবতে ফেলিয়া দেওয়া ইত্যাদিকে বুযুর্গী মনে করা মহা ভুল।

(৬) কেহ এই মনে করে যে, মুরীদ হইয়া যেক্র-শোগল শুরু করিলে হয়ত কোন রং, আলো বা অন্য কিছু দেখা যাইবে বা গায়েব হইতে কোন আওয়াজ শুনা যাইবে। এ রকম মনে করাও ভুল এবং বুঝ না থাকার পরিচয়। কেননা, প্রথমতঃ, যেক্র শোগলের জন্য নূর দেখা বা আওয়াজ শুনা জরুরী নহে। যেক্র শোগল নূর দেখা বা আওয়াজ শুনার উদ্দেশ্যে করাও হয় না। দ্বিতীয়তঃ, যেক্র শোগল করিলে যে নূর দেখা যায় বা আওয়াজ শুনা যায়, তাহা অনেক সময় যেকেরকারীর মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণে হইয়া থাকে, গায়েব হইতে কিছুই হয় না। তৃতীয়তঃ, মানিলাম যে, গায়েব হইতেই নূর দেখা গিয়াছে এবং আওয়াজ শুনা গিয়াছে কিন্তু তাতে লাভ কি? কেননা, আসল মকছুদ আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করা, আল্লাহ্তা'আলার নিকট পেয়ারা হওয়া। আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ হয় আল্লাহ্র ফরমাঁবরদারী ও আল্লাহ্র এবাদত-বন্দেগী করিলে। গায়েবের কোন জিনিস দেখিলে বা শুনিলে তাহাতে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ হয় না। গায়েবের কথা জানিয়াই যদি আল্লাহ্র পেয়ারা হওয়া যাইত, তবে ত শয়তানও আল্লাহ্র পেয়ারা

হইত। কেননা অনেক সময় শয়তান ফেরেশতাদিগকে দেখিয়া থাকে। আর কে না জানে যে, মৃত্যুর পর কাফেরেরাও গায়েবের অনেক কথা জানিতে পারিবে, তাহাতে তাহাদের কি লাভ হইবে? যে বিষয় কাফেরদের পর্যন্ত হাছেল হইতে পারে, তাহা হাছেল করিয়া মু'মিনের কি কামাল বাড়িবে?

যখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছ যে, উপরে যতগুলি বিষয় বলা হইয়াছে, তাহার একটিও মুরীদ হওয়ার এবং তরীকত বা ফকীরি শিক্ষা করার আসল উদ্দশ্য নয়, তখন এই সমস্তকে দেল হইতে সম্পূর্ণভাবে বাহির করিয়া একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার রেযামন্দি হাছেল করাই মুরীদ হওয়া এবং ফকির-দরবেশী শিক্ষা করার আসল এবং চরম উদ্দেশ্য, এই কথাটি দেলের মধ্যে দৃঢ়ভাবে বসাইয়া লও।

আল্লাহ্কে পাওয়াই আসল উদ্দেশ্য। আল্লাহকে পাওয়ার অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করা। আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার একমাত্র উপায়, আজীবন তাঁহার যাবতীয় হুকুম পালন করা এবং নিয়ম মত তাঁহার যেক্রের মধ্যে মশগুল থাকা। পীর ছাহেব ইহাই বাতান এবং মুরীদ ইহারই উপর আমল করে। মুরীদের যদিও কোন হাল বা কাইফিয়্যাত হাছেল না হয়, যদিও সে খেয়াল করে যে, আমার ত কোন কামালই হাছেল হয় নাই, আমি কোনই ফল পাই নাই,তবুও যদি রীতিমত যেক্র করে এবং যথা সম্ভব আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম পালন করে, তবে তাহার যে ফল পাওয়ার (অর্থাৎ আল্লাহ্তা'আলা রাযি হওয়া), তাহা সে নিশ্চয়ই পাইবে। ফল পাওয়ার জায়গা দুনিয়া নয়, ফল পাওয়ার জায়গা আখেরাত; আখেরাতে সে দেখিবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার হুকুম পালন করার কারণে এবং তাঁহার যেক্র করার কারণে তাহার উপর রাযি আছেন এবং তাহাকে বেহেশ্তের মধ্যে জায়গা দিয়াছেন, আল্লাহ্র দীদার তাহার হইবে, সে দোযখের আযাব হইতে নাজাত পাইবে।

২—

তাহা হইলে দেখা গেল, পীরি-মুরীদির আসল হকীকত এইটুকু যে, পীর ছাহেব মুরীদের কাছে ওয়াদা করেন—আমি তোমাকে খোদার হুকুম পালনের নিয়ম-পদ্ধতি এবং খোদার যেকর শিক্ষা দিব এবং মুরীদ পীর ছাহেবের নিকট প্রতিজ্ঞা করে যে, 'আমি আপনার শিক্ষাদানের উপর নিশ্চয়ই আমল করিব।

যদিও পীর ছাহেব যাহা শিক্ষা দিবেন, তাহা এইরূপে বিশেষ ভাবে মুরীদ না হইয়াও পালন করা যায়; কিন্তু মুরীদ হইলে পীর ছাহেবেরও নেক দৃষ্টি বাড়ে এবং মুরীদেরও ভক্তি এবং মহব্বত বাড়ে, এই উপায়ে কাজ নেহায়েত আসান ও সহজ হইয়া যায়।

আর মশহুর আছে যে, একই পীরের কাছে মুরীদ হওয়া চাই এবং নিজের পীরকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করা চাই, তাহার মধ্যেও এই হেকমত যে, উভয়ের মধ্যে মহব্বত গাঢ় হয়, আর একবার মহব্বত হইয়া গেলে শেষে কোন কাজে কষ্ট থাকে না, আসল উদ্দেশ্য ত কাজ করাই।

আর যে, হাতে হাত লইয়া বা স্ত্রীলোক হইলে হাতে কাপড় দিয়া মুরীদ করা হয়, তাহাও পীর এবং মুরীদের মধ্যে যে প্রতিজ্ঞা হয়, সেই প্রতিজ্ঞাকে আরও দৃঢ় করিবার জন্য বুযুর্গদের একটি ভাল নিয়ম। আসল উদ্দেশ্য দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকার করা, হাত না মিলাইলেও চলে। তাই যাহারা পীরের কাছে উপস্থিত হইতে পারে না, অথচ মুরীদ হইবার বাসনা রাখে তাহাদিগকে হাতে হাত না মিলাইয়াই মুরীদ করিয়া লওয়া হয়; হাদীসের দ্বারাও বুঝা যায় যে, হাতে হাত মিলান একটু ভাল নিয়ম। কেননা, হাদীসের দ্বারা প্রমাণ হয় যে, হযরত রসূলে মকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বায়আত লইতেন, তখন পুরুষদের হাত নিজের হাতে লইতেন। কিন্তু গায়ের-মহরম স্ত্রীলোকের হাত ধরা না জায়েয, তাই হাতের পরিবর্তে কাপড় ধরাইয়া দেওয়া হয়।

পঞ্চম হেদায়ত

তরীকত শরীঅতের খেলাফ নয়ঃ

যখন বেশ বুঝিয়াছ যে, ফকীরি-দরবেশী হাছেল করার একমাত্র উপায় আল্লাহ্‌র হুকুমগুলি পূর্ণরূপে পালন করা এবং একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌কে পাওয়া, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার রেযামন্দি হাছেল করা, তখন বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ যে, তরীকত শরীঅতের বরখেলাফ নয়। সুতরাং জাহেল ফকীরেরা যে বলে, তরীকত ভিন্ন, শরীঅত ভিন্ন; আর তাহার মতলব এই বুঝায় যে, 'শরীঅত তরীকতের বিরুদ্ধে। এই মতলব সম্পূর্ণ ভুল এবং গোম্‌রাহী। আর যদি কোন কামেল বুযুর্গের কালামের মধ্যে কোথাও এই কথা পাওয়া যায় যে, "শরীঅত ভিন্ন" "তরীকত ভিন্ন" তবে তাহার অর্থ বুঝিয়া লওয়া দরকার। কেননা, 'ভিন্ন' শব্দের দুই অর্থ। এক অর্থ এই যে, একটি অন্যটির বিপরীত; দ্বিতীয় এই যে, সংখ্যায় দুইটি জিনিস একটি নয়। যেমন বলা হয়, "ইসলাম ভিন্ন জিনিস, কোফ্‌র ভিন্ন জিনিস" এখানে ভিন্ন শব্দের অর্থ এই যে, ইসলাম কোফরের বিপরীত এবং কোফর ইসলামের বিপরীত অর্থাৎ একটি জিনিসকে ইসলামের আইনে যদি হারাম বলে, তবে তাহাকে কোফরের আইনে হালাল বলে এবং একটি জিনিসকে ইসলামের আইনে যদি হালাল বলে, তাহাকে কোফরের আইনে হারাম বলে। এখানে ভিন্ন শব্দের প্রথম অর্থ। আর যে বলা হয়, ইসলামের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন আহ্‌কাম আছে, সেখানে এ অর্থ হইতে পারে না। সেখানকার অর্থ এই যে, ইসলামের মধ্যে শুধু একটা হুকুম না, বহু সংখ্যক আহ্‌কাম

আছে। যেমন বলা হয়ঃ নামাযের আহ্‌কাম ভিন্ন, যাকাতের আহ্‌কাম ভিন্ন। ইহার এ অর্থ নহে যে, নামাযের বয়ানের মধ্যে যাহাকে জায়েয বলা হইয়াছে, যাকাতের বয়ানে তাহাকে না-জায়েয বলা হইয়াছে বা নামাযের বয়ানে যাহা হারাম বলা হইয়াছে, যাকাতের বয়ানের মধ্যে তাহাকে হালাল বলা হইয়াছে। ভিন্ন শব্দের এই দুই অর্থ। এখন যদি কেহ্‌ শরীঅত ও তরীকত ভিন্ন, প্রথম অর্থ লইয়া বলে, তবে নিশ্চয় জানিবে যে, সে বদদ্বীন এবং গোমরাহ্‌। যেমন, কোন কোন জাহেল ফকীরেরা মনে করিয়া থাকে যে, অমুক বিষয় যদিও শরীঅতে না-জায়েয লিখিয়া থাকে কিন্তু ফকীরির মধ্যে অর্থাৎ তরীকত আর মা'রেফতের মধ্যে জায়েয আছে। (তওবা! তওবা! নাউযুবিল্লাহে মিন্‌ যালেক।) অবশ্য, ভিন্ন শব্দের দ্বিতীয় অর্থ লইয়া শরীঅত ও তরীকত ভিন্ন বলা যাইতে পারে, অর্থাৎ শরীঅত এবং তরীকত দুইটি জিনিস, এক জিনিস নয়। যদি কোন কামেল বুযুর্গ 'ভিন্ন' বলিয়া থাকেন, তবে এই অর্থে বলিয়াছেন। অর্থাৎ হাত, পা ইত্যাদি যাহেরী শরীরের দ্বারা যে-সব হুকুম পালন করা হয়, তাহার নাম তিনি শরীঅত রাখিয়াছেন; যেমন, রোযা, নামায ইত্যাদি। আর দেলের দ্বারা যে-সব হুকুম পালন করা হয় তাহার নাম তিনি তরীকত রাখিয়াছেন; যেমন ছবর, শোক্‌র তাওয়াযো, তাওয়াক্কুল, খোদার মহব্বত ইত্যাদি। তিনি শুধু বুঝাইবার জন্য এই রকম পৃথক পৃথক নাম রাখিয়া দিয়াছেন। একটি জিনিসের দুইটি নাম হইলে তাহাতে জিনিসটি আর কিছু বদলিয়া যায় না; প্রত্যেকেই নিজের পছন্দ মত নাম রাখিতে পারে। তাহা লইয়া মতভেদ করাতে কোন লাভ নাই, আসল জিনিস বুঝিয়া লওয়া চাই। 'কান্‌য', হেদায়া ইত্যাদি ফেকাহ্‌র কিতাবে যে-সব মাসআলা আছে, তাহাকে শরীঅতের মাসআলা এবং 'এহ্‌ইয়াউল-ওলূম' 'আওয়ারেফোল মাআরেফ' ইত্যাদি তাছাওওফের কিতাবে যে-সব দরবেশীর কথা আছে,

তাহাকে তরীকতের মাসআলা বলা ছহীহ্ হইবে। এই দুই প্রকার কিতাবের মধ্যে ঠিক সেই রকম ব্যবধান হইবে, যে রকম নামাযের মাসআলায় এবং যাকাতের মাসআলায়। এই অর্থ করিয়া যদি কেহ শরীঅত এবং তরীকতকে পৃথক বলে তাহা বলা যাইতে পারে; কিন্তু শরীঅতের মাসআলা তরীকতের উল্টা কিংবা তরীকতের মাসআলা শরীঅতের উল্টা এ অর্থ করিয়া পৃথক কিছুতেই বলা যাইতে পারে না। শরীঅতেরও দুই অর্থ, এক অর্থ এই যে, যাহেরী আহ্কাম; দ্বিতীয় অর্থ এই যে, যাহেরী এবং বাতেনী সমস্ত আহ্কাম? যেমন, আলেমগণ ফেকাহ্র অর্থও এইরূপ বয়ান করিয়াছেন, যাহাতে যাহেরী এবং বাতেনী সমস্ত আহ্কাম ফেকাহ্র মধ্যে শামেল হইয়া যায়। অর্থাৎ বলিয়াছেন যে, ফেকাহ্ ঐ সমস্ত বিষয় জানাকে বলে, যাহাতে আখেরাতে ছওয়াব বা আযাব হয়। এইরূপে তরীকত এবং তাছাওওফেরও দুই অর্থ আছে। এক অর্থ এই যে, শুধু বাতেনী আহ্কাম। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, সমস্ত আহ্কাম পালন করা, চাই যাহেরী হউক, চাই বাতেনী হউক, যেমন প্রথম হেদায়তে বলা হইয়াছে। সুতরাং শরীঅত এবং তরীকত পৃথক, ইহা বলা কিছুতেই সঙ্গত হইবে না। কেননা, উভয় একই জিনিস, শুধু একটি জিনিসের দুইটি নাম। আর যিনি বলিয়াছেন যে ঃ

در کنز و هدایه نتواں یافت خدارا

অর্থাৎ কান্‌য ও হেদায়া প্রভৃতি ফেকাহ্র কিতাব পড়িয়া খোদাকে পাওয়া যায় না, তিনি দ্বিতীয় অর্থে বলিয়াছেন। অর্থাৎ শরীঅতের অর্থ শুধু যাহেরী আহ্কাম লইয়াছেন এবং তরীকতের অর্থ শুধু বাতেনী আহ্কাম লইয়াছেন। মতলব এই হইবে—দেলের সম্বন্ধে যে সব আহ্কাম আছে, তাহা এই সব কিতাবে পাওয়া যায় না। অতএব, যদি কেহ শুধু এই সব কিতাব পড়িয়াই বস্ করিয়া বসিয়া থাকে, দেলের আহ্কামের কিতাব না পড়ে, তবে সে খোদাকে পাইতে পারে না।

ষষ্ঠ হেদায়ত

চারি শ্রেণীর লোকের জন্য চারি প্রকার অযীফা ঃ

চতুর্থ এবং পঞ্চম হেদায়ত অনুসারে নিয়তকে দুরুস্ত করত মুরীদ হইয়া অবসর থাকিলে কিছুদিন পীরের কাছে গিয়া থাকা চাই। আর যদি কাছে থাকা ভাগ্যে না জুটে, তবে দূরে থাকিয়াই পীরের আদেশ অনুসারে কাজ করিতে থাকিবে।* এমন কি, যদি মুরীদ হওয়ার জন্য পীরের কাছে উপস্থিত হইতে না পারে তাহাতে ক্ষতি নাই, দূরে থাকিয়াই চিঠির দ্বারা বা বিশ্বস্ত লোকের মারফতে মুরীদ হইতে পারে। আসল উদ্দেশ্য আদেশগুলি পালন করা। সব পীরের এক রকম তা'লীম হয় না। অযীফা অনেক রকমের আছে। সব এখানে বয়ান করার দরকার নাই। এখানে শুধু অল্পকিছু অযীফার নিয়ম লিখিব। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত অযীফারও বরকত এত বেশী যে, ইহাকে সমস্ত তাছাওওফের সার নির্যাস বলা যাইতে পারে। এই অযীফার নিয়ম অনেক কষ্টের পরে হাছেল হইয়াছে। এই কিতাবখানা লিখিবার আসল উদ্দেশ্যও শুধু এই অযীফার নিয়মটা বাতান।

---

* প্রত্যেক মুসলমানের মুরীদ হওয়া উচিত। মুরীদ হওয়ার পূর্বে মুরীদ হওয়া কাহাকে বলে, কি উদ্দেশ্যে মুরীদ হইতে হয় এবং হইয়া কি করিতে হয় ইহা জানিয়া লওয়া আবশ্যক।

মুরীদ হওয়া চারিটি কাজের সমষ্টির নাম। ১ম—উপযুক্ত খাঁটি নায়েবে রসূল যাহের বাতেনের আলেম তালাশ করিয়া হাতে হাত দিয়া বা শুধু মৌখিক কিংবা পত্রের দ্বারা তাঁহার নিকট ইসলামের যাবতীয় হুকুম আহ্কাম পালন করার অঙ্গীকারে

যে কেহ দরবেশী শিখিতে চায়, যে পর্যন্ত উপযুক্ত পীর না পায় এই নিয়ম মত অযীফা চালাইতে পারে; তারপর যাহার পীর যে রকম বাতান সেই রকম আমল করা চাই। কিন্তু আমার দোস্তদের জন্য হামেশা এ অযীফাই থাকিবে। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশা করি যে, এই অযীফার উপর যে আমল করিবে সে মাহ্রূম থাকিবে না। কেহ যদি এই অযীফার উপর আমল করিয়া থাকে, আর তাহার পীর এই অযীফাকেই কায়েম রাখেন, তবে ত আর কোন কথাই নাই, আর যদি যে সব যেক্র, শোগল লেখা হইয়াছে তাহা হইতে কিছু কম বা বেশী

আবদ্ধ হওয়া। এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলে মহাপাতকী হইতে হইবে। ২য়—কিছু দিন পীরের ছোহবত অবলম্বন করা। ছোহবত ব্যতিরেকে পূর্ণ ফয়েয লাভ করা যায় না। ছোহবত অর্থ শুধু কাছে বসা নয়। ছোহবতের অর্থ নিজের রায় নিজের মতকে বিলীন করিয়া দিয়া সম্পূর্ণরূপে কামেল পীরের মতকে অবলম্বন করা, বেহুদা কথা না বলিয়া তাঁহার কথাগুলি কর্ণপাত করিয়া মনোযোগের সহিত শ্রবণ করা, মনের কথা আদবের সহিত স্পষ্টভাবে খুলিয়া বলিয়া তাঁহার নিকট নিজের আমলের আবশ্যকীয় কথা জিজ্ঞাসা করা এবং নিজের দেলকে অন্যান্য সব খেয়াল হইতে খালি করিয়া পীরের ক্বালবে যে অনবরত "আল্লাহ্" "আল্লাহ্" যেক্র হইতেছে সেই দিকে নিজ দেলকে নিবিষ্ট রাখা এবং পীরের ক্বালবের দেখাদেখি নিজের ক্বলবেও আল্লাহ্ আল্লাহ্ যেকর হইতেছে চক্ষু মুদিয়া এইরূপ ধ্যান করা। ৩য়—নিজের যাবতীয় কার্য-কলাপ পীরের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া সমাধা করা এবং নিজের দোষ-গুণ সব অক্ষরে অক্ষরে তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়া দোষগুলি সংশোধন করা; কিন্তু জিজ্ঞাসা করার অর্থ এই নয় যে, অমুক কাজ কবে বা কিভাবে করিলে লাভ বা ভাল হইবে। জিজ্ঞাসা করার অর্থ এই যে, অমুক কাজ জায়েয কি, না জায়েয, হালাল কি হারাম, অমুক কাজ করিলে বা অমুক কথা বলিলে খোদাতা'আলা অসন্তুষ্ট ত হইবেন না? এইরূপ জিজ্ঞাসা করা। ৪র্থ—ফরয ওয়াজেব আদায় করার পর কিছু নফল এবাদত বন্দেগী—যেমন যেক্র, শোগল, মোরাকাবা ইত্যাদি পীরের নিকট শিক্ষা কর। কিন্তু এই যেকর-শোগল বা মোরাকাবা সকলের জন্য এক রকম হয় না। কামেল পীর যাহার জন্য যেমন মোনাসেব মনে করেন তাহাকে তেমনই শিক্ষা দেন, কাহাকেও বা

বা অন্য কোন যেক্‌র-শোগল বাতান, তবে তাহাই করিবে; কিন্তু এই অযীফার তালিকার মধ্যে শরীঅতের যে সব হুকুমের কথা লেখা হইয়াছে তাহার মধ্যে কোন রকম কমি হইতে পারে না, তাহা সর্বত্র এক রকমই থাকিবে।

এখন সেই অযীফার তালিকা বুঝিয়া লওয়া চাই। তবে শুন, যে খোদার রাস্তায় চলিতে চাহিবে সে হয়ত আলেম, অথবা আলেম নহে। এই উভয়েরই আবার হয়ত স্ত্রী-পুত্রের ভরণ পোষণের জন্য সাংসারিক

প্রচলিত যেক্‌র শোগল ছাড়াও ছলুক পার করাইয়া দেন। মুরীদ হওয়ার উদ্দেশ্য শুধু এক খোদাকে পাওয়া অর্থাৎ খোদাকে রাজী করা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য হওয়া চাই না। নিয়ত খালেছ না হইলে শত সহস্র বৎসর এবাদত বন্দেগী বা যেক্‌র-শোগল করিলেও কোন লাভ হইবে না। নিয়ত-খালেছের অর্থ শুধু খোদাকে রাযী করা এবং খোদার গযব হইতে বাঁচার উদ্দেশ্যে কাজ করা। নতুবা আমি পীর হইয়া লোকেরে মুরীদ করিব, তাবীয তুমার দিয়া বা ঝাড়ফুঁক করিয়া লোকেরে ভাল করিয়া দিব বা রোযগারের একটি পথ হইয়া যাইবে। এই সব নিয়ত থাকিলে কোন ফল পাওয়া যাইবে না।

মুরীদ হইয়া চিরজীবন নিজের নফ্‌সের এছলাহের চিন্তায় এবং চেষ্টায় থাকিতে হইবে। আজীবন পীরের সঙ্গে মহব্বত ও ভক্তির তাআল্লোক রাখিবে এবং তাহাতে নিজের দোষ-গুণের হালত সব জানাইয়া এছ্‌লাহ্‌ লইতে থাকিবে। শুধু একদিন মুরীদ হইয়া বসিয়া থাকিলে মকছুদ হাছেল হইবে না। মুরীদ হইতে হইলে পীর চিনিয়া মুরীদ হইতে হইবে। পীর চিনিবার উপায় এই কিতাবের তৃতীয় হেদায়তে দেখিয়া লইবে।

কেহ কেহ মুরীদ হইয়া পীরের কাছে চিঠিপত্রও লেখে না, নিজের অবস্থাও জানায় না; এ রকম করিবে না। পীর যাহাকিছু অযীফা বাতান তাহা ঔষধের মত। ঔষধ খাইলে অবস্থার পরিবর্তন ডাক্তারকে জানাইয়া যেমন আবার ঔষধ আনিতে হয়, এখানেও ঠিক সেইরূপ করিবে। সব অবস্থা পীরকে জানাইবে এবং তিনি যে-ব্যবস্থা দেন তাহাতে কোন রকম বেশী কম না করিয়া ঠিক ঠিক পালন করিতে থাকিবে। এই প্রকারে যাবৎ রোগ আরোগ্য না হয় হামেশা করিতে থাকিবে। অলসতা করিবে না। —মোতার্জেম

কাম-কাজ করিতে হয়, কিংবা সাংসারিক কাম-কাজ করিবার দরকার পড়ে না। এখন মোট চারি রকমের লোক হইল। প্রথম—আলেম নহে, তাহার সাংসারিক কোন কাজও নাই। দ্বিতীয়—আলেম নহে, কিন্তু সাংসারিক কাজে লিপ্ত। তৃতীয়,আলেম কিন্তু রোযগারের কাজে লিপ্ত নহে। চতুর্থ— আলেম এবং রোযগারের কাজেও লিপ্ত। এই চারি প্রকারের লোকের প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক অযীফা।

অযীফা ঃ প্রথম প্রকার ঃ

[যে আলেম নহে এবং সাংসারিক কাজে আছে তাহার জন্য]

সর্বপ্রথমে আকীদা ঠিক করিতে হইবে এবং আবশ্যকীয় মাসআলা মাসায়েল শিক্ষা করিতে হইবে এবং সব কাজ মাসআলা অনুযায়ী করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে। যদি কোন নূতন মাসআলার দরকার পড়ে, তবে তাহা কোন দ্বীনদার আলেমের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। যদি পীর ছাহেব নিজেই মোহাক্কেক আলেম হন, তবে সব কথা তাঁহারই কাছে জিজ্ঞাসা করা সব চেয়ে ভাল। তারপর যদি শেষ রাত্রে উঠিতে পার, তবে শেষ রাত্রে উঠিয়া তাহাজ্জোদ পড়িবে। আর যদি শেষ রাত্রে উঠিতে না পার, তবে এশার পরেই তাহাজ্জোদের পরিবর্তে কিছু নফল পড়িয়া লইবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িয়া (যদি সব ওয়াক্তে ফোরছত না মিলে, তবে যেই ওয়াক্তে ফোরছত মিলে সেই ওয়াক্তে) سُبْحَانَ اللّٰهِ (ছোব্হানাল্লাহ্) একশত বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আল্হামদুলিল্লাহ্) একশত বার لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (লা এলাহা ইল্লাল্লাহু) একশত বার এবং اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) একশত বার পড়িবে, রাত্রে শুইবার সময়—

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّىْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

(আছতাগ্ফেরুল্লাহা রাব্বি, মিন্কুল্লে যাম্বেও অ-আতুবুইলাইহি) একশত

বার পড়িবে। সব সময় উঠিতে-বসিতে চলিতে-ফিরিতে দুরূদ শরীফ পড়িতে থাকিবে; তাহাতে সংখ্যা ঠিক রাখারও দরকার নাই, ওযু থাকারও দরকার নাই, ওযু-বেওযু সব হালতেই পড়িবে। কিন্তু সব সময় তছ্বীহ্ হাতে লইয়া বেড়াইবে না। তবে তছ্বীহ্ রাখাতে ক্ষতি নাই। যদি ক্বোরআন শরীফ পড়িয়া থাক, তবে দৈনিক নিয়ম করিয়া কিছু ক্বোরআন শরীফ তেলাওত করিবে আর এই কিতাবের শেষে যে নছীহতগুলি আছে তাহা মাঝে মাঝে দেখিবে এবং সেই অনুযায়ী আমল করিবে। মাঝে মাঝে নিজের পীরের কাছে গিয়া বসিবে। আর যদি নিজের পীর দূরে থাকেন, তাঁহার কাছে যাইতে না পার, তবে অন্য কোন ভাল আকীদার পরহেয্গার, মোত্তাকী বুযুর্গ যদি কাছে থাকেন, তাঁহার কাছে বসিবে। কিন্তু পীরের কাছে যাইতে এ মনে করিবে না যে, কিছু হাদিয়া তোহ্ফা লইয়াই যাইতে হইবে। কেননা, প্রত্যেক বার কিছু না কিছু লইয়া যাওয়া আবশ্যক মনে করিলে তাহাতে মহব্বত সাচ্চা থাকে না।

উপরে যে-টুকু কাজ বাতান হইয়াছে তাহা নিয়ম মত করিবে। তারপর যে সময় বাঁচে তাহাতে বাল-বাচ্চার জন্য হালাল রুযি কামাই করিবে; বাল-বাচ্চার জন্য হালাল রুযি কামাই করাও এবাদত।

মুরীদ যদি স্ত্রীলোক হয়; তবে অবশিষ্ট সময় ঘরের কাজে লিপ্ত থাকিবে; বিশেষতঃ স্বামীর খেদমত করিবে। কেননা, স্বামীর খেদমত করা স্ত্রীলোকের জন্য অতি বড় এবাদত। হায়েযের সময়ও ওযু করিয়া জায়নামাযের উপর বসিয়া সব অযীফা পড়িবে; কিন্তু ক্বোরআন শরীফ পড়িবে না। কেননা, এই অবস্থায় ক্বোরআন শরীফ পড়া জায়েয নহে।

www.banglakitab.weebly.com

অযীফা ঃ দ্বিতীয় প্রকার ঃ

[যে আলেম নহে এবং সাংসারিক কাজও করিতে হয় না তাহার জন্য]

যে আলেম নহে কিন্তু সাংসারিক কাজ করিতে হয় না তাহার অযীফার মধ্যে উপরের কাজগুলি ত আছেই তা'ছাড়া আরও বেশী আছে। তাহা এই যে, যদি পারে তবে পীরের কাছে গিয়া থাকিবে, পীরের খেদমত করিবে এবং ছোহ্বতের বরকত হাছেল করিবে; কিন্তু নিজের খাওয়ার বন্দোবস্ত এমনভাবে করিবে যে, অন্য কাহারও উপর যেন বোঝা না পড়ে। যদি যাহেরী বন্দোবস্ত না হয়, তবে অন্ততঃপক্ষে এতটুকু হওয়া দরকার যে, অন্যের ভরসায় থাকিবে না; হয়ত মজদুরী করিয়া খাওয়ার যোগ্য কিছু উপার্জন করিয়া লইবে, নতুবা যদি হিম্মত হয়, তবে আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করিবে, কিছু পাইলে খাইবে, না পাইলে ছবর করিয়া থাকিবে (কাহারও নিকট ছাওয়াল করিবে না।)

আর যদি পীরের কাছে না থাকিতে পার, তবে বাড়ীতেই থাকিবে; চাই মসজিদে থাক, চাই বাড়ীতে, কিন্তু লোকসমাজ হইতে পৃথক থাকিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। কাহারও কাছে বেশী যাওয়া-আসা করিবে না; যদি কোন দ্বীনের বা দুনিয়ার জরুরত না পড়ে, তবে কাহারও সঙ্গে মিলামিশা করিবে না। যখন কোন জরুরতের কারণে কোথাও কাহারও সঙ্গে দেখা করিতে যাও, তখনও জবানের খুব হেফাযত করিবে; কোন কথা যেন মুখ দিয়া শরীঅতের খেলাফ বাহির না হয়। যেমন, কাহারও গীবত শেকায়েত করা বা অন্য গোনাহ্র কথা মুখ দিয়া বাহির করা; কিন্তু নামায জামাআতের সঙ্গে পড়িবে। উপরোক্ত কাজগুলি করিয়া এবং স্বাস্থ্য রক্ষার যোগ্য আরামের জন্য সময় বাদ দিয়া যে সময় বাঁচে তাহাতে হয় কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিবে এবং মুনাজাতে মকবুল পড়িবে, না হয় নফল

নামায পড়িবে, না হয় দুরূদ শরীফ পড়িবে, না হয় এস্তেগফার পড়িবে। আর যদি কিছু লেখাপড়া জান , তবে পীর ছাহেবের নিকট হইতে বা পীর না থাকিলে বা পীর বড় আলেম না হইলে অন্য কোন পরহেযগার মোত্তাকী আলেমের অনুমতি লইয়া ধর্ম সম্বন্ধীয় কোন কিতাব কিছু কিছু দেখিতে থাকিবে। অনুমতি লওয়ার কারণ এই যে, আজকাল অনেক খারাব বই ও কিতাব বাহির হইয়াছে। এমনকি, ধর্মের নামেও অনেক অবিশ্বস্ত কিতাব লেখা হইয়াছে। ভাল কিতাব না হইলে পরহেযগার আলেম তাহা দেখিতে অনুমতি দিবেন না। কিতাব দেখিবে বটে, কিন্তু যেহেতু তোমার বিদ্যা বেশী নহে, কাজেই যদি কোন কথা অক্লেশে বুঝে না আসে নিজে মাথা খাটাইয়া মতলব বানাইবার চেষ্টা করিবে না। কোন ভাল আলেমের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিয়া লইবে।

তুমি যেখানে বাস কর সেখানে যদি কোন তালেবে-এলেম থাকে বা এমন লোক থাকে যে, শুধু 'আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌' করাই তাহার কাজ, তবে তাহাদের খেদমতের জন্য নিজের সময়ের মধ্য হইতে এক বড় অংশ খরচ করিবে। এই রকম লোকের খেদমত করাতে দেলের মধ্যে নূর পয়দা হয় এবং নফসের মধ্যে নিজেকে বড় মনে করার যে একটা রোগ আছে তাহাও দূর হইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন মাঝে মাঝে নফল রোযাও রাখিবে।

উপরে যতটুকু বলা হইল তা ছাড়া অন্য কোন শোগল এই দুই প্রকার লোকদের বাতান উচিত নহে। কেননা, শোগল করিলে অবুঝ লোকের জন্য নানা রকম খারাবি পয়দা হওয়ার আশঙ্কা আছে। বুঝওয়ালা লোক হইলে অর্থাৎ আলেম হইলে সেই সব খারাবির আশঙ্কা থাকে না। তবে যদি এই শ্রেণীর কোন লোক আগ্রহান্বিত এবং উপযুক্তও হয়, তবে তাহাকে 'আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌' যেক্‌র তিন হাজার হইতে ছয় হাজার পর্যন্ত একা একা নির্জনে বসিয়া করার জন্য বাতান যাইতে

পারে। কিন্তু যেক্‌র অতি উচ্চ আওয়াজ এবং জরবের সঙ্গে না করিয়া আস্তে আস্তে করিবে। যেক্‌র এর চেয়ে বেশী বাতান সঙ্গত নয়। অন্যান্য অযীফা অবশ্য যত ইচ্ছা বেশী পড়িতে পারে। তবে এই ব্যক্তি যদিও আলেম নহে, কিন্তু যদি আলেমের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে আলেমের মত দ্বীনের বুঝ হাছেল করিয়া থাকে, তবে তাহাকে আলেমের মধ্যেই গণ্য করিয়া অন্যান্য যেক্‌র শোগলও বাতান যাইতে পারে।

অযীফা ঃ তৃতীয় প্রকার ঃ

[সাংসারিক কাজে বা দ্বীনের খেদমতে লিপ্ত আলেমের জন্য]

যে আলেম সাংসারিক কাজে কিংবা দ্বীনের খেদমতে লিপ্ত আছেন, তাঁহার অযীফা এই যে, ফোরছতের সময় যখন দেলের মধ্যে অন্য কোন চিন্তা না থাকে এবং পেট বেশী ভরাও না থাকে এবং একেবারে ক্ষুধার যন্ত্রণাও না হয়, এমন কিছু সময় নির্দিষ্ট করিয়া ওযূর সঙ্গে একা একা এক জায়গায় বসিয়া ১২০০০ হইতে ২৪০০০ বার পর্যন্ত "আল্লাহ্ আল্লাহ্" যেকর করিবেন। যেক্‌র করিবার সময় দেলটাকে যেক্‌রের দিকে লাগাইয়া রাখিবেন এবং যেক্‌র সামান্য আওয়াজ এবং সামান্য কিছু জরবের সহিত করিবেন।*

---

* হুযুরে-ক্বালব হাছেল করাই যেক্‌র শোগলের উদ্দেশ্য। যাহাতে দেলে এক খোদা এবং খোদার যেক্‌র ব্যতীত অন্য কোন চিন্তাই না আসে এবং হুযূরে-ক্বালবের সহিত নামায ও অন্যান্য এবাদত আদায় করা যায় তজ্জন্যই যেক্‌র শোগলের মশ্‌ক করা হয়। অতএব, যাকেরীন লক্ষ্য রাখিবেন, যাহাতে যেক্‌রের সময় অন্যান্য খেয়াল দেলে না আসে এবং নামাযও প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া হুযূরে-ক্বালবের সহিত পড়িবেন। এই হুযূরে-ক্বালবই তরীক্বতের রূহ এবং ইহা হাছেল করিবার জন্য পীরের সঙ্গ এবং খালওয়াত অবলম্বন করিতে হয়—মোতার্জেম

www.banglakitab.weebly.com

তাহাজ্জোদ নিয়ম মত পা-বন্দির সহিত পড়িবেন। কিছু সময় নির্দিষ্ট করিয়া ক্বোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিবেন এবং মোনাজাতে মকবুলের এক মঞ্জিল রোজ পড়িবেন। যদি কোথাও মোদাররেস হন, তবে ত ভালই, নতুবা কিছু সময় এল্‌মেদ্বীনের খেদমতের জন্য নিশ্চয়ই খরচ করিবেন। দরকার পড়িলে বা কেহ শুনিবার খাহেশ করিলে ওয়ায করিয়া আবশ্যকীয় মাছআলা-মাছায়েল লোকদের জানাইয়া দিবেন। কিন্তু ওয়াজের মধ্যে গায়ের-জরুরী কোন কথা বলিবেন না। জরুরী কথাগুলিও নরমভাবে ভাল মত বুঝাইয়া বলিবেন, কর্কশভাবে বা কেহ না বুঝিতে পারে এরকম গোলমেলেভাবে কোন কথা বলিবেন না। ওয়াজ করিয়া টাকা পয়সা লইবেন না। আম লোকের উপর বেশী ছখ্‌তি করিবেন না। কাহাকেও কোন শক্ত কথা বলিবেন না। কেননা, এরকম করাতে খামাখা দুশমনির সৃষ্টি হইয়া পড়ে। 'এহ্‌ইয়াউল ওলূম' এবং এই ধরণের অন্যান্য কিতাব দেখিতে থাকিবেন। তবে যদি পীরের কাছে থাকিয়া এই রকম শোগল করিয়া আসিয়া থাকেন এবং এখনও তিনি এজাযত দেন, তবে ক্ষতি নাই।

অযীফা ঃ চতুর্থ প্রকার ঃ

[যে আলেম কোন কাজে আবদ্ধ নন তাঁহার জন্য]

যে আলেম কাজে আবদ্ধ নন (এই অবসর সময় কম পক্ষে ছয় মাস হওয়া দরকার) তাঁহার অযীফা এই যে, কিছুদিন পীরের কাছে থাকিয়া যেক্‌র করিবেন। তাহাজ্জোদের পর বার তছবীহ্‌ যেকের করিবেন। অর্থাৎ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ২০০ বার শুধু اِلَّا اللّٰهُ ৪০০ বার اَللّٰهُ اَللّٰهُ (আল্লাহু আল্লাহ্‌) অর্থাৎ, প্রথম লফযের "হে"র মধ্যে পেশ দিয়া এবং দ্বিতীয় লফযের "হে"র জযম দিয়া ৬০০ বার এবং শুধু اَللّٰهُ * اَللّٰهُ (আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌) ১০০ বার। এই মোট ১৩ তছবীহ

হইল, কিন্তু প্রচলিত ভাষায় ইহাকে ১২ তছবীহ্ বলা হয়। এই সব যেক্‌র সামান্য কিছু আওয়াজ এবং সামান্য কিছু জরবের সহিত করিবেন।*

ইহা বুঝিয়া লওয়া দরকার যে, যেক্‌র করাতে ত ছওয়াব আছে, কিন্তু উচ্চ আওয়াজ করাতে বা জরব লাগানে কোন ছওয়াব নাই, যদি কেহ উচ্চ আওয়াজ করাকে বা জরব লাগানকে ছওয়াব বলিয়া মনে করে তবে গোনাহ্‌গার হইবে।

*** বার তছবীহ যেক্‌র করিবার নিয়ম**

তাহাজ্জোদের পর ওযুর সঙ্গে পাক জায়গায় ক্বেবলা রোখ হইয়া মেরুদণ্ড সোজা রাখিয়া চারি জানু হইয়া বসিবে এবং একাগ্রচিত্তে কাকুতি মিনতি করিয়া তওবা এস্তেগফার করিবে।

اَسْتَغْفِرُكَ رَبِّ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْكَ فَاغْفِرْلِىْ وَتُبْ عَلَىَّ يَااَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ

অর্থ—হে আল্লাহ্, হে আমার সৃষ্টিকর্তা, হে আমার পালনকর্তা! আমি সব পাপ হইতে তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি এবং আমি সব ত্যাগ করিয়া তোমার দিকে ফিরিয়া আসিতেছি। অতএব, হে, আরহামার রাহেমীন, তুমি আমার সব গোনাহ মাফ করিয়া দাও এবং আমার তওবা কবুল করিয়া লও। তিন, পাঁচ বা সাতবার এইরূপ বলিবে তারপর অর্থের দিকে লক্ষ্য করিয়া তিনবার বলিবে—

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِىْ عَنْ غَيْرِكَ وَنَوِّرْ قَلْبِىْ بِنُوْرِ مَعْرِفَتِكَ اَبَدًا يَااَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ يَااَللّٰهُ

আয় আল্লাহ্, গায়রুল্লাহ্ (অর্থাৎ তোমা ব্যতীত যাহাকিছুআছে সে সব) হইতে আমার দেলকে পবিত্র করিয়া দাও এবং তোমার মারেফতের আলোতে আমার দিলকে রওশন করিয়া দাও, ইয়া আল্লাহ্ ইয়া আল্লাহ্, ইয়া আল্লাহ্। তারপর কলেমা তৈয়্যেবা এবং কলেমা শাহাদত অর্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এক বার পড়িয়া যেক্‌র শুরু করিবে।—মোতার্জেম

اَرْبَعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اِنَّكُمْ لَاتَدْعُوْنَ اَصَمَّ وَلَا غَائِبًا

অর্থাৎ অত জোরে জোরে যেক্র করিয়া নিজের জানকে কষ্ট দিতেছ কেন? জানের উপর রহম কর, তোমরা কোন বধিরকে বা কোন দূরস্থিতকে ডাকিতেছ না। এই হাদীস হইতে জোরে যেক্র করা নিষেধ বুঝা যায়। কিন্তু আমি যাহাকিছু কিতাব পড়িয়া বুঝিয়াছি তাহাতে এই নিষেধ শুধু তাহাদের জন্য যাহাদের আকীদাই ঐ রকম। কোন কোন আলেম হাদীসের মতলব এই বয়ান করিয়াছেন যে, এরকম জোরে যেক্র করিবে না যাহাতে অন্যের কষ্ট হয়, যেমন হয়ত কোন লোকের ঘুমের ক্ষতি হয়। ইমাম আবু হানিফা রহ্মতুল্লাহে আলাইহি যে "যেক্রে জাহ্র" অর্থাৎ উচ্চ আওয়াজের সহিত যেক্র করিতে নিষেধ করিয়াছেন তাহারও এই অর্থ। নতুবা আওয়াজের সহিত যেক্র করা জায়েয আছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, আবদুল্লাহ্ ইব্নে আব্বাছ রযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় নামায শেষ হওয়ার আলামত এই ছিল যে, লোকে জোরে জোরে 'আল্লাহু আকবর' বলিত। আরও হাদীস শরীফে আছে যে, বেৎরের পরে হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম سبحان الملك القدوس (সোবহানাল মালেকিল কুদ্দুছ) জোরের সহিত বলিতেন। এই সব হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, আকীদা খারাপ না হইলে এবং কাহারও কোনরূপ কষ্ট না হইলে জোরে যেক্র করার নিষেধ নাই।*

---

* কোন কোন লোকে চারি তরীকার মধ্যে একটিকে অপরটির বিপরীত এবং ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া মনে করে, ইহা ভুল। চারি তরীকার একই মকছুদ অর্থাৎ নফসের

জোরে জোরে যেক্‌র করাতে লাভ এই যে, দেলের মধ্যে অছ্‌অছা আসে না এবং দেল এদিক ওদিক নানা খেয়ালের দিকেও যায় না। কেননা, নিজের যেক্‌রের আওয়াজ যখন কানে পোঁছে, তখন দেল শুধু যেক্‌রের দিকেই থাকে অন্য দিকে যায় না, যাইতে চহিলেও সহজেই আবার ফিরান যায়। এই লাভের জন্যই যখন জোরে যেক্‌র করা হয়, তখন বেশী জোরে যেক্‌র করার দরকার করে না, অল্প আওয়াজ কানে পৌছিলেই দেল ঠিক রাখা যায়। অতএব, বুঝা গেল যে, জোরে যেক্‌র করা মকছুদ নয়, আসল মকছুদ দেল ঠিক করিয়া যেক্‌র করা।

এইরূপে জরব লাগানও মকছুদ নহে। ইহাতে ছওয়াবও মিলে না, শুধু একটা লাভের জন্য করা হয়। লাভ এই যে, জরব লাগাইলে অর্থাৎ ক্বলবের উপর ঝট্‌কা লাগাইলে ক্বল্‌বের মধ্যে কিছু গরমি পয়দা হয়। গরমির কারণে দেল নরম হয়। দেল নরম হইলে যেক্‌রের তাছীর দেলের উপর হয়। দেলের উপর আছর হইলে আল্লাহ্‌ তা'আলার মহব্বত পয়দা হয়। আল্লাহ্‌ তা'আলার সঙ্গে মহব্বত হইলে তাঁহার সমস্ত হুকুম পালন করা সহজ হইয়া যায়। তবে দেখা গেল যে, জরবের কারণে অতি সুন্দর দুইটি জিনিস লাভ করা যায়; (১) আল্লাহ্‌র মহব্বত, (২) শরীঅতের হুকুম পালন সহজ হইয়া যাওয়া। এই দুইটি জিনিসই মকছুদের অন্তর্গত। সুতরাং জরব যদিও আসল মকছুদ নয়,

---

রোগগুলি চিকিৎসা করিয়া হুযুরে-ক্বালব হাছেল করিয়া খাঁটিভাবে ওবুদিয়ত এবং এবাদতে লিপ্ত থাকিয়া আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করা এবং চির জীবন আল্লাহ্‌র সঙ্গে নেছবত ও তাআল্লোক মজবুত হইতে মজবুততর করিতে থাকা। অতএব, এই মকছুদ যে কোন এক তরীকার দ্বারা হাছেল হইলেই হইল আর অন্য তরীকার মশ্‌কের দরকার নাই। তবে যিনি পীরে-কামেল মোকাম্মেল হইবেন তিনি মুরীদের যোগ্যতা অনুসারে যাহার জন্য যে তরীকা মোনাছেব তাহাকে সেই তরীকা অনুযায়ী তালীম দিবেন।

www.banglakitab.weebly.com আমি কার পেছনে চলবো? Page:(84)

কিন্তু মক্ছুদ হাসেল করিবার জন্য সহায়ক। কিন্তু বেশী জোরে জরব লাগাইলে হৃদকম্প রোগ হইবার আশঙ্কা আছে; সুতরাং বেশী জোরে জরব লাগান চাই না।

আর একটি কথা বুঝিয়া লওয়া দরকার। তাহা এই যে, তাছাওওফের কোন কোন কিতাবে মাথা ডানে বামে ঝুকাইয়া যেক্র করার কথা লিখিয়াছে। কিন্তু বুঝিয়া রাখা দরকার যে, পূর্বের জামানায় লোক অনেক শক্তিশালী হইতেন। তাঁহাদের মস্তিষ্কও খুব সবল ছিল। সুতরাং এই ঝুঁকি সহ্য করিতে পারিতেন, বরং এই ভাবে যেক্র না করিলে তাঁহাদের মধ্যে যেক্রের তাছীরও হইত না। কাজেই তাঁহাদের এই রকম ভাবে গর্দান ডান দিকে নিয়া ঝাঁকি মারিয়া যেক্র করার আবশ্যক হইত, তাহাতে ক্বালবের উপর জরব খুব ভালভাবে লাগিতে পারিত। কিন্তু বর্তমান জামানায় লোক নেহায়েত দুর্বল হইয়া গিয়াছে। সামান্য জরব লাগাইলেই ক্বালবের উপর আছর হয়। সুতরাং এই জামানায় এরূপ করিবে না, ইহাতে মস্তিষ্ক খারাব হইয়া যাইবার আশঙ্কা আছে। এই জামানায় শুধু এতটুকুই যথেষ্ট যে, لَا اِلٰهَ (লা এলাহা) বলিবার সময় আস্তে আস্তে সমস্ত শরীরটাকে ডান দিকে ঢুলাইয়া দিবে এবং اِلَّا اللّٰهُ (ইল্লাল্লাহ্) বলিবার সময় আবার বামদিকে লইয়া আসিবে ইহাও শুধু এই জন্য যে, শরীরটাকে এক অবস্থায় রাখা কষ্টকর, এতটুকু নাড়াচাড়া পাইলে যেক্র আসানির সঙ্গে করা যাইবে, নতুবা ইহারও দরকার নাই। জরব লাগাইবার সময়ও ঝটকা লাগাইবার দরকার করে না, শুধু এতটুকু যথেষ্ট যে, اِ শব্দের আলেফ (হামযা) যে স্থান হতে উঠে সেখানে আওয়াজটার উপর কিছু জোর দিয়া দিবেন। যে স্থান হইতে হামযা উচ্চারণ হয়, ছিনাও তাহার নিকটবর্তী; সুতরাং সেইখানে কিছু জোর দিলে তাহারই আছর ছিনায় গিয়া পৌঁছিবে।

এইরূপে, অন্যান্য যেক্‌রের মধ্যেও জরব ত এতটুকু রাখিবেন, কিন্তু শরীরকে ইহা অপেক্ষা কম হেলাইবেন। এই হইল বার তছবীহ্‌র বিবরণী।

বার তছবীহ্ যেকের করার পর যদি ঘুম আসে ত ঘুমাইয়া থাকিবেন, (কিন্তু খবরদার, যেন ফজরের জামাআত না ছুটে।) আর যদি ঘুম না আসে, তবে হয় এই বার তছ্‌বীহর মধ্য হইতেই কোন যেক্‌র বেশী করিয়া করিবেন, অথবা যদি খালি বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়, তবে খালি বসিয়া থাকিবেন। তারপর ফজরের নামায মসজিদে জামা-আতের সঙ্গে পড়িয়া ক্বোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিবেন এবং মোনাজাতে মকবুলের এক মঞ্জিল পড়িবেন। তারপর ১২০০০ হইতে ২৪০০০ পর্যন্ত যত সংখ্যা আসানির সঙ্গে পারেন "আল্লাহ্ আল্লাহ্" (الله * الله) যেক্‌র করিবেন। এই যেক্‌রও একা কোন নির্জন জায়গায় বসিয়া সামান্য কিছু আওয়াজের সহিত এবং অল্প জরবের সহিত করিবেন। তারপর দুপুরের সময় কিছু আরাম করিবেন। যোহরের নামায মসজিদে জামাআতের সহিত পড়িয়া আবার উপরের মত ১২০০০ হইতে ২৪০০০ বার পর্যন্ত "আল্লাহ্ আল্লাহ্" (الله * الله) যেক্‌র করিবেন। তারপর আছরের নামায মসজিদে জামাআতের সঙ্গে পড়িয়া যদি পীর ছাহেবের কোন কাজ না থাকে, তবে পীর ছাহেবের কাছে বসিয়া থাকিবেন। যদি তিনি উপস্থিত না থাকেন বা তাঁহার কাছে বসিবার জন্য নিজের মনের মধ্যে তত আগ্রহ না থাকে, তবে খোলা মাঠের দিকে নির্জন জঙ্গলের দিকে বা নদীর দিকে বেড়াইতে যাইবেন। যদি পীর ছাহেব উপস্থিত থাকেন, তবে তাঁহার অনুমতি লইয়া যাইবেন। বেড়াইবার সময় গরীব মুসলমানদের কবর এবং আউলিয়াদের মাযার যেয়ারত করিবেন। তারপর মাগরেবের নামায মসজিদে জামাআতে পড়িয়া ঘন্টা খানেক বা আধঘন্টা খানেক—যতক্ষণ মনে লাগে মওত

এবং মওতের পরে যে-সব কবর আযাব, হিসাব, নিকাশ ইত্যাদি হইবে সেই সবের মোরাকাবা করিবেন। মোরাকাবা করার অর্থ এই যে, নির্জনে বসিয়া মওতের পর কবরের মধ্যে এবং কবর হইতে উঠিয়া কেয়ামতের ময়দানে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিবে এক এক করিয়া সেই সব চিন্তা করিবেন এবং মনে করিবেন যেন এখনই আমার জানের উপর সেই ঘটনা গুযারিতেছে।

এইরকম ভাবে বেশী করিয়া আল্লাহ্‌র যেক্‌র করাতে আল্লাহ্‌র মহব্বত বাড়িবে এবং মওতের মোরাকাবাতে দুনিয়ার প্রতি নাফরত জন্মিবে।এই মহব্বত এবং এই নাফরতই আল্লাহ্‌ চাহে ত আপনার দোন-জাহানের মকছুদ হাছেল করাইয়া দিবার জন্য যথেষ্ট হইবে।

এইসব কাজ করিয়া অবশিষ্ট যে সময় বাঁচে তাহাতে উঠিতে বসিতে, চলিতে ফিরিতে দুরূদ শরীফ পড়িতে থাকিবেন বা অন্য যে কোন যেক্‌র ভাল লাগে তাহাই করিতে থাকিবেন। "পাছে-আন্‌ফাছ" যে মশ্‌হুর আছে তাহার অর্থ এই যে, কোন এক মুহূর্তও যেন আল্লাহ্‌র যেক্‌র ছাড়া না যায়, চাই যে যেক্‌রই হউক না কেন; আর যে নিয়ম পাছে-আনপাছের মশহুর আছে তাহা কোন জরুরী নয়, পাছে-আনপাছের অনেকগুলি তরীকার মধ্যে ইহা একটি তরীকা মাত্র।

যাহাকিছু যেক্‌র বাতান হইল তাহাতেই যদি যেক্‌র করার সময় দেলের মধ্যে একছুয়ি পয়দা হয় এবং ক্রমান্বয় এই একছুয়ি বাড়িতে থাকে এবং অন্যান্য খেয়াল দেলের মধ্যে কম আসে, যেক্‌র করিতে খুব মনে লাগে, তবে আমার মতে অন্য কোন শোগল করার দরকার নাই, সদাসর্বদা পরহেযগারীর খেয়াল রাখা এবং যে যেক্‌র এবং মোরাকাবা বাতান হইয়াছে তাহাই নিয়ম মত সব সময় করিতে থাকাই যথেষ্ট। জীবন ভরিয়া পাবন্দির সঙ্গে এই রকমই করিতে থাকিবে। আখেরাতে ত ইহার ফল মিলিবেই,—আখেরাতই আসল মিলিবার জায়গা এবং

আখেরাতেই ফল দিবার ওয়াদা, কিন্তু আল্লাহ্চাহে ত দুনিয়াতেও এই ব্যক্তির দেলের মধ্যে আজীব হাকীকত ও মা'রেফাতের কথা এল্কা হইবে, যেমন মাওলানা রূমী রহ্মতুল্লাহে আলাইহি বলিয়াছেন ঃ

بینی اندر خود علوم انبیاء
بے کتاب وبے معیدو اوستا

অর্থাৎ, তুমি বিনা কিতাবে, বিনা ওস্তাদে এবং বিনা তদবীরেই তোমার ভিতর এমন এমন হাকীকত ও মা'রেফাতের কথা দেখিতে পাইবে যাহা নবীদের দেওয়া হইত। (ইহাও নবীদেরই তোফায়েলে মিলিবে।)

আরও অনেক নূতন নূতন কাইফিয়ৎ দেলের মধ্যে পয়দা হইবে। এতদ্ব্যতীত কখনও যওক শওক, কখনও মহব্বত ও ওন্ছের কাইফিয়ৎ আল্লাহ্ চাহে ত পয়দা হইবে। শরীয়তের আহ্কামের হেকমত যাহের হইবে, আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে তাআল্লোক মজবুত হইবে। যে বিষয়ে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইবে এবং বুঝিতে পারিবে যে, আমার অমুক কাজ বা অমুক কথা ঠিক হয় নাই। এই বিষয় হাছেল হইলে তাহাতে মনে যে স্ফূর্তি জন্মে এবং লজ্জত লাগে তাহার সামনে সমস্ত পৃথিবীর বাদশাহীও ছাই মাটির মত বলিয়া বোধ হইবে। এই সব বিষয়কে "হালাত" বলে। হালাত সকলের এক রকম হয় না, বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন হালাত হয়, সুতরাং সব লেখা দুষ্কর। তাছাড়া কোন কোন হালাত এবং কোন কোন হালাতের এলাজ এত সূক্ষ্ম এবং কষ্টকর হয় যে, সে সব লেখা সম্ভবই নয়। এই রকম সময় পীরের কাছে থাকা জরুরী। কামেল পীরই এইসব হালাতের হাকীকত বুঝিতে পারেন এবং দরকার মনে করিলে যেক্র শোগলের মধ্যেও মোনাছেব মত পরিবর্তন

করিয়া দেন। পীরের কাছে থাকার যতগুলি ফায়দা আছে তাহার মধ্যে ইহাও একটি।*

এই রকম বিষয় অবগত হওয়াকে 'কাশফে এলাহি' বলে, আর এক রকম কাশ্‌ফ আছে তাহাকে 'কাশ্‌ফে কাওনি' বলে, তাহাতে হয়ত কোন গুপ্ত কথা জানা যায় বা ভবিষ্যতের কোন বিষয় জানা যায়। সাধারণ লোক ইহাকেই আসল কাশ্‌ফ বলিয়া মনে করে, কিন্তু বাস্তবপক্ষে কাশ্‌ফে এলাহিতে যে রকম লজ্জত পাওয়া যায় এবং খোদার নিকট পেয়ারা হওয়া যায় কাশ্‌ফে কওনিতে তাহার কিছুই নাই। হযরত মূসা আলাইহেস্‌সালাম কাশ্‌ফে এলাহির মধ্যে বড় ছিলেন এবং হযরত খেযের আলাইহেস্‌সালাম কাশ্‌ফে কওনির মধ্যে বড় ছিলেন। কে না জানে যে, হযরত মূসা আলাইহিস্‌সালামের মর্তবা হযরত খেযের আলাইহেঅসালামের মর্তবা হইতে বড়।

এখানে কিছু সন্দেহ হইতে পারে যে, মূসা আলাইহেসসালাম বড় হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁহাকে খেযের আলাইহেস্‌সালামের কাছে পাঠাইলেন কেন?

উত্তর এই যে, মূসা আলাইহেস্‌সালামকে শুধু এই বিষয়টি শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল যে, কথা যে রকম মুখে আসে সেই রকম বলিয়া ফেলিবে না, ভাবিয়া চিন্তিয়া কথা বলা উচিত। ঘটনা হইয়াছিল এই যে, হযরত মূসা আলাইহেস্‌সালামকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, বর্তমান সময়ে বড় আলেম কে? হযরত মূসা আলাইহেস্‌সালাম এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়া ফেলিয়াছেন, انا اعلم অর্থাৎ, সব চেয়ে বড় আলেম আমি। উত্তর ঠিকই ছিল। কেননা, দ্বীনের বিষয় এবং জরুরী

---

* (পীরের কাছে থাকার আরও অনেক ফায়দা আছে তাহা হেদায়তের শেষ ভাগে লেখা হইবে।)

বিষয় সবচেয়ে বেশী হযরত মূসা আলাহেস্‌সালামই জানিতেন। কিন্তু কথাটি এমন ছিল যে, ইহাতে সাধারণ লোকের এক রকম ভুল ধারণা জন্মিবার আশঙ্কা ছিল। তাহারা এই বুঝিবে যে, সব রকমের এল্‌মই বোধ হয় হযরত মূসা আলাইহেস্‌সালামই বেশী জানেন। অথচ কাশফে কওনির মধ্যে হযরত খেযের আলাইহেস্‌সালাম বড় ছিলেন। যদিও কাশ্‌ফে এলাহির হিসাবে কাশ্‌ফে কওনী কিছুই না, কিন্তু তবুও কথাটা ওরকম ভাবে বলা সঙ্গত হয় না, এই রকম বলা উচিত ছিল যে, কাশ্‌ফে এলাহির মধ্যে আমি সব চেয়ে বড়; কিন্তু কাশ্‌ফে কওনির মধ্যে আমি বড় নই। হযরত খেযের আলাইহেস্‌সালামের ঘটনাবলী দেখিয়া হযরত মূসা আলাইহেস্‌সালাম চাক্ষুষ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, কাশ্‌ফে কওনি হযরত খেযের আলাইহেস্‌সালামের বেশী এবং তাঁহার নিজের ভুলও তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

যাহার কাশ্‌ফে এলাহি হয়, তাহাকে যদি মুরীদ করিবার এবং লোকের বাতেনের এছলাহ এবং আখেরাত দুরুস্ত করিবার কাজের ভার দেওয়া হয়, তবে তাহাকে "কোতবোল এরশাদ" বলে। আর যাহার কাশফে কওনি হয়, তাহাকে যদি লোকের দুনিয়ার কাজের খেদমত সোপর্দ করা হয়, তবে তাহাকে "কোতবোততক্‌বীন্‌" বলে।

যদি বহুদিন ধরিয়া যেক্‌র করিয়াও মনে একাগ্রতা এবং দেলে একছুয়ি পয়দা না হয়, তবে কোন শোগল করা উচিত। শোগল অনেক আছে, আমার মতে সব চেয়ে সহজ এবং লাভজনক শোগল "শোগলে আন্‌হদ্‌"। এই শোগলের জন্য সবচেয়ে ভাল সময় শেষ রাত্রে বার তছবীহ্‌র পর। কিন্তু এই শোগল দম বন্ধ করিয়া করিবে না। কেননা, আজকাল দম বন্ধ করিয়া করিলে তাহাতে হৃদয় এবং মস্তিষ্ক উভয়ই দুর্বল হইয়া পড়ে। শুধু চক্ষু বন্ধ করিয়া শাহাদত আঙ্গুলের দ্বারা মজবুত করিয়া কান বন্ধ করিয়া লইবে। এই রকম করিলে কানের মধ্যে এক

রকম আওয়াজ শুনা যাইবে, সেই আওয়াজের কোন হদ্‌ বা সীমা নাই। এইজন্যই বোধ হয় ইহাকে আন্‌হদ বলে, অর্থাৎ নাই হদ্‌ অর্থাৎ নাই সীমা যাহার। আর ইহাকে অনাদি শব্দ হইতেও লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু অনাদি শব্দের প্রকৃত অর্থের উপর বিচার করা ভুল। কেননা, অনাদি এক আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। মোটকথা, এই আওয়াজের দিকে মনোযোগ রাখিবে এবং জিহ্বা দ্বারা বা ক্বালবের দ্বারা আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌ যেক্‌র করিতে থাকিবে, যাহাতে ঐ সময়টুকুও গাফ্‌লতির সঙ্গে না কাটে। কেননা, আওয়াজের দিকে মন রাখা যেক্‌র নয়। ঐ আওয়াজকে যেমন কোন কোন জাহেল ফকীর মনে করিয়া থাকে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার আওয়াজ (নাউযুবিল্লাহে মিন যালেক) সে-রকম নয়, আল্লাহ্‌র আওয়াজ তো দূরের কথা ইহা আলমে গায়েবের কোন ফেরেশ্‌তার আওয়াজও নয়, শুধু ঐ ব্যক্তির দেমাগের মধ্যে হাওয়া বন্ধ হইয়া ঐরূপ আওয়াজ পয়দা হয়। যদিও ঐ আওয়াজ, আলমে গায়েবের কোন আওয়াজ নয়, তবুও যে তাহার দিকে মন দিতে বলা হয়, তাহার কারণ এই যে, ঐ আওয়াজ নিজের কানেই শুনা যায় এবং শুনিলে স্ফূর্তিও বোধ হয়। এমন কি অনেক সময় এত সুন্দর আওয়াজ শুনা যায় যে, তাহাতে দেল বে-করার হইয়া যায় এবং অনেক সময় শোগল করনেওয়ালা একেবারে আত্মহারা হইয়া যায়। স্বাভাবিক নিয়ম এই আছে যে, নিজের কানে বা চোখে কোন সুন্দর ও মনের স্ফূর্তির জিনিস শুনিতে বা দেখিতে পাইলে মন অন্য দিকে যাইতে চায় না, অন্য কোন খেয়ালও মনের মধ্যে আসে না। কতক দিন এই রকম করিতে করিতে একদিকে মন রাখিবার অভ্যাস পাকা হইয়া যায়। যখন একদিকে মন রাখিবার শক্তি জন্মে, তখন এই শোগল ছাড়াইয়া দিয়া আল্লাহ্‌ তা'আলার দিকে মন দিবার এবং মন রাখিবার হুকুম করা হয়, তখন আল্লাহ্‌র দিকে মন রাখা হইবে; কিন্তু আগে ইহা মুশ্‌কিল ছিল।

কেননা, আল্লাহ্ তা'আলাকে চক্ষু দিয়া দেখা যায় না। এই বয়ানের দ্বারা বোধ হয় বুঝে আসিয়াছে যে, শোগল কোন আসল মকছুদ নয়, মকছুদ হাছেল করিবার একটি উপায় মাত্র। আল্লাহ্র যেক্র সব সময় স্মরণ রাখিবার জন্য একটি সহায়—যে প্রকার উপরে বয়ান করা হইয়াছে। সুতরাং ইহাকে বেদআত বলা যায় না। কেননা, শরীঅতে যে কাজের হুকুম আসিয়াছে শোগল দ্বারা তাহার সাহায্য পাওয়া যায়; বরং চিন্তা করিয়া দেখিলে হাদীসের দ্বারাও শোগলের প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা, নামাযের মধ্যে সেজদার জায়গায় নজর রাখা সুন্নত। ইহার হেকমত খুব সম্ভব এই যে, একদিকে দৃষ্টি রাখিলে মনের মধ্যে অন্যান্য খেয়াল্ আসিবে না, নামাযের দিকেই খেয়াল থাকিবে।

যেমন, এই আওয়াজ দেমাগের মধ্যে পয়দা হয়, সেইরূপ অন্যান্য শোগল করিলে বা অনেক সময় শুধু যেকরের দ্বারাও নানা রঙ্গের নূর ও অধিকাংশ স্থলে দেমাগের মধ্যেই পয়দা হয়। প্রমাণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যে কখনও শোগল করে নাই, সে-ও যদি এইরূপ চক্ষুকর্ণ বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকে, তবে সে-ও নানারূপ রং দেখিতে পাইবে। সাবধান, এই সকল কারণে কখনও ধোকা খাইবে না। এই সব জিনিসের দিকে কখনও ভ্রূক্ষেপ করিবে না; বরং যদি ইহা হইতে উপরে যাইয়া গায়েব হইতেও কোন কিছু দেখা যায় যেমন, অনেক সময় একছুয়ি বেশী হইলে দেখা যাইয়া থাকে, তবে তাহার দিকেও মন দিবে না এবং তাহা হইতে লজ্জতও হাছেল করিবে না, চাই যে-সব জিনিস নজরে আসে তাহা আলমে দুনিয়ার হউক বা আলমে গায়েবের হউক। কেননা, এই সবই গায়রোল্লাহ্ এবং গায়রোল্লাহ্র দিকে কিছুতেই মন দেওয়া চাই না; বরং পীর ও মোরশেদ হযরত হাজী ছাহেব কোদ্দেছা ছের্রুহু বলেন যে, আলমে গায়েবের চীজের সঙ্গে দেল লাগান দুনিয়ার চিজের সঙ্গে দেল লাগান অপেক্ষা অধিক ক্ষতির আশঙ্কা, অর্থাৎ আল্লাহ্

তা'আলা হইতে অনেক দূরে পড়িয়া যাইবার বেশী ভয়। কেননা, দুনিয়ার কোন চিজে দেল লাগিলে নিজেই সেটাকে মন্দ মনে করিবে এবং তাহা হইতে মুক্তি পাইবারও চেষ্টা করিবে। পক্ষান্তরে আলমে গায়েবের চিজকে সে-রকম মন্দ মনে করা ত দূরের কথা বরং ভাল বলিয়া মনে করিবে। কেননা, আলমে গায়েবের জিনিস আশ্চর্যজনক হয়, কাজেই দেল তাহাতে লাগিয়া থাকিতে চায়। পরে আর নাজাত হয় না। জীবন ভরিয়া হয়ত গায়রোল্লাহ্‌র সঙ্গে মশগুল থাকে।

যে আল্লাহ্‌র আশেক এবং আল্লাহ্‌কে যে চায় তাহার উচিত যে, নিম্নলিখিত বয়েতগুলির মতলব স্মরণ করিয়া এই সমস্ত গায়রোল্লাহ্‌কে (নূর হউক বা ফেরেশতা হইক বা কাশফ হউক বা কারামত হইক) দেল হইতে দূরে নিক্ষেপ করে।

عشق آں شعله ست کوچوں بر فروخت
هرچه جز معشوق باشد جمله سوخت
تیغ لا در قتل غیر حق براند
در نگر آخر که بعد لا چه ماند
ما ند الا الله و باقی جمله رفت
مرحبا ای عشق شرکت سوز رفت

বয়েত কয়টির অর্থ এই যে, 'যখন আল্লাহ্‌ তা'আলার এশ্‌কের আগুন জ্বলিয়া উঠে, তখন এক আল্লাহ্‌ তা'আলা ব্যতীত আর যাহাকিছু থাকে, সব জ্বলিয়া পুড়িয়া ছারখার হইয়া যায়। অর্থাৎ সব খেয়াল দেল হইতে চলিয়া যায়। হে আল্লাহ্‌র আশেক! তুমি "লা"র তলওয়ার দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'আলা ব্যতীত যাহাকিছু আছে তাহা কতল করিয়া ফেল। অর্থাৎ, যখন, لا اله الا الله বল, তখন لا اله বলিবার সময় এই খেয়াল কর যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য যাহাকিছু আছে তাহার কিছুই

মহব্বতের কাবেল নয়, সকলকে আমি দেল হইতে বাহির করিয়া দিলাম। তারপর চিন্তা করিয়া দেখ যে, "লা"র পর আর কি বাকী রহিল, অর্থাৎ لا اله বলিয়া যখন তুমি সব গায়রোল্লাহ্‌কে দেল হইতে দূর করিয়া দিবে, তখন الا الله বলিবার সময় খেয়াল করিবে যে, এখন আমার দেলের মধ্যে কি আছে? দেখিবে যে, শুধু এক আল্লাহ্ আছে, অন্য সবকিছু দূর হইয়া গিয়াছে। মতলব এই যে, لا اله বলিবার সময় সমস্ত জিনিসের মহব্বত:এবং খেয়াল দেল হইতে দূর করিয়া দাও এবং الا الله বলিবার সময় আল্লাহ্‌র মহব্বত এবং আল্লাহ্‌র খেয়ালকে দেলের মধ্যে বসাও, যাহাতে তোমার দেলের মধ্যে এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছুরই মহব্বত না থাকে এবং কোন জিনিসের সঙ্গেই আদৌ কোন সংশ্রব না থাকে। তারপর এশ্‌কে এলাহীর প্রশংসা করিয়া বল যে, এশ্‌ক, তোমাকে শত ধন্যবাদ, তুমি অতি সহজে সমস্ত শিরককে একেবারে জ্বালাইয়া পোড়াইয়া নেস্ত-নাবুদ করিয়া দিতে পার।

ইহা ছাড়া কামেল পীর যদি অন্য কোন শোগল বা মোরাকাবা মুরীদের হালের মোনাছেব বাতান, তবে তাহাই করিবে। কিন্তু এই যমানায় বিশেষ করিয়া দুইটি মোরাকাবা করিবে না: প্রথম—তাছাওওফে শায়েখ ইহার খারাবী এই যে, পীরের ছুরতের খেয়াল সব সময় করিতে করিতে এই রকম বোধ হয় যে, স্বয়ং পীরই উপস্থিত আছেন। শেষে পীরকে হাযের-নাযের জানিয়া আকীদা খারাব করিয়া বসে। দ্বিতীয়—মোরাকাবা অহ্‌দাতুল ওজুদ। ইহার খারাবী এই যে, ক্রমান্বয়ে সমস্ত মখলুকাতকে আয়নে-হক বলিয়া মনে করিয়া বসে, শেষে হারাম-হালালের ভেদাভেদ জ্ঞান থাকে না। এই সকল খারাবীর কারণে এই সব শোগল করা উচিত নহে। যেমন, যে সময় শরাব এবং জুয়া হালাল ছিল সেই সময় আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছিলেন,

واثمهما اكبر من نفعهما অর্থাৎ, শরাব এবং জুয়ার দ্বারা যে লাভ তাহা অপেক্ষা তাহার দ্বারা যে সব গোনাহ্‌ এবং অন্যায় সাধিত হয় তাহা অনেক বেশী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এই সব যেক্‌র শোগল করিয়া যে সময় বাঁচে, সে সময়েও জিহ্বা দ্বারা একাগ্রচিত্তে দেলের তাওয়াজ্জুহের সহিত কোন যেক্‌র করিতে থাকিবে। চাই দুরূদ শরীফ হউক, চাই অন্য যে যেক্‌র মনে ভাল লাগে সেই যেক্‌র হউক। কিন্তু এই সময় শুধু দেলের দ্বারা যেক্‌র করিয়া ক্ষান্ত থাকিবে না। কেননা, শুধু ক্বালবের যেক্‌রের মধ্যে প্রায়ই ধোকা হয়। আল্লাহ্‌র ইয়াদ যে, দেলের মধ্যে নাই এ কথার খেয়ালই থাকে না। ইহা অপেক্ষাও বড় ধোকা হয় এই যে, অনেক সময় আল্লাহ্‌কে একেবারে ভুলিয়া থাকে। কিন্তু এই ভুলকে ইয়াদ মনে করিবার কারণ এই যে, দেলের মধ্যে কোন কিছুরই খেয়াল থাকে না, আল্লাহ্‌রও না, অন্য কিছুরও না। কাজেই মনে করে যে, 'আমি বুঝি একেবারে আল্লাহ্‌র ইয়াদের মধ্যে নিমগ্ন আছি।'

আর দুইটি জিনিসের সব সময় খেয়াল রাখিবে। প্রথমতঃ এক মুহূর্তের জন্যও যেন আল্লাহ্‌ তা'আলার ইয়াদ দেল হইতে দূর না হয়। ইহার তদবীর এই যে, সব সময় যেক্‌র করিতে থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ, সর্বপ্রকার গোনাহ্‌র কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে, চাই ছোট গোনাহ্‌ হউক, চাই বড় গোনাহ্‌, চাই জবান দ্বারা হউক, চাই দেলের দ্বারা, চাই হাতের দ্বারা, চাই চক্ষু কর্ণ ইত্যাদির দ্বারা। এই দুইটি বিষয়ের প্রতি এত বেশী তাকীদের সঙ্গে খেয়াল রাখিতে এই জন্য বলিলাম যে, আল্লাহ্‌র ইয়াদ না থাকিলে ক্বালবের নূর চলিয়া যাইবে এবং গোনাহ্‌ করিলে দেলের নূরত চলিয়া যাইবেই, তাহা অপেক্ষা আরও বড় সর্বনাশ এই হইবে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইবে।

কিন্তু যদি ঘটনাক্রমে কোন সময় খেয়াল না থাকার কারণে বা নফসের ধোকায় পড়িয়া গোনাহ্ হইয়া পড়ে, তবে কাল বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ নেহায়েত শরমেন্দীগী এবং আজিযির সঙ্গে তওবা করিবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হইতে গোনাহ্ মা'ফ করাইয়া লইবে। গোনাহ্র কাজ সবই খারাব এবং আল্লাহ্ তা'আলা হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইবার কারণ। কিন্তু বিশেষ করিয়া কতকগুলি গোনাহ্ আল্লাহর রাস্তায় চলিবার পথে বেশী বাঁধা সৃষ্টি করে। যথা ঃ

(১) "রিয়া" অর্থাৎ লোক দেখাইবার নিয়তে কোন কাজ করা। (২) "তাকাব্বোর" অর্থাৎ নিজকে বড় মনে করা। মানুষের মধ্যে তাকাব্বোর থাকিলে কখনও সে ফখর করা শুরু করে, কখনও দুনিয়ার কোন বিষয়ে কিংবা দ্বীনের কোন বিষয়ে যে, সে বড় এই ধারণা তাহার মনের মধ্যে আসিতে থাকে। (৩) জবানের দ্বারা কাহারো গীবত-শেকায়েত করা এবং কাহারও মনে আঘাত দেওয়া বা টিট্কারী দেওয়া বা প্রতিবাদ করা এমনকি, অযথা অনাবশ্যকীয় কথা বলিলেও দেলের নূরানিয়ত থাকে না। এ সব কারণেই আল্লাহ্র রাস্তায় যে পা রাখে, তাহার পক্ষে লোকের সঙ্গে অযথা বেশী মিলামিশা করা চাই না। (৪) কোন না-মাহ্রাম আওরতের দিকে বা কোন বালকের দিকে "শাহ্ওয়াতের নযরে" দেখা বা দেলের মধ্যে আনা। (৫) অন্যায়ভাবে কাহারও উপর রাগ কিংবা অত্যধিক রাগ করা বা কাহারও সহিত কঠোর ব্যবহার করা বা কর্কশ কথা বলা। যেমন এই গোনাহ্গুলি বেশী অনিষ্টকর সেইরূপ আল্লাহ্র ইয়াদ না থাকাও নানা কারণে হইতে পারে। পার্থিব চিন্তার কারণে যদি আল্লাহ্র ইয়াদ হইতে গাফ্লত হয়, তবে তাহা অধিক দূষণীয়। এমন কি, যেক্র করিলেও এই গাফলত অর্থাৎ, "ইয়াদ না থাকা" দোষ দূর হইতে চায় না। যখন যেক্র করা শুরু করে তখনও ঐ চিন্তার দিকেই মন ধাবিত হইতে থাকে।

যাঁহার সম্বন্ধে বলা হইতেছে (অর্থাৎ যে আলেম অন্য কাজে লিপ্ত নহে) তাঁহার অন্য আর একটি অতি আবশ্যকীয় কথা এই যে, যাবৎ নেছবতে-বাতেনী কিছু মজবুত না হয়, তাবৎ লোকের ফায়দা পৌঁছাইবার কাজে লিপ্ত হইবে না, যাহেরী ফায়দাও না এবং বাতেনী ফায়দাও না ; অর্থাৎ তালেবে-এল্‌মদেরে পড়াইবে না, ওয়ায করিবে না, রোগীর চিকিৎসা করিবে না, লোকের তাবীয-তুমার দিবে না, পীরী-মুরীদি করিবে না, সম্পূর্ণ গোমনাম হইয়া এক কোণায় পড়িয়া থাকিবে। যদি শরীয়ত অনুসারে কোন কাজের দরকার পড়ে সে ভিন্ন কথা।

উপরে যে নেছবতে বাতেনীর কথা বলা হইয়াছে তাহার দুইটি আলামত। প্রথম আলামত এই যে, আল্লাহ্‌র কথা দেলের মধ্যে এমনভাবে বসিয়া গিয়াছে যে, মুহূর্তও ভুল হয় না এবং আল্লাহ্‌র তরফ দেলকে ফিরাইয়া রাখিতে বেশী চেষ্টা বা কষ্ট করিবার দরকার হয় না। দ্বিতীয় আলামত এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার যত প্রকার হুকুম আছে সবের সঙ্গে মনের এমন আকর্ষণ হয়। যেমন মনের মত কোন উপাদেয় সামগ্রীর সঙ্গে হয় এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার হুকুম, চাই এবাদত-বন্দেগীর সম্বন্ধে হউক চাই লোক-সমাজে পরস্পর কারবার করা সম্বন্ধে হউক, চাই সদ্‌গুণ ও সৎস্বভাব সম্বন্ধে হউক, চাই পরস্পর কথাবার্তা আলাপ-ব্যবহার সম্বন্ধে হউক, চাই সমাজে উঠাবসা, চলাফিরার নিয়ম সম্বন্ধে হউক। মোটকথা এই যে, সমস্ত হুকুমের সঙ্গে এক মহব্বত এবং মনের টান হইয়া যায় এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা যে-সব কাজ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, সে-সবের প্রতি এরকম ঘৃণা হইয়া যায়, যেমন কোন ঘৃণার জিনিস হইতে ঘৃণা হয়। দুনিয়ার মায়া দেল হইতে বাহির হইয়া যায় এবং তাহার সমস্ত স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার কোরআন হাদীস অনুযায়ী হয়। কিন্তু যদি কাহারও মধ্যে পয়দায়েশী আলস্য থাকে বা

দেলে আপন হইতে কোন অছঅছা আসে, কিন্তু সে তাহার উপর আমল করে না, তবে তাহাতে ইহা বুঝাইবে না যে, শরীঅতের হুকুমের প্রতি তাহার ভক্তি এবং শরীঅতে না-জায়েয কাজের প্রতি তাহার ঘৃণা নাই। আল্লাহ্‌র ইয়াদের এবং আল্লাহ্‌র ফরমাঁবরদারীর যে মর্তবাকে নেছবতে-বাতেনী হাছেলের আলামত বাতাইলাম ইহাকে মহব্বতে-এলাহীর মর্তবাও বলে। এই নেছবতে-বাতেনী হাছেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গায়েব হইতে কিছু এল্‌মের কথা এবং ভেদের কথা যদি তাহার দিলের মধ্যে আসিতে থাকে, তবে তাহাকে আরেফ বলে।

নেছবতে-বাতেনী হাছেল হওয়ার পর পড়ান, ওয়ায করা কিতাব লেখা ইত্যাদি লোক-হিতকর কাজে কোন ক্ষতি নাই, বরং এল্‌মে-দ্বীনের খেদমত সব এবাদতের চেয়ে বড় এবাদত। আর যদি তাঁহার পীর তাঁহাকে লোকদের মুরীদ করিবার এবং যেক্‌র শোগল বাতাইবার জন্য আদেশ করেন, তবে তাহাতে কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নহে। কিন্তু নিজেকে বড় বলিয়া মনে করিবে না। নিজেকে জনসাধারণের একজন খাদেম মনে করিবে। যদি পীর এজাযত না দেন, তবে কিছুতেই পীরী-মুরীদি করিবে না এবং নিজে ইচ্ছা করিয়া এজাযত চাহিবে না; এজাযত চাওয়া বড়ত্বের দাবীর পরিচায়ক। এমতাবস্থায় এজাযত চাহিলে পীর যদি খাতির করিয়া এজাযত দিয়াও দেন, তবুও এরকম খাতিরে এজাযতের কোন মূল্য নাই, বরং ছোট থাকাই ভাল। বড় হইবার আকাঙ্ক্ষা দেলের মধ্যে আনা উচিত নহে। তবে পীরের আদেশ হইলে উহা পালন না করাও মোনাছেব নয়। কেননা, যদি সকলে এই রকম করে অর্থাৎ কেহই যদি মুরীদ না করে, তবে দরবেশী ছেলছেলাই বন্ধ হইয়া যাইবে। সুতরাং পীরের আদেশ হওয়ার পর মুরীদ করিবে। কিন্তু মুরীদানের নিকট হইতে টাকা-পয়সা লওয়ার আশা দেলে পোষণ করিবে না; বরং তাহারা যদি নিজে ইচ্ছা করিয়াও দেয়, তবুও মুরীদ

করার সময় কিছুতেই লইবে না। কেননা, ইহা এক রকম পারিশ্রমিক লওয়ার মত দেখা যায়। তবে অন্য সময় যদি খালেছ দেলের সহিত হালাল মাল হইতে নিজের আয়ের হিসাব মত দেয় (অর্থাৎ, এত বেশী পরিমাণ না দেয়, যাহা দিয়া হয়ত পরে আবার তাহার পেরেশান হইতে হইবে) তবে এরকম হাদিয়া কবুল করা সুন্নত। কবুল না করাতে মোমেনের মনে কষ্ট দেওয়া হয় এবং আল্লাহ্র নেয়ামতের নাশোকরি করা হয়। এই রকম খালেছ নিয়তের হাদিয়া যতই ক্ষুদ্র এবং কম হউক না কেন এবং লোকের সামনে দেউক না কেন (লোকের সামনে সামান্য জিনিস লইতে লজ্জাবোধ হয় কি না?) কিন্তু লইতে লজ্জাবোধ করিবে না। কেননা, এরকম জিনিস না লওয়া তাকাব্বোরের আলামত।

এই পর্যন্ত এই শ্রেণীর লোকের অযীফা বাতান শেষ হইল। আলেমদের সম্বন্ধে কিছু খুলিয়া বলা দরকার। কারণ, আলেমদের কথাগুলি একটু খুলিয়া না বলিলে তৃপ্তি হয় না। তাই এত লম্বা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি আবার সংক্ষেপে সব কথার খোলাছা লিখিয়া দিতেছি, কারণ আসল কথা নানা কথার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে।

আলেমে ফারেগের অযীফার সংক্ষিপ্ত তালিকা ঃ

তাহাজ্জোদ, তাহাজ্জোদের পর ১২ তছবীহ্, ফজরের পর কোরআন শরীফ তেলাওয়াত এবং মুনাজাতে মকবুলের এক মঞ্জিল, তারপর আল্লাহ্ আল্লাহ্ যেক্র ১২০০০ হইতে ২৪০০০ পর্যন্ত। দুপুরের সময় কিছুক্ষণ কায়লুলা করা, যোহরের পর আবার আল্লাহ্ আল্লাহ্ যেক্র ১২০০০ হইতে ২৪০০০ পর্যন্ত যত পারেন করিবেন। আছরের পর পীরের ছোহ্বত বা বাহিরের দিকে বেড়াইতে যাওয়া এবং গরীবদের ও ওলিয়াল্লাহ্দের কবর যেয়ারত করা, মগরেবের পর মওতের মোরাকাবা করা। অবশিষ্ট সময়ে কোন সংখ্যা তা'য়িন না

করিয়া দুরূদ শরীফ পড়িতে থাকা। আবশ্যক হইলে আন্‌হদ শোগল করা, সব সময় পরহেযগারীর খেয়াল রাখা, পা-বন্দীর সঙ্গে যেক্‌র করা, গোনাহ্‌র কাজ হইতে দূরে থাকা, আল্লাহ্‌র কথা কিছুতেই না ভুলা, লোককে দেখানের জন্য কোন কাজ না করা, নিজকে বড় মনে না করা, ফখর না করা, মনে মনে নিজেকে কামেল মনে না করা এবং নিজের গুণাবলী দেখিয়া সন্তুষ্ট ও গর্বিত না হওয়া, অসাক্ষাতে বা সাক্ষাতে কাহারও নিন্দা না করা, বেহুদা কথা না বলা, লোকদের সঙ্গে বেশী মিলামিশা না করা, না-মাহ্‌রাম আওরত কিংবা বালকের দিকে না দেখা এবং তাহাদের খেয়াল দেলের মধ্যে না আনা, বেশী রাগ না করা, উগ্র স্বভাব না দেখান, তাআল্লোকাত বেশী না বাড়ান। এই ধরনের অন্যান্য গোনাহ্‌র কাজ হইতেও বিশষভাবে দূরে থাকা। যাবৎ নেছবতে বাতেনী হাছেল না হয়, তাবৎ পড়ানের কাজে মশ্‌গুল হইবে না, ওয়ায করিবে না, পীরের হুকুম ব্যতীত মুরীদ করিবে না এবং যেক্‌র শোগল বাতাইবে না।

এই সকল কথার সার মাত্র দুইটি কথা (১) আল্লাহ্‌র এবং আল্লাহ্‌র রসূলের হুকুম অনুযায়ী চলা। (২) পা-বন্দীর সঙ্গে যেক্‌র করা। গোনাহ্‌ করিলে খোদা এবং খোদার রসূলের তাবেদারীর মধ্যে ফতুর আসিয়া যাইবে এবং আল্লাহ্‌র কথা ভুলিয়া গেলে আল্লাহ্‌র যেক্‌রের মধ্যে ফতুর আসিয়া যাইবে। সুতরাং নিজের আসল কাজ এবং জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য সর্বদা খোদা এবং খোদার রসূলের তাবেদারীকে, পা-বন্দীর সঙ্গে যেক্‌র করাকে, গোনাহ্‌র কাজ হইতে দূরে থাকাকে এবং আল্লাহ্‌র কথা যাহাতে ভুল না হয় তাহাকেই মনে করিবে।

কিছুদিন এই সব বিষয়ের পা-বন্দী করিতে পারিলে ইন্‌শাআল্লাহ্‌ মাহ্‌রূম থকিবে না। ফায়দা ত প্রথম হইতেই হওয়া শুরু হয়, কিন্তু তুমি বুঝিতে পার না; একদিন এমন আসিবে যে, বুঝিতেও পারিবে। কিন্তু

ঘাব্‌ড়াইবে না, জলদি করিবে না, আলস্যও করিবে না, ফায়দার জন্য কোন মুদ্দত মোকার্‌রার নাই। কেহ জিম্মাদারও হইতে পারে না। তবে

اندریں رہ میتراش و میخراش
تادم آخر دمے فارغ مباش
تادم آخر دمے آخر بود
کہ عنایت باتو صاحب سر بود

অর্থাৎ, যে এই রাস্তায় পা রাখে তার কর্তব্য এই যে, সদা সর্বদা এই চিন্তায়ই থাকে। মৃত্যু পর্যন্ত এক মুহূর্তও নিশ্চিন্ত না হয়, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কোন কোন সময় এমন হইবে যে, খোদা তা'আলার রহ্‌মত হইবে এবং সব মকছুদ হাছেল হইবে।

যদি এই সব কাজের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম অবস্থায় বেশী এবং শেষ অবস্থায় মাঝে মাঝে পীরের কাছে থাকিতে পারেন তবে ভাল। পীরের কাছে থাকাতে অনেক রকমের ফায়দা পাওয়া যায়। প্রথম এই যে, পীরের স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার দেখিয়া নিজের স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার গঠন করিতে পারিবে। দ্বিতীয়, যেকরের মধ্যে ও এবাদতের মধ্যে নিত্যনূতন যওক শওক স্ফূর্তি এবং হিম্মত পাইবে। তৃতীয়, নূতন নূতন যে সব হাল হয় সে সম্বন্ধে পীরের উপদেশ গ্রহণ করিয়া মনে শান্তি লাভ করিতে পারিবে। ইহা ছাড়া আরও অনেক ফায়দা পাওয়া যাইবে, যাহা কাছে থাকিলেই বুঝে আসিবে। কে না বুঝে যে, রোগীর জন্য চিকিৎসকের কাছে থাকা এবং দূরে থাকার মধ্যে আসমান ও জমিনের ব্যবধান।

مقام امن ومئے بے غش ورفیق شفیق
گرت مدام میسر شود زہی توفیق

অর্থাৎ, শান্তির জায়গা ও মহব্বতে-এলাহির খালেছ শরাব এবং মেহেরবান পীরের ছোহ্বত যদি সব সময়ে পাওয়া যায়, তবে আল্লাহ্ তা'আলার বড়ই অনুগ্রহ।

وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ

"আল্লাহ্ পাক ঠিক কথা বলেন এবং তিনিই পথ প্রদর্শন করেন।"

সপ্তম হেদায়ত

পেরেশানী পয়দাকারী জিনিস হইতে দূরে থাকা ঃ

যে আল্লাহ্র যেক্র করিতে চায়, তার কর্তব্য এই যে, যেসব কারণে মনের শান্তি ও একাগ্রতা নষ্ট হয় এবং মনের মধ্যে পেরেশানি আসে সে সব হইতে দূরে থাকে। মনের শান্তি নষ্ট হইবার অনেক কারণ আছে। যথা ঃ

প্রথম কারণ ঃ নিজের দোষে স্বাস্থ্য খারাপ করিয়া ফেলা। বলকারক ঔষধ ব্যবহার করিয়া এবং পুষ্টিকর খাদ্যাদি খাইয়া মস্তিষ্ক এবং হৃদয়কে সবল রাখিবার চেষ্টা করিবে। অনেক কমও খাইবে না যাহাতে শরীর দুর্বল এবং মস্তিষ্ক শুষ্ক হইয়া যায়। অনেক বেশীও খাইবে না যে, হজমই হয় না। কেননা, ইহাতেও স্বাস্থ্য খারাপ হয়। স্ত্রীসহবাস অনেক বেশী করিবে না, কারণ, ইহাতে হৃদয় এবং মস্তিষ্ক দুর্বল হইয়া পড়ে। যাবৎ তীব্র ক্ষুধা না লাগে খাইতে বসিবে না এবং দুই এক লোকমার খাহেশ বাকী থাকিতে খাওয়া ছাড়িয়া দিবে। আর যদি একান্ত বেশী খাহেশ না হয়, তবে স্ত্রীসহবাসও করিবে না। এইরূপে অনেক বেশী ঘুমাইবে না, যাহাতে শরীরে আলস্য আসিয়া যায়। আবার অনেক কমও ঘুমাইবে না, যাহাতে মস্তিষ্ক শুকাইয়া যায়।

দ্বিতীয় কারণঃ অযথা ভাল ভাল খাদ্যদ্রব্যের চিন্তায় থাকা। অতএব, ইহা হইতে বাঁচিয়া থাকিবে।

তৃতীয় কারণঃ নিজের শরীর এবং পোশাকের সৌন্দর্য রক্ষার জন্য সব সময় লাগিয়া থাকা—

عاقبت سازد ترا ازدین بری
این تن آرائی واین تن پروری

"এই যে তুমি শরীরকে সাজইবার এবং পেট পালিবার চিন্তায় আছ, ইহার পরিণাম এই যে, ক্রমান্বয়ে তোমার দ্বীনদারী ছুটিয়া যাইবে।"

তবে ময়লা কাপড়েও থাকা চাই না। কেননা, ময়লা কাপড়ে থাকিলে দেলও ময়লা হইয়া যায়, সাদাসিধা পরিষ্কার—পরিচ্ছন্ন থাকিবে। হাঁ, যদি বিনা চিন্তায়, বিনা চেষ্টায়, ভাল খাদ্য, ভাল কাপড় মিলে এবং নফসের মধ্যে কোন রোগও না জন্মে, তবে তাহা ব্যবহার করিবে এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার নেয়ামতের শোকর করিবে।

চতুর্থকারণঃ অর্থ-লোভ এবং টাকা-পয়সা জমা করিবার চিন্তায় থাকা বা যে টাকা কাছে আছে তাহা অযথা অপব্যয় করিয়া উড়াইয়া দেওয়া, এই উভয় কারণেই মানুষ পেরেশান হয়। কেননা, টাকার লোভী ত সব সময় ঐ চিন্তায়ই থাকিবে এবং অপব্যয় করিয়া অবশেষে পেরেশান হইবে। ফলে অন্যের ধন-সম্পত্তির দিকে মন যাইবে।

পঞ্চম কারণঃ কাহারও সহিত দুস্তি বা দুশমনি করা। দোস্তেরা ত একত্র হইয়া তোমার অমূল্য সময় নষ্ট করিবে এবং দুশমনেরা নানারূপে কষ্ট দিয়া পেরেশান করিয়া তুলিবে। এইরূপে আরও যে যে কারণে মনে পেরেশানি আসিতে পারে এবং যে কাজ শরীঅত অনুসারে জরূরী না হয়, সে সব হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। তবে যদি নিজে কিছু না করিয়া থাক, উপর হইতে কোন বিপদ আসিয়া পড়ে কিংবা শরীঅতের হুকুম

পালন করিতে গিয়া কোন বিপদে পড়িয়া গিয়াছ, যেমন হয়ত কোন সুদখোর কোন জিনিস দিয়াছিল, না লওয়াতে সে শত্রুতা করিয়াছে, এই রকম বিপদে যে পেরেশানি হয়, তাহাতে বাতেনের কোন লোক্সান হয় না। যদি এরকম বিপদ আসিয়া পড়ে, তবে ঘাব্ড়াইবে না, ধৈর্যধারণ করিবে, আল্লাহ্ তা'আলার উপর নজর এবং ভরসা রাখিবে, তিনি সহায়তা করিবেন। যদি কোন প্রকার কষ্টও হয় তবুও তাহাতে এলাহির কোন হেকমত আছে, এই মনে করিয়া সন্তুষ্ট থাকিবে। এইরূপে ছবর করিতে পারিলে তোমার দর্জা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আরও বাড়িয়া যাইবে।

অষ্টম হেদায়ত

এখতেয়ারী ও গায়ের এখতিয়ারীর বয়ান ঃ

তোমার এখতেয়ারে যে সব ভাল কাজ আছে তাহা করিতে এবং যে সব মন্দ কাজ আছে তাহা হইতে বাঁচিয়া থাকিতে ত বিন্দুমাত্রও আলস্য বা ত্রুটি করিবে না, কিন্তু যে সব কাজ তোমার এখতেয়ারে নাই তাহা যদি ভাল হয়, তবে তাহার পিছে পড়িবে না এবং যদি মন্দ হয়, তবে তাহা দূর করিবার জন্যও অতি বেশী চিন্তাযুক্ত হইবে না। যেমন, হয়ত নামায, তেলাওত বা যেক্রের মধ্যে দেলকে হাযের রাখার ত এখ্তেয়ার আছে তাহা যতই জোর লাগাইয়া যতই কষ্ট করিয়া হউক না কেন হাযের রাখিতেই হইবে। এই হাযের রাখার কতক তরীকা আছে। যথা ঃ

এক তরীকা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার খেয়াল রাখিবে যে, তিনি আমাকে দেখিতেছেন এবং আমি তাঁহার সামনে দাঁড়াইয়া আছি।

দ্বিতীয় তরীকা এই যে, যাহাকিছু পড়িবে, তাহার লফ্য এবং অর্থের দিকে খেয়াল রাখিবে বা শুধু লফ্যের দিকেই খেয়াল রাখিবে।

অর্থাৎ, প্রত্যেক শব্দ চিন্তা করিয়া মুখ দিয়া বাহির করিবে, ইহাতে কমি করিবে না ; অর্থাৎ, আলস্য বা গাফ্লত করিবে না। কিন্তু নামাযের মধ্যে বা তেলাওতের মধ্যে মন না লাগা বা মজা না লাগা বা অছ্অছা বেশী আসা, চাই সে কতই খারাব অছ্অছা হউক না কেন, এই সবে মানুষের কোন এখতেয়ার নাই, সুতরাং ঐ সম্বন্ধে চিন্তা করিবে না, দুঃখিত বা পেরেশানও সেজন্য হইবে না। কিন্তু নিজের ক্ষমতায় যতটুকু আছে তাহাতে ত্রুটি না করিয়া ক্ষমতার বাহিরের দিকে ভ্রূক্ষেপ করিবে না। এই উপায়েই ক্রমশঃ সমস্ত খেয়াল এবং অছ্অছা কম হইয়া যাইবে ; বিশেষতঃ অছ্অছার দিকে ত মাত্রও ভ্রূক্ষেপ করিবে না এবং অছ্অছা আসিলে তাহাতে মনে কষ্ট আনিবে না। কেন না, এরূপ করাতে অছ্অছা আরও বেশী করিয়া আসে এবং ক্রমশঃ পেরেশানি বাড়িতে থাকে।

অছ্অছা দূর করিবার প্রকৃত এলাজ এই যে, যেক্রের দিকে নূতন করিয়া মন লাগাইবে এবং অছ্অছার দিকে ভ্রূক্ষেপও করিবে না, এই উপায়ে অছ্অছা আপন হইতেই চলিয়া যাইবে।

আরও যেমন, হয়ত আল্লাহ্ এবং রাসূলের তা'বেদারী করা ত এখতেয়ারী, উহাতে আলস্য বা গাফ্লত করিবে না। কিন্তু ভাল খোয়াব দেখা, দো'আ কবুল হওয়া, যেক্রের তাছিরে ছট্ফট্ করা, বে-এখতেয়ার কাঁদা আসা ইত্যাদি গায়ের এখতেয়ারী, সুতরাং এই সব হাছেল করিবার চিন্তায় পড়িবে না।

আরও যেমন, হয়ত কাহারও সঙ্গে অনিচ্ছা সত্ত্বেও নাজায়েয ভালবাসা জন্মিয়া যাওয়া কাহারও এখতেয়ারে নয়, ইহাতে কোন গোনাহ্ বা কোন ক্ষতি নাই, তবে যব্ত (দমন) করাতে কষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহাকে দেখা, তাহার সঙ্গে কথা বলা, তাহার আওয়াজ শুনা, তাহার কাছে যাতায়াত করা, তাহার খেয়াল দেলে আনা, তাহার কথা

চিন্তা করিয়া লজ্জত হাছেল করা ইত্যাদি এখতেয়ারী। এসব হইতে দূরে থাকা একান্ত জরুরী এবং প্রায়ই এই তদবীর দ্বারা ঐ ভালবাসাও কম হইয়া যায়। যদি এইসব এখতেয়ারী তদবীরে কোন রকম ত্রুটি করে, তবে গোনাহ্‌গার হইবে এবং দেল ছিয়াহ্ হইয়া যাইবে।

আরও যেমন, হয়ত কোন গোনাহ্‌র কাজের দিকে মন যাওয়া গায়ের এখতেয়ারী। ইহাকে দূর করিবার জন্য ফিকির করিবে না, কিন্তু যে গোনাহ্‌র কাজ এখতেয়ারী, তাহা হইতে বাঁচিয়া থাকিবে, ঐ খাহেশের উপর আমল করিবে না।

যে ব্যক্তি গায়ের এখতেয়ারী চিজ হাছেল করিবার বা দূর করিবার চিন্তায় থাকে তাহার সমস্ত জীবন অশান্তিতে যায়। এমন কি, অনেকে এইসব গায়ের এখতেয়ারী চিজের কারণে নিজকে মরদুদ মনে করিয়া কেহ ত আত্মহত্যা করিয়া ফেলিয়াছে আবার কেহ যেক্‌র শোগল ছাড়িয়া বে-ধড়ক গোনাহ্ করা শুরু করিয়াছে। সারকথা এই যে, এই রকমে কেহ হয়ত ঈমানই নষ্ট করিয়াছে বা ঈমানের সঙ্গে সঙ্গে জীবন নষ্ট করিয়াছে। কেননা, আত্মহত্যা করাতে যেমন প্রাণ গিয়াছে তেমন অতি বড় গোনাহ্‌ও হইয়াছে। এই ত হইল ঈমান এবং জানের নোকছান। আর যেক্‌র ও এবাদত ছাড়িয়া দেওয়ায় এবং গোনাহ্‌র কাজে লিপ্ত হওয়ায়, ছওয়াব হইতে মাহ্‌রূম হইয়াছে এবং গোনাহ্‌গার হইয়াছে, ইহাতে ঈমানের নোক্‌ছান হইয়াছে।

ফলকথা এই যে, যে-সব বিষয় গায়ের এখতেয়ারী তাহার মধ্যে যেগুলি হাছেল করিতে মন চায়, তাহা অনেক সময় আল্লাহ্‌র রাস্তায় চলনেওয়ালার পক্ষে অনিষ্টজনক হয়, (কিন্তু সে বুঝে না।) যেমন হয়ত সে নিজকে নিজে কামেল মনে করিতে পারে এবং এই প্রকারে অন্যদের অপেক্ষা নিজকে ভাল বলিয়া মনে করিতে পারে বা নিজে কামেল হওয়ার দাবী করিয়া বসিতে বা ঐ কারণে বুযুর্গী মশহুর হইয়া তাহার

ভয়ানক ক্ষতি হইতে পারে। এইরূপে এইসব জিনিস হাছেল না হওয়া তাহার জন্য লাভজনক হয়। যেমন হয়ত নিজকে নিজে নেহায়তই ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করিতে থাকে। আবার যে-সব গায়ের এখতেয়ারী চীজ হওয়া না-পছন্দ, তাহা হওয়াতে অনেক সময় অনেক লাভ হয়। যেমন হয়ত উহা সহ্য করাতে অনেক পরিশ্রম এবং কষ্ট হয়, এবং উহাতে কল্‌ব ছাফ হয়। এইরূপ স্থলেই আল্লাহ্‌ পাক বলিয়াছেন ঃ

عَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ عَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْ

অর্থাৎ, "অনেক সময় এরকম হয় যে, কোন জিনিস তোমরা হয়ত না-পছন্দ কর, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক, আবার অনেক সময় এমন হয়, কোন কোন জিনিস হয়ত তোমরা পছন্দ কর, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর।"

ফলকথা, নিজের তরফ হইতে নিজের জন্য কোন একটা সাব্যস্ত করিয়া রাখা চই না। তবে যদি পছন্দ মোয়াফেক জিনিস খোদার তরফ হইতে মিলিয়া যায়, তবে আল্লাহ্‌ তা'আলার নেয়ামত মনে করিয়া শোক্‌র করিবে। যদি হাছেল না হয় তবুও এক রকম (যে রকম উপরে বয়ান করা হইয়াছে) নেয়ামত মনে করিয়া শোক্‌র করিবে। এই কথাগুলি খুব চিন্তা করিয়া বুঝিয়া লইবে।

নবম হেদায়ত

রছুমাতের বয়ান ঃ

আজকাল পীরদের এখানে নানা রকম রছম প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে কতিপয় শরীঅতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। যেমন, কোন বুযুর্গের কবরের চতুর্দিক দিয়া ঘুরিয়া তওয়াফ করা, কবরকে বোছা (চুমা) দেওয়া, কবরের উপর গেলাফ (চাদর) চড়ান, কোন বুযুর্গের নামে মান্নত মানা, কোন বুযুর্গের কাছে দেলের কোন মকছুদ চাওয়া।

অন্য কতিপয় কাজ আসলে জায়েয ছিল, কিন্তু জায়েযের সঙ্গে না-জায়েয মিশিয়া যাওয়ার কারণে জায়েযও না-জায়েয হইয়া গিয়াছে। যেমন, বুযুর্গদের মাযারে ওরছ করা, ক্বাওয়ালি গাওয়া বা শুনা, খতম পড়া, মৌলুদ শরীফের মজলিস করা ইত্যাদি। সাধারণ লোকে এইসব মানা করাকে বা নিজে না করাকে দরবেশীর খেলাফ বলিয়া মনে করে, কিন্তু এইসব রছমের মধ্যে যে সমস্ত খারাবি আছে তাহা 'এছলাহোর-রছুম', 'হকীকুছ-ছামা', 'তা'লিমুদ্দীনের' পঞ্চম হেচ্ছা এবং হেফ্যোল-ঈমান' এইসব কিতাবে লিখিয়াছি।

অন্য কতকগুলি রছম এমন আছে, যদি কাহাকে কেহ বুযুর্গ কলিয়া মনে করে এবং বিশ্বাস করে যে, ইহার দ্বারাও আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ হয়, তবে ত নেহায়েতই খারাপ বেদ্আত। কিন্তু যদি বিশ্বাস ঐ রকম না হয়, তবুও শুধু দুনিয়াদারী মাত্র, দ্বীনদারী নয় ; যেমন তাবীযের তাছীরের জন্য আমলিয়াতের তছবীহ্ পড়া, হালাল জানওয়ারের গোশ্ত না খাওয়া ইত্যাদি।

অন্য কতকগুলি রছম এমন আছে যে, যদি আকীদা খারাপ না হয়, তবে তাহা ভাল। যেমন, শাজারা পড়া। ইহাতে আল্লাহ্র মকবুল বান্দাদের এবং অল্লাহ্র অলীদের তোফায়েলে দো'আ কবুল হওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দরখাস্ত করা হয়। কোন অলীর তোফায়েলে দো'আ কবুলের দরখাস্ত করা হাদীছের দ্বারা ছাবেত আছে। কিন্তু যদি কেহ শাজারা এই বিশ্বাসে পড়ে যে, এইসব বুযুর্গের নাম লইলে তাঁহাদের অনুগ্রহ দৃষ্টি আমার উপর থাকিবে, তবে এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভুল, ইহার কোনই প্রমাণ নাই এবং প্রমাণশূন্য কথা বিশ্বাস করার নিষেধ কোরআন শরীফের এই আয়াতে পরিষ্কার রহিয়াছে ঃ

وَلَا تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ

অর্থাৎ, যে বিষয়ে তোমার নিকট (খোদা বা রসূল বর্ণিত) প্রমাণ নাই, তাহা অনুযায়ী চলিও না।

আরও যেমন মা'রেফাতের অর্থাৎ, এল্মে আছরার ও মোকাশাফার কিতাব দেখা। তবে যদি এমন পাকা আলেম হন যে, মা'কুল এবং মনকুল উভয় প্রকার এল্মেই পাকা এবং খুব ভাল করিয়া বুঝিয়া থাকেন এবং কোন কামেল পীরের ছোহ্বতেও থাকিয়া থাকেন, তবে অবশ্য এই রকম কিতাব দেখিলে খোদা চাহেত কোন ক্ষতি হইবে না, নতুবা এই ধরণের কিতাব দেখিলে দ্বীন এবং ঈমান বরবাদ হইবে। সুতরাং সাধারণ লোকেরা এই রকম কিতাব কিছুতে দেখিবে না। যেমন, মাওলানা রূমী ছাহেবের 'মছনবী শরীফ; 'দেওয়ানে হাফেয' এবং অন্যান্য বুযুর্গদের মলফুযাত (অর্থাৎ যে সব কথা তাঁরা ফরমাইয়াছেন এবং মুরীদেরা কিতাবে লিখিয়া দিয়াছে) বা মকতুবাৎ (অর্থাৎ যে সকল চিঠি তাঁহারা মুরীদের কাছে লিখিয়াছিলেন এবং মুরীদেরা সেই সকল চিঠি জমা করিয়া কিতাবে লিখিয়া দিয়াছে) অর্থাৎ, যে সব মলফুযাত

এবং মক্‌তুবাতের মধ্যে দরবেশীর ভেদের কথা লেখা হইয়াছে বা যে সব কাইফিয়াৎ সেই বুযুর্গদের মধ্যে পয়দা হইয়াছে তাহা লেখা হইয়াছে। অধিকন্তু যেসব কিতাবে বুযুর্গদের এই রকম হেকায়েত আছে তাহাও দেখিবে না; কেননা, সাধারণ লোকের জ্ঞান কম, এইরূপ জ্ঞান লইয়া ঐসব কিতাব দেখিলে কথাগুলি ভাল মত বুঝিতে না পারিয়া ঈমান নষ্ট করিয়া ফেলিবে।

দশম হেদায়ত

নছীহতের কথা ঃ

কোন কোন লোক এমন আছে যে, (চাই পুরুষ হউক বা স্ত্রী) তাহারা মুরীদ হইয়াও নিজেদের কার্য-কলাপ, স্বভাব-চরিত্র সংশোধন করে না। তাই তাহাদের সম্বন্ধে অল্প কিছু আবশ্যকীয় কথা এখানে লিখিয়া দিতেছি। বিস্তৃত বর্ণনা অন্যান্য দ্বীনি কিতাবে দেখিয়া লইবে।

সাধারণ লোকদের নছীহত ঃ

যে সব আলেমদের মধ্যে আখেরাতের ভয় আছে তাঁহাদের কাছে সময় সময় যাতায়াত করিবে এবং আবশ্যকীয় মছাআলা মাছায়েল জিজ্ঞাসা করিতে থাকিবে। যদি কিছু পড়া শিখিয়া থাক, তবে "বেহেশ্‌তী জেওর" এবং "ছাফায়িয়ে মোয়ামালাত" এবং "মেফতাহুল-জান্নাত" দেখিতে থাকিবে এবং সেই অনুযায়ী আমল করিতে থাকিবে। শরীঅতের খেলাফ কোন কাপড় পরিবে না, যেমন, টাখ্‌নার নীচে পায়জামা (বা লুঙ্গি), প্যান্ট (ধুতি হাফপ্যান্ট), রেশমি বা সোনালী কাপড় বা চার আঙ্গুলের চেয়ে বেশী খাঁটী সোনালী কাম করা টুপী বা জুতা। দাড়ি কাটিবে না, তবে এক মুঠো হইতে বেশী হইলে বেশীটুকু কাটিয়া ফেলিতে পার। যে সব রছুম হযরত রাসূলুল্লাহ্ (ছঃ) এবং

তাঁহার ছাহাবীদের তরীকার খেলাফ প্রচলিত হইয়া গিয়াছে, সে সব রছম ছাড়িয়া দিবে। চাই সে সব রছম দুনিয়ার সঙ্গে হউক বা দ্বীনের সঙ্গে। যেমনঃ *'রছমী মওলুদ শরীফ' ফাতেহা, ওরস, বিবাহ-শাদীতে ধুমধামের সঙ্গে বরযাত্রী যাওয়া এবং যেয়াফত করা, নামের জন্য যেয়াফত করা বা দান-খয়রাত করা। আকীকা, খাৎনা এবং বিস্‌মিল্লাহ্‌র ছবকের সময় যে সব রছম করা হয়, সে সব ছাড়িয়া দিবে। নিজের বাড়ীতেও করিবে না এবং অন্যের হইলে সেখানেও যাইবে না। কাহারও মৃত্যু হইলে তিজা, চল্লিশা ইত্যাদি, শবে বরাতের হালুয়া, মহরমের তাজিয়া উৎসব ইত্যাদি সব ছাড়িয়া দিবে এবং অন্য কেহ করিলে তাহাতেও শরীক হইবে না। মেলা (তেহার, বায়স্কোপ) ইত্যাদিতে নিজেও যাইবে না এবং ছেলেপেলেদেরেও যাইতে দিবে না। তাহাদের এই সব বেহুদা কাজের জন্য পয়সাও দিবে না, যেমনঃ— ঘুড়ি, আতশ-বাজী, ছবিওয়ালা খেলনা ইত্যাদি। অন্যের গীবত করিবে না। গালাগালি করিবে না। জামাআতের সঙ্গে পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে গিয়া পড়িবে। কোন আওরত বা কোন বালকের দিকে তাকাইবে না। গান-বাদ্য শুনিবে না, পীরের কাছে কেবল তা'বীয, সূতা বা পানি পড়া চাহিবে না। পীরের নিকট দ্বীনের কথা জিজ্ঞাসা করিবে এবং দ্বীনের কথা শিখিবে, তবে দুনিয়ার কাজের জন্য দো'আ করাইতে

---

* রছমী মওলুদের অর্থ বিনা চেতনায় শুধু মিঠাইর দাওয়াত এবং অর্থের লোভে বা রছমের বশীভূত হইয়া শরীঅতের হুকুমের পরওয়া না করিয়া মওলুদ পড়া। নতুবা হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহেওয়াসাল্লামের আদ্যোপান্ত জীবন আলোচনা করা, তাঁহার নূরে-মোবারকের ফযীলত, তাওয়াল্লোদ শরীফ, শক্কে ছদর (ছিনা চাক), মে'রাজ শরীফ, মো'জেযাত এবং যাবতীয় আচার-ব্যবহার ও সুন্নতের আলোচনা করা এবং আলোচনার দ্বারা তাঁহার প্রতি ভক্তি ও মহব্বত গাঢ় হইতে গাঢ়তর করিতে থাকা প্রত্যেক মুসলমানেরই একান্ত কর্তব্য।

www.banglakitab.weebly.com আমি কার পেছনে চলবো? Page:(111)

পার। এ মনে করিবে না যে, নজরানা দিতে পারিবে না পীরের কাছে যাইব কেমন করিয়া, এ মনে করিবে না যে পীর ত সব কথা জানেনই বলার কি দরকার? নাটক নভেল বা গায়ের মোতাদায়্যেন লোকের লেখা কিতাব বা মা'রেফাতের আছরের কিতাব দেখিবে না এবং ঐ ধরণের কথাও জিজ্ঞাসা করিবে না। তকদীর সম্বন্ধে কখনও তর্ক-বিতর্ক করিবে না। পীর যাহাকিছু বাতান সেই অনুসারে রীতিমত কাজ করিতে থাকিবে। সুদ রেসওয়াত খাইবে না (রেহান রাখিয়া তাহার লাভ খাওয়াও সুদ সুতরাং তাহাও খাইবে না)। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য যত আদান-প্রদান শরীঅতের খেলাফ আছে সব ছাড়িয়া দিবে। মাছআলা না জিজ্ঞাসা করিয়া খোয়াবের উপর অমল শুরু করিবে না। পীরের কাছে গিয়া তাঁহাকে যদি কাজে লিপ্ত দেখ তবে তাঁহার কাজে ব্যাঘাত জন্মাইবে না বা এরকম জায়গায় বসিবে না যে, তোমাকে দেখিয়া তাঁহার মন উচাটন হইতে থাকে। এমন জায়গায় বসিবে যে, তিনি না দেখিতে পান; যখন কাজ শেষ হয়, তখন সামনে আসিবে এবং মনের কথা খুলিয়া বলিবে, "তালিমোত্তালেব" "তালিমুদ্দীনের" চার হেচ্ছা (বাংলা ২য় খণ্ড) এবং "জাযাউল আমাল" দেখিবে।

সাধারণ স্ত্রীলোকদের প্রতি নছীহত ঃ

শির্কের কোন কাজের কাছে যাইবে না। সন্তান হওয়ার জন্য বা সন্তান জীবিত থাকার জন্য টোনা-টোটকা করিবে না। কোন আউলিয়া বুযুর্গের নেয়াজ মান্নত মানিবে না। শবে-বরাতের হালুয়া করিবে না। দেওর, ভাসুর, খালাত, মামাত, ফুফাত, চাচাত ভাই, বহ্নুয়ী, নন্দায়ী, ধর্ম-বাপ প্রভৃতি যত জন হইতে পর্দা করিবার জন্য শরীঅতের হুকুম আছে সব হইতে পর্দা করিবে, চাই সে পীরই হউক না কেন। শরীঅত-বিরুদ্ধ কাপড় বা জেওর, যেমন পাতলা কাপড় বা হাত, বাজু,

তাঁহার ছাহাবীদের তরীকার খেলাফ প্রচলিত হইয়া গিয়াছে, সে সব রছম ছাড়িয়া দিবে। চাই সে সব রছম দুনিয়ার সঙ্গে হউক বা দ্বীনের সঙ্গে। যেমনঃ *'রছমী মওলুদ শরীফ' ফাতেহা, ওরস, বিবাহ-শাদীতে ধুমধামের সঙ্গে বরযাত্রী যাওয়া এবং যেয়াফত করা, নামের জন্য যেয়াফত করা বা দান-খয়রাত করা। আকীকা, খাৎনা এবং বিস্‌মিল্লাহ্‌র ছবকের সময় যে সব রছম করা হয়, সে সব ছাড়িয়া দিবে। নিজের বাড়ীতেও করিবে না এবং অন্যের হইলে সেখানেও যাইবে না। কাহারও মৃত্যু হইলে তিজা, চল্লিশা ইত্যাদি, শবে বরাতের হালুয়া, মহরমের তাজিয়া উৎসব ইত্যাদি সব ছাড়িয়া দিবে এবং অন্য কেহ করিলে তাহাতেও শরীক হইবে না। মেলা (তেহার, বায়স্কোপ) ইত্যাদিতে নিজেও যাইবে না এবং ছেলেপেলেদেরেও যাইতে দিবে না। তাহাদের এই সব বেহুদা কাজের জন্য পয়সাও দিবে না, যেমনঃ— ঘুড়ি, আতশ-বাজী, ছবিওয়ালা খেলনা ইত্যাদি। অন্যের গীবত করিবে না। গালাগালি করিবে না। জামাআতের সঙ্গে পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে গিয়া পড়িবে। কোন আওরত বা কোন বালকের দিকে তাকাইবে না। গান-বাদ্য শুনিবে না, পীরের কাছে কেবল তা'বীয, সূতা বা পানি পড়া চাহিবে না। পীরের নিকট দ্বীনের কথা জিজ্ঞাসা করিবে এবং দ্বীনের কথা শিখিবে, তবে দুনিয়ার কাজের জন্য দো'আ করাইতে

---

* রছমী মওলুদের অর্থ বিনা চেতনায় শুধু মিঠাইর দাওয়াত এবং অর্থের লোভে বা রছমের বশীভূত হইয়া শরীঅতের হুকুমের পরওয়া না করিয়া মওলুদ পড়া। নতুবা হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহেওয়াসাল্লামের আদ্যোপান্ত জীবন আলোচনা করা, তাঁহার নূরে-মোবারকের ফযীলত, তাওয়াল্লোদ শরীফ, শক্কে ছদর (ছিনা চাক), মে'রাজ শরীফ, মো'জেযাত এবং যাবতীয় আচার-ব্যবহার ও সুন্নতের আলোচনা করা এবং আলোচনার দ্বারা তাঁহার প্রতি ভক্তি ও মহব্বত গাঢ় হইতে গাঢ়তর করিতে থাকা প্রত্যেক মুসলমানেরই একান্ত কর্তব্য।

www.banglakitab.weebly.com

পার। এ মনে করিবে না যে, নজরানা দিতে পারিবে না পীরের কাছে যাইব কেমন করিয়া, এ মনে করিবে না যে পীর ত সব কথা জানেনই বলার কি দরকার? নাটক নভেল বা গায়ের মোতাদায়্যেন লোকের লেখা কিতাব বা মা'রেফাতের আছরের কিতাব দেখিবে না এবং ঐ ধরণের কথাও জিজ্ঞাসা করিবে না। তকদীর সম্বন্ধে কখনও তর্ক-বিতর্ক করিবে না। পীর যাহাকিছু বাতান সেই অনুসারে রীতিমত কাজ করিতে থাকিবে। সুদ রেসওয়াত খাইবে না (রেহান রাখিয়া তাহার লাভ খাওয়াও সুদ সুতরাং তাহাও খাইবে না)। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য যত আদান-প্রদান শরীঅতের খেলাফ আছে সব ছাড়িয়া দিবে। মাছআলা না জিজ্ঞাসা করিয়া খোয়াবের উপর অমল শুরু করিবে না। পীরের কাছে গিয়া তাঁহাকে যদি কাজে লিপ্ত দেখ তবে তাঁহার কাজে ব্যাঘাত জন্মাইবে না বা এরকম জায়গায় বসিবে না যে, তোমাকে দেখিয়া তাঁহার মন উচাটন হইতে থাকে। এমন জায়গায় বসিবে যে, তিনি না দেখিতে পান; যখন কাজ শেষ হয়, তখন সামনে আসিবে এবং মনের কথা খুলিয়া বলিবে, "তালিমোত্তালেব" "তালিমুদ্দীনের" চার হেচ্ছা (বাংলা ২য় খণ্ড) এবং "জাযাউল আমাল" দেখিবে।

সাধারণ স্ত্রীলোকদের প্রতি নছীহত ঃ

শির্কের কোন কাজের কাছে যাইবে না। সন্তান হওয়ার জন্য বা সন্তান জীবিত থাকার জন্য টোনা-টোটকা করিবে না। কোন আউলিয়া বুযুর্গের নেয়াজ মান্নত মানিবে না। শবে-বরাতের হালুয়া করিবে না। দেওর, ভাসুর, খালাত, মামাত, ফুফাত, চাচাত ভাই, বহ্নুয়ী, নন্দায়ী, ধর্ম-বাপ প্রভৃতি যত জন হইতে পর্দা করিবার জন্য শরীঅতের হুকুম আছে সব হইতে পর্দা করিবে, চাই সে পীরই হউক না কেন। শরীঅত-বিরুদ্ধ কাপড় বা জেওর, যেমন পাতলা কাপড় বা হাত, বাজু,

পিঠ বা পেট খোলা থাকে এমন কোরতা পরিবে না। এই সব ছাড়িয়া দিয়া মোটা কাপড়ের পায়জামা এবং লম্বা আস্তীনের নীচা কোরতা বানাইয়া ব্যবহার করিবে এবং এই রকম মোটা কাপড়েরই দোপাট্টা বানাইবে। খুব খেয়াল রাখিবে যেন কাপড় মাথার উপর হইতে সরিয়া না যায়। তবে যদি ঘরের মধ্যে নিজের সহোদর ভাই, বাপ কিংবা মেয়েলোক ব্যতীত অন্য কেহ না থাকে, তবে মাথা খুলিয়া যাওয়াতে কোন ক্ষতি নাই। কাহাকেও বেড়ার ফাঁক দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিবে না, বিবাহ শাদীতে বা অন্য কোন যেয়াফতে কোথাও যাইবে না, এবং অন্য কাহাকেও কোন বিষয়ে খোটা দিবে না। কাহাকেও অভিশাপ (বদ্‌দোআ বা লা'নত) করিবে না, অসাক্ষাতে কাহারও নিন্দা করিবে না। পাঁচ ওয়াক্ত নামায আউয়াল ওয়াক্তে পড়িবে এবং মনোযোগের সহিত রুকু সেজদা ভালভাবে আদায় করিয়া ধীরে ধীরে পড়িবে। হায়েয-নেফাস হইতে পাক হইয়া খুব খেয়াল রাখিবে যেন, এক ওয়াক্ত নামাযও ছুটিতে না পারে। নেছাব পরিমাণ জেওর বা খাঁটি সোনা-রূপার কামদার কাপড়, জুতা থাকিলে হিসাব করিয়া তাহার যাকাত দিবে। "বেহেশতী জেওর" নামক একখানা কিতাব আছে, সেই কিতাবখানা হয়ত নিজেই পড়িয়া লইবে না হয় কাহারও দ্বারা পড়াইয়া শুনিবে এবং সেই অনুযায়ী চলিবে। স্বামীর খুব তাবেদারী করিবে এবং তাহার কোন কিছু তাহাকে না জানাইয়া খরচ করিবে না। কোনরূপ গান-বাদ্য (হারমোনিয়াম, ছেতারা, কলের গান ইত্যাদি) কখনও শুনিবে না। যদি কোরআন শরীফ পড়িয়া থাক, তবে দৈনিক কিছু পরিমাণ তেলাওয়াত করিবে। যদি কোন কিতাব বা বই কিনিতে ইচ্ছা হয়, আগে কোন ভাল আলেমের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া লইবে; যদি তিনি ভাল বলেন, তবে কিনিবে, নতুবা কিনিবে না। যেখানে রছম রছুমাতের মিঠাই ইত্যাদি দেওয়া হয় সেখানে যাইবে না এবং তাহাতে শরীক হইবে না।

যাহারা যেক্‌র শোগল করে তাহাদের প্রতি নছীহত ঃ

উপরে যে নছীহতগুলি লেখা হইয়াছে ঐগুলি দেখিবে। প্রত্যেক বিষয়ে হযরত রসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সুন্নতের পায়রবী করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। (সুন্নতের পায়রবী করিলে দেলের মধ্যে নূর পয়দা হয়) কেহ কোন কাজ তোমার মতের বিরুদ্ধে করিলে বা বলিলে তাহা নীরবে সহ্য করিবে, প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া যাইবে না ; বিশেষতঃ যাবৎ শরীরের রাগ থাকে তাবৎ ত কিছুই বলিবে না। নিজেকে কখনও কামেল এবং গুণী বলিয়া মনে ধারণা করিবে না। কোন কথা মনে আসিলে তাহা চিন্তাকরিয়া দেখিবে। যদি দেখ যে, কথাটি বলিলে কোন ক্ষতি নাই ; বরং দুনিয়ার বা দ্বীনের কোন লাভ আছে, তবে বলিবে, নতুবা জবানকে বন্ধ করিয়া রাখিবে। কোন মন্দ লোককেও মন্দ বলিবে না, অন্য কেহ যদি বলে তাহাও শুনিবে না। কোন দরবেশ যদি এরকম দেখ যে, তাহার অন্যান্য সব কাজ ত শরীঅতের মোয়াফেক, কিন্তু কোন হাল গালেব হওয়ার দরুন কোন কারণে একটি কাজ হয়ত তোমার খেয়ালে শরীঅতের খেলাফ হইতেছে, তবে তাহাকে মন্দ বলিবে না। মুসলমান যতই ক্ষুদ্র এবং যতই গোনাহ্‌গার হউক না কেন কিন্তু তুমি কিছুতেই তাহাকে হেকারত করিবে না। ধন বা সম্মান সঞ্চয় করিবার জন্য লোভ করিবে না। তা'বীজ লেখা, সূতা পড়া, পানি পড়া, এসব করিবে না। কেননা, ইহাতে আম লোকের বেশী ভিড় হইলে দেল স্থির থাকে না। যেসব লোক যেক্‌র শোগল করে তাহাদের সঙ্গে থাকিবার জন্য যথাসধ্য চেষ্টা করিবে। কেননা, ইহাতে দেলের মধ্যে নূর পয়দা হয় এবং সাহস ও স্ফূর্তি বাড়ে। দুনিয়ার ঝঞ্জাট বেশী বাড়াইবে না। অনাবশ্যক আসবাব-পত্র জমা করিবে না। একা থাকিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। অনাবশ্যক লোকের সঙ্গে বেশী মিলামিশা করিবে না। যদি

কোন আবশ্যক পড়ে, তবে সকলের সঙ্গে নম্র ও ভদ্র ব্যবহার করিবে এবং কাজ শেষ হওয়া মাত্র তৎক্ষণাৎ সরিয়া পড়িবে। নিজের জানা শোনা লোকদের নিকট হইতে আরও বেশী দূরে থাকিবে; হয় আল্লাহ্‌ ওয়ালাদের কাছে, না হয় এমন গরীব মিসকীনদের কাছে যাইবে যাহাদের সঙ্গে কোন রকম জানা শোনা নাই। কেননা, এই রকম লোকদের দ্বারা ক্ষতি কম হয়। নিজের দেলের মধ্যে কোন কাইফিয়ত পাইলে বা কোন এল্‌ম ও মা'রেফাতের কথা জাহের হইলে তাহা পীরের খেদমতে আরজ করিয়া দিবে, পীরের কাছে কোন খাছ শোগলের জন্য দরখাস্ত করিবে না। যেক্‌র করিলে যে-সব তাছির দেলের মধ্যে পয়দা হয় তাহা নিজের পীর ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট বলিবে না। মা'রেফাতের কিতাব দেখিবার ইচ্ছা হইলে আগে "তালিমুদ্দীনের" পঞ্চম (বাংলা ২য়) হেচ্ছা এবং "কেলিদে মছনবী" দেখিবে, কিন্তু মা'কুল এবং মনকুল উভয় এলম ভালমত জানা আবশ্যক। নিজের ভুল বুঝে আসা মাত্র নিঃসঙ্কোচে ভুল স্বীকার করিয়া লইবে, কখনও নিজের কথা রক্ষা করার জন্য হিলা-বাহানা করিবে না। সব সময় সব হালতে, সব কাজে, আল্লাহ্‌র কাছে এই দো'আ করিতে থাকিবে যে, আয় আল্লাহ্‌! আমাকে দ্বীনের উপর মজবুতির সঙ্গে কায়েম রাখ। (কছ্‌দুছ্‌ ছবীল পূর্ণ হইল)

কছ্‌দুছ্‌ ছ্‌বীলের জমীমা

পীর মুরীদের সংক্ষিপ্ত সারমর্ম ঃ

১। সব পীরের জন্য কাশ্‌ফ ও কারামাত হওয়া জরুরী নহে। কাহারও হয়, কাহারও হয় না।

২। পীর, মুরীদের নাজাতের জন্য জিম্মা লইতে পারে না।

৩। তাবীজ-তুমার দ্বারা বিপদ-আপদ দূর করিয়া দেওয়া, মকদ্দমা জিতাইয়া দেওয়া, কামাই রোজগারে উন্নতি করাইয়া দেওয়া, ফুঁক দিয়া রোগ ভাল করিয়া দেওয়া, ভবিষ্যতের কথা জানাইয়া দেওয়া পীরের কাজ নয়।

৪। তাওয়াজ্জুহ্‌ দিলে মুরীদের আর কিছুই করিতে হইবে না, আপনা আপনিই তাহার এছলাহ্‌ হইয়া যাইবে গোনাহ্‌র খেয়ালও আসিবে না, এবাদত করিবার জন্য কোন চেষ্টা বা কষ্ট করিতে হইবে না কিংবা মুরীদ হইলে এল্‌ম হাছেল করা বা কোরআন শরীফ হেফয করা সহজ হইয়া যাইবে এইসব কথা পীর বলিতে পারে না।

৫। সব সময় বা এবাদতের সময় লজ্জত হাছেল হওয়া, এবাদতের মধ্যে অন্য খেয়াল মাত্রও না আসা, খুব কাঁদন আসা, এমন বেহুঁশ হইয়া যাওয়া যে, আপন পরেরও খবর থকে না ইত্যাদি, যে বাতেনী কাইফিয়ত আছে তাহা হাছেল হইবার জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট নাই; বরং হয়ত কাহারও মোটেই না হইতে পারে।

৬। যেক্‌র শোগল করিলে সেজন্য কোন নূর দেখিতে পাওয়া গায়েব হইতে কোন আওয়াজ শুনা এই সব জরুরী নহে।

www.banglakitab.weebly.com

৭। ভাল ভাল স্বপ্ন দেখা কিংবা এল্হাম হওয়া জরুরী নহে। আসল মকছুদ আল্লাহ্ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করা এবং ইহার একমাত্র উপায় শরীঅতের হুকুমসমূহের যথারীতি পায়রবী করা। কিন্তু শরীঅতের হুকুমগুলি দুই প্রকারেরঃ কতকগুলি এমন, যাহা বাহ্যিক শরীর দ্বারা পালন করা হয়, যেমন—নামায, রোযা, যাকাত, তেলাওয়াত, আমানত, মান্নত পুরা করা, নেকাহ্, তালাক, স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর দায়িত্ব, কসম, কসমের কাফ্ফারা, পরস্পর কারবার করা, মকদ্দমার পায়রবী করা, সাক্ষ্য দেওয়া, অছিয়্যত করা, মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টন, সালাম, পরস্পর কথাবার্তা বলা, খাওয়া, পরা, শোয়া, উঠা, বসা, কাহারও বাড়ীতে মেহ্মান হওয়া, নিজের বাড়ীতে মেহ্মানদারী করা ইত্যাদি। এই সব কাজ সম্বন্ধে শরীঅতে যেই সমস্ত হুকুম আছে, তাহা হস্ত-পদ ইত্যাদি বাহ্যিক অঙ্গ দ্বারা পালন করা হয়। এই সমস্ত মাছ্আলা যে এলমে পাওয়া যায় তাহাকে 'ফেকাহ্' বলে। আর কতকগুলি হুকুম শরীঅতে এমন আছে, যাহা দেলের দ্বারা পালন করিতে হয়, যেমন, আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে মহব্বত রাখা, আল্লাহ্ তা'আলার ভয় দেলের মধ্যে রাখা, আল্লাহ্ তা'আলার কথা সব সময় মনে রাখা, (এক দমও না ভুলা) দুনিয়ার মহব্বত কম করা, আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে (মনের বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে) যাহাকিছু হয় তাহাতে সন্তুষ্ট থাকা, লোভ না করা, এবাদত করিবার সময় এবাদতের দিকে মনোযোগ রাখা, দ্বীনের কাজ শুধু আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য করা, কাহাকেও নিজ হইতে ছোট মনে না করা, নিজকে ভাল মনে না করা, রাগ দমন করা, সম্মানের লোভ না করা, সুখে শোক্র ও দুঃখে ছবর করা ইত্যাদি। এই সব হুকুম দেলের দ্বারা পালন করা হয় এবং এই সব হাছেল করাকে "ছলুক" বলে। (ছলুক অর্থ আল্লাহ্র রাস্তায় চলা, এই রাস্তায় চলিবার জন্য মুরীদ হইতে হয়।) যে সব হুকুম বাহ্যিক শরীরের দ্বারা পালন

করিতে হয় তাহার মধ্যে যেমন ফরয-ওয়াজেব আছে, সেই রকম যে সব হুকুম দেলের দ্বারা পালন করিতে হয় তাহার মধ্যেও ফরয-ওয়াজেব আছে।

দেল ঠিক না হওয়ার কারণে (দেলের দ্বারা যে সব হুকুম পালন করিত হয় তাহা রীতিমত পালন না হইলে) অনেক সময় যাহেরও নষ্ট হইয়া যায় (অর্থাৎ, বাহ্যিক হুকুমগুলিও রীতিমত আদায় হয় না)। যেমন, যাহার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বত কম আছে সে নামাযের মধ্যে ছুছ্তি করিবে বা জল্দি রুকু-সেজদা করিয়া কোন রকমে কাজ চালাইবে। যাহার মধ্যে বখিলীর দোষ আছে, সে যাকাত এবং হজ্জ আদায় করিতে সাহস করিবে না। যে নিজেকে বড় মনে করিবে বা অতিশয় রাগের বশীভূত হইবে, সে হয়ত কাহারও উপর অন্যায় অত্যাচার করিয়া বসিবে বা কাহারও হক নষ্ট করিয়া বসিবে। এইরূপে আরও অনেক জায়গায় এরকম দেখা যায় যে, ভিতর দুরুস্ত হয় না। যদি কেহ একান্ত চেষ্টা করিয়া বাহির দুরুস্ত করিয়া লয় (অর্থাৎ, দেলকে দুরুস্ত না করিয়া শুধু যাহেরী হুকুমগুলি পালন করে) তবুও ভিতর দুরুস্ত না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বাস করা যায় না। হয়ত বেশী দিন টিকিবে না বা পরীক্ষার সময় ফেল হইয়া যাইবে। সুতরাং পরের দুইটি কারণ বশতঃ দেলকে দুরুস্ত করা জরুরী সাব্যস্ত হইল। কিন্তু পাঠক! মনে রাখিবেন, দেলের মধ্যে যে সব রোগ (দোষ) থাকে, তাহা বুঝে কম আসে। যদিও কাহারও কাহারও কিছু বুঝে আসে তবুও উহা সংশোধন করার নিয়ম জানা থাকে না। যদি কেহ সংশোধন করার নিয়মও জানিয়া লয়, তবুও নফ্সের (এবং শয়তানের) সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া একা একা জয়ী হইতে পারে না। তাই এই সব জরুরতের কারণে কামেল পীর ধরার আবশ্যক হয়। তিনি নফ্সের মধ্যে যে সমস্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রোগ (দোষ) থাকে তাহা বুঝিতে পারেন এবং বুঝিয়া মুরীদকে সতর্ক করিয়া দেন এবং সেই

দোষগুলি হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার তদ্বীরও বাতাইয়া দেন। তদ্বীরগুলি যাহাতে শীঘ্র এবং প্রবলভাবে তাছির করিতে পারে সেইজন্য এবং নফ্সের মধ্যে যে সব রোগ আছে তাহার চিকিৎসা যাহাতে সহজ হইয়া যায়, সেইজন্য এবং নফসের মধ্যে দুরুস্তির মাদ্দা পয়দা হইবার জন্য কিছু যেক্র শোগলও বাতাইয়া থাকেন। এই সব ফায়দা ছাড়া যেক্র করিলে ছওয়াবও পাওয়া যায়। সুতরাং দেখা যায় যে, মুরীদ হইয়া দুইটি কাজ করিতে হইবে, একটি জরুরী অর্থাৎ শরীঅতের উভয় প্রকার হুকুমের রীতিমত পায়রবী করিতে হইবে, চাই যাহেরী হুকুম হউক, চাই বাতেনী এবং দেলের হুকুম হউক। দ্বিতীয়টি মোস্তাহাব অর্থাৎ, খুব বেশী করিয়া যেক্র করিতে হইবে। আহ্কামের পাবন্দিতে আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট হইবেন এবং মুরীদ আল্লাহ্র পেয়ারা হইবে এবং বেশী করিয়া যেক্র করাতে আল্লাহ্ তা'আলা আরও বেশী সন্তুষ্ট হইবেন এবং মুরীদ আল্লাহ্র আরও বেশী পেয়ারা হইবে। এই হইল পীর-মুরীদির হাছেল ও সারকথা এবং পীর-মুরীদির উদ্দেশ্য।

মুরীদ হইয়া যে সব কাজ করিতে হইবেঃ

১। "বেহেশ্তী জেওর"-এর এগার খন্ড সম্পূর্ণ—প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এক এক শব্দ করিয়া হয় পড়িতে হইবে, না হয় কাহারও দ্বারা পড়াইয়া শুনিতে হইবে।

২। সমস্ত কাজ বেহেশতী জেওর' অনুযায়ী করিতে হইবে।

৩। যে কোন কাজ সামনে আসে, যদি সে সম্বন্ধে মাছআলা জানা না থাকে, তবে সে কাজ করিবার পূর্বেকোন ভাল আলেমের কাছে উহার মাছআলা জিজ্ঞাসা করিয়া লইবে। তিনি যে রকম বাতান সেই অনুযায়ী কাজ করিতে হইবে।

৪। পুরুষের পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআতের সঙ্গে মসজিদে গিয়া পড়িতে হইবে এবং স্ত্রীলোকের পাঁচ ওয়াক্ত নামায আউয়াল ওয়াক্তে ঘরের কোণে দাঁড়াইয়া পড়িতে হইবে।

৫। যাকাতের পরিমাণ সম্পত্তি হইলে রীতিমত হিসাব করিয়া যাকাত দিতে হইবে। ওশোর অর্থাৎ ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করিতে হইবে।

৬। হজ্জ করার যোগ্য অবস্থা হইলে হজ্জ করিতে হইবে, উপযুক্ত অবস্থা হইলে ছদ্‌কায়ে-ফেতর দিতে হইবে এবং কোরবানী করিতে হইবে।

৭। নিজের স্ত্রী-পুত্রের হক আদায় করিতে হবে। তাহাদিগকে দ্বীনের এলম ও আমল শিক্ষা দেওয়াও তাহাদের একটা হক। এই হক আদায় করিবার আছান ছুরত এই যে, যাহারা বেহেশতী জেওর পড়িতে পারে তাহারা যাবৎ জরুরী সব মাছআলা ইয়াদ না হইয়া যায়, তাবৎ ঘরের ছেলেমেয়েদের বেহেশতী জেওর প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পড়িয়া শুনাইবে। একবার শেষ হইলে আবার শুরু করিবে। সব মাছআলা ইয়াদ না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ করিতে থাকিবে। আর যাহারা পড়িতে না পারে, তাহারা ভাল আলেমের কাছে মাছআলা ইয়াদ করিয়া বাড়ীতে গিয়া শুনাইবে। (ছেলেমেয়েদের দ্বীনি এলম শিক্ষা দিবে, তাহাদের আকায়েদ, আ'মল-আখলাক ঠিক করিবার জন্য যথাসাধ্য যত্ন লইবে।)

মুরীদ হইয়া এই সব কাজ ছাড়িতে হইবে ঃ

(পুরুষ) দাড়ি কামাইতে পারিবে না। চার আঙ্গুলের কম রাখিয়া দাড়ি কাটিতে পারিবে না। মাথার সামনের চুল লম্বা রাখিতে পারিবে না। টাখ্‌না স্পর্শ করে এমন পায়জামা বা লুঙ্গি পরিতে পারিবে না,

প্যাণ্ট, হাফ্‌-প্যাণ্ট পরিতে পরিবে না রেশমি বা জরির কাপড় (চার আঙ্গুলের চেয়ে বেশী পরিতে পারিবে না এবং নিজের ছেলেদেরও পরিতে দিবে না। বিজাতির পোশাক পরিতে পারিবে না, সোনার আংটি পরিতে পারিবে না। রূপার আংটি এক মেছকালের (এক সিকি পরিমাণ) বেশী পরিতে পারিবে না।

(স্ত্রী) পুরুষের মত লেবাস পরিতে পারিবে না। যে জেওর (ঝম্‌ ঝম্‌ করিয়া) বাজে তাহা পরিতে পারিবে না। পাতলা কাপড় পরিতে পারিবে না। এমন ছোট কাপড় পরিতে পারিবে না যাহাতে শরীরের কতকাংশ খোলা থাকে। মাথার চুল কাটিতে পারিবে না। বে-পর্দা হইতে পারিবে না।

(পুরুষ) কোন আওরতের দিকে বা কোন বালকের দিকে তাকাইতে পারিবে না। স্ত্রীলোকদের সঙ্গে বা বালকদের সঙ্গে মেলা-মেশা রাখিতে পারিবে না। গায়ের মাহ্‌রাম আওরতের কাছে বসিতে পারিবে না। গায়ের মাহ্‌রাম আওরতের সঙ্গে কোন জায়গায় একাকী থাকিতে পারিবে না।

(স্ত্রী) গায়ের মাহ্‌রাম মরদের কাছে বসিতে পারিবে না। গায়ের মাহ্‌রাম মরদের সঙ্গে কোন জায়গায় একাকী থাকিতে পারিবে না। কোন গায়ের মাহ্‌রামের (চাই সে পীরই হউক না কেন, চাই কোন ঘনিষ্ট আত্মীয়ই হউক না কেন) সামনে একান্ত ঠেকা ছাড়া বাহির হইতে পারিবে না, যদি একান্ত ঠেকা বশতঃ কখনও বাহির হইতে হয়, তবে ময়লা কাপড় পরিয়া মাথা, হাত, পা,গলা, কান ইত্যাদি খুব ভাল মত ঢাকিয়া রাখিবে। কেননা, গায়ের মাহ্‌রামকে এই সব অঙ্গ দেখান বা সৌন্দর্য দেখান হারাম। মুখের সামনে লম্বা ঘোম্‌টা রাখা অতি উত্তম। ভাল কাপড় পরিয়া (বা খোশবু লাগাইয়া) বাহিরে আসা অতি খারাপ।

এইরূপে গায়ের মাহ্‌রাম আওরত মরদে হাসি-ঠাট্টা করা বা অনর্থক কথা-বার্তা বলাও ছাড়িয়া দিতে হইবে।

বিবাহ-শাদীতে ধুমধামের সহিত বরযাত্রীদের সঙ্গে যাইতে পারিবে না, তবে বিবাহ পড়ানের সময় নিকটের লোকদের যে ডাকা হয়, তাহাতে যাওয়ায় কোন দোষ নাই। নামের জন্য কোন কাজ করিতে পারিবে না, যেমন আজকাল শাদী-বিবাহ বা কাহারও মৃত্যুর পর যিয়াফত ইত্যাদি করা হয় বা টাকা দেওয়া-নেওয়া হয়, এসব ছাড়িয়া দিতে হইবে। সন্তানাদি বা অন্য কোন প্রিয়জন মারা গেলে চিল্লাইয়া কাঁদিতে এবং তাহার জন্য তিজা, চল্লিশা ইত্যাদি করিতে পারিবে না। শরীঅত অনুসারে বণ্টন না করিয়া মৃত ব্যক্তির কাপড়-চোপড় বা ব্যবহৃত জিনিস ইত্যাদি খয়রাত করিতে পারিবে না। ভগ্নী বা ফুফুদের অংশ রাখিতে পারিবে না, দিয়া দিবে। তাহাদের (স্ত্রীর অংশ থাকিলে তাহা তাহার আন্তরিক খুশী ব্যতিরেকে খাইতে পারিবে না) অধীনস্থ চাকর বা রাইয়ত প্রজা বা মজদুর গরীবদের সঙ্গে কোন রকম অন্যায় ব্যবহার করিতে পারিবে না। মিথ্যা মকদ্দমা করিতে বা মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বা মিথ্যা মকদ্দমার পায়রবী করিতে পারিবে না। কবুলিয়াতের জমি মালিককে সন্তুষ্ট করা ব্যতীত শুধু আইনের জোরে রাখিতে পারিবে না (অনেক কথা আইনে টিকে, কিন্তু শরীঅতে টিকে না, সেখানে শরীঅতকে ছাড়িতে পারিবে না) রেহেন রাখিয়া তাহার আয় খাওয়া, ঘুষ লওয়া, জীব-জন্তুর ছবি আঁকা বা রাখা, কুকুর পালা, ঘুড়ি উড়ান এবং ছেলেদেরকেও উড়াইতে দেওয়া, আতশবাজী জ্বালান, গরুর লড়াই, কবুতরের লড়াই বা ঘোড়-দৌড়, গরু-দৌড়, নৌকা-দৌড় ইত্যাদি কাজ নিজেরাও করিবে না এবং ছেলেদেরকেও করিতে বা দেখিতে দিবে না। গান-বাদ্য শুনিতে পারিবে না। মেলায়, তেহারে, রেসে বা বায়স্কোপে যাইতে পারিবে না। (মাছআলা মাছায়েলের পুথি

ব্যতীত অন্য কোন পুথি পড়িতে পারিবে না।) কলের গান শুনিতে পারিবে না (তাহা আযান বা ক্বোরআনের আয়াতই হউক না কেন।) বুযুর্গদের মাযারে যে ওরছ হয় তাহাতে যাইতে পারিবে না। কোন বুযুর্গের নামে মান্নত মানিতে পারিবে না। টোনা-টোট্‌কা, জ্যোতিষি গণনা ইত্যাদি করাইতে পারিবে না। কোন গণকের কাছে বা কোন জ্বিনের কাছে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে না। গীবত, চোগলখোরি করিতে পারিবে না। মিথ্যা কথা বলিতে পারিবে না। কোন জিনিস বিক্রি করিতে ধোকা দিতে পারিবে না। জায়েয চাকরীতে কর্তব্য কাজে অবহেলা করিতে পারিবে না। (স্ত্রী) স্বামীর সঙ্গে জবান-দারাজি করিতে পারিবে না এবং তাহার জিনিস তাহার বিনা অনুমতিতে বেচিতে বা কাহাকেও দিতে পারিবে না এবং স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাড়ীর বাহিরে যাইতে পারিবে না। স্বামী অনুমতি দিলেও বে-পর্দাভাবে বাহিরে যাইতে পারিবে না (হাফেয) ক্বোর্‌আন শরীফ পড়িয়া টাকা লইতে পারিবে না এবং (মৌলবী) ওয়ায করিয়া বা মাছআলা বাতাইয়া টাকা লইতে পারিবে না। অথবা বাহাছ-মোবাহাছার মধ্যে পড়িতে পারিবে না। মুরীদ করিবার বা তাবীয গণ্ডা করিবার খাহেশ করিতে পারিবে না। এই হইল সংক্ষিপ্ত বয়ান। বিস্তৃত বর্ণনা অন্যান্য রেছালায় পাইবেন।

আরও কতক নছীহত

[ক্বেবলা ও কা'বা হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ্‌ ছাহেব ক্বোদ্দেছা ছেররুহুর লিখিত 'যিয়ায়ুল্‌কুলূব কিতাব হইতে উদ্ধৃত]

মুরীদের কর্তব্য ঃ

তরীকতপন্থী খোদার আশেক এবং খোদার পথের পথিকের সর্বপ্রথম কর্তব্য এই যে, সর্বপ্রথমে ঈমানকে দুরুস্ত করিতে হইবে, আহ্‌লে-সুন্নত-ওয়ালজামাআতের সমস্ত আকীদাগুলি শিক্ষা করিয়া

তদনুযায়ী দেলে একীনি বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। তারপর কোর্‌আন-হাদীসের আদেশানুসারে এবং ছাহাবা, তাবেয়ীন, তাবয়ে-তাবেয়ীন, আয়েম্মায়ে মোজতাহেদীনের কথা অনুসারে রসূলের তরীকার অনুসরণ করিতে হইবে। ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ও মোস্তাহাব সবই রসূলের তরীকা। তবে আগে ফরয, তারপর ওয়াজেব, তারপর সুন্নত, তারপর মোস্তাহাব, ইহাই তরতীব। ফরয বলিতে শুধু নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত বুঝায় না। অধিকন্তু মিথ্যা না বলা, লোকের মনে কষ্ট না দেওয়া, লোকের ক্ষতি না করা, কাহাকেও ধোকা না দেওয়া, চুরি না করা, আমানতের হেফাযত করা, আমানতের খেয়ানত না করা, আল্লাহ্‌র হুকুম-আহ্‌কামগুলি শিক্ষা করা, ঘুষ-সুদ না খাওয়া, পর্দা-প্রথা পালন করা, পর-স্ত্রী স্পর্শ বা দর্শন না করা, গান-বাদ্য না শুনা, যুলুম না করা, আল্লাহ্‌র দোস্তের সঙ্গে দুস্তি এবং আল্লাহ্‌র দুশমনের সঙ্গে দুশ্‌মনি রাখা, অযথা কথা, অনাবশ্যক কাজ এবং পাপ কাজ হইতে বিরত থাকা, হালাল উপায়ে রোযগার করা, অর্থের সদ্ব্যবহার করা, অসদ্ব্যবহার না করা, দাড়ি রাখা, দুস্থ-গরীবদের প্রতি দয়া করা ও নম্র ভদ্র ব্যবহার করা, কর্কশভাষী না হওয়া, ছতর ঢাকিয়া রাখা, হিংসা-বিদ্বেষ পরিত্যাগ করা, মুসলমানে মসলমানে গালা-গালি, লাঠা-লাঠি না করা, ভাই-বোন ও মা-বাপের সহিত অসদ্ব্যবহার না করা এবং তাস, পাসা, সতরঞ্জ, থিয়েটার ও বায়স্কোপ ইত্যাদির খেল-তামাশা পরিত্যাগ করা, ইসলামের উন্নতি, ধর্মের খেদমতের জন্য জান-মাল কোরবান করিয়া রাখা, ছেলে-মেয়েদের ইসলামী আদব-কায়দা ও চাল-চলন এবং ইসলামী বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া, ওযু-গোসল, পাক-নাপাক, জায়েয-নাজায়েয, হালাল-হারামের মাছআলা-মাছায়েল জানিয়া তদনুযায়ী চলা, অধীনস্থগণকে এবং পার্শ্ববর্তী লোকদেরে ধর্মের দিকে টানিয়া আনিবার জন্য অনবরত চেষ্টা করা, বিজাতির অনুসরণ না করা, কুসংসর্গ হইতে

দূরে থাকিয়া সৎসংসর্গ অবলম্বন করা ইত্যাদিও ফরয এবং ওয়াজেবেরই অন্তর্ভুক্ত। তারপর নফসের এছ্‌লাহে লিপ্ত হইতে হইবে অর্থাৎ নফসের মধ্যে যে দোষগুলি আছে তাহা ক্রমান্বয়ে নফসের সহিত জেহাদ করিয়া দূর করিতে হইবে দোষগুলির সংক্ষিপ্ত তালিকা এই ঃ

দিলকে আয়না-তুল্য করিতে যদি চাও,
দশটি খাছলত তবে দূর করে দাও ;
কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, মদ, মোহ, কীনা,
গীবৎ, বখিলি, মিথ্যা, হারাম, কুধারণা।

তারপর ভাল খাছলতগুলি নিজের ভিতর জন্মাইতে অভ্যাস করিতে হইবে এবং দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিতে হইবে। ভাল খাছলতগুলির সংক্ষিপ্ত তালিকা এই ঃ

খোদার নৈকট্য যদি পাইবার চাও,
এ দশটি খাছলত তবে ভিতরে জন্মাও ঃ
ছ্‌বর, শোকর, সন্তোষ, একীন ও এলেম,
তওবা ও খলুছ্‌, ভয়, তাওয়াক্কুল ও প্রেম।

শরীয়তে যে সমস্ত কাজ করার হুকুম আছে সে-সব করিবে। যে-সব কাজ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে সে-সব ছাড়িয়া দিবে। গোনাহ্‌র কাজ হইতে দূরে থাকিবে। সব সময় সব কাজে সুন্নতের পায়রবী করিতে যত্নবান হইবে। যে সব কাজ করিতে স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হইয়াছে, সে-সব হইতে দূরে থাকাই চাই, তা'ছাড়া যে-সব কাজে সন্দেহ বা মতভেদ আছে, সে-সব হইতেও দূরে থাকিবে। ঘটনাক্রমে যদি কোন গোনাহ্‌র কাজ হইয়া পড়ে, কালবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ তওবা করিবে। আল্লাহ্‌র কাছে মাফ চাহিয়া লইবে এবং নেক কাজ করিয়া ক্ষতিপূরণ করিবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআতের সঙ্গে মসজিদে গিয়া পড়িবে।

www.banglakitab.weebly.com আমি কার পেছনে চলবো? Page:(127)

ফরয, ওয়াজিব এবং সুন্নত আদায় করিয়া যে সময় বাঁচে তাহাতে নিজের দেলকে দুরুস্ত করিবার চেষ্টা করিবে। নফল নামায এবং অযীফার পিছে বেশী না পড়িয়া দেলকে দুরুস্ত করিবার জন্য বেশী চেষ্টা করিবে এবং দেল দুরুস্ত করাকেই নিজের আসল এবং হামেশার কর্তব্য বলিয়া মনে করিবে এক দমও গাফেল থাকিবে না। দেলের মধ্যে যদি জওক-শওক পাও, তবে আল্লাহ্ তা'আলার শোকর করিবে। অল্পকেও বেশী মনে করিবে। সব কাজ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য করিবে; কাশফ ও কারামত জাহের হইলে তাহাতে সন্তুষ্ট হইবে না; বরং বেজার হইবে এবং দেলের সহিত এই আকাঙ্ক্ষা করিবে যেন ঐরূপ না হয়। বস্তের (১) হালতে শোকর করিবে, ফখর করিবে না। শরীঅতের হদের বাহিরে যাইবে না। ক্বয্ আসিলে তাহাতে ভগ্নোৎসাহ বা নিরাশ হইবে না, সাহসে বুক বাঁধিয়া যথাযথভাবে সব কাজ ঠিক মত করিতে থাকিবে। সব এবাদতের মধ্যে নিজের উপর বদ্-গোমানী রাখিয়া এই মনে করিবে যে, আমি ত এবাদতের হক কিছুই আদায় করিতে পারিলাম না। নিজের দেলের অবস্থা যার তার কাছে বলিবে না। মা'রেফতের কথা প্রকাশ্যে সকলের সামনে বয়ান করিবে না এবং যে ব্যক্তি সেই সব কথা বুঝার যোগ্য নহে তাহার কাছে ত বয়ান করিবেই না এবং যে উপযুক্ত হয় তাহার কাছেও গুপ্তভাবে বয়ান করিবে। প্রত্যেক কাজের জন্য সময় নির্দিষ্ট করিয়া সব কাজ সময় মত করিবে, যেন কোন একটু সময়ও নষ্ট না হয়। বার বার মনের গতি বদলাইবে না; যখন যা ইচ্ছা হইল তখন তা করিলাম, এরকম করিবে না। দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যা কিছু আছে ঐ সব দেল হইতে দূর করিয়া

---

(১) যেক্র শোগল ও এবাদতে মন লাগাকে "বস্ত" বলে। ইহার বিপরীত মন না লাগাকে "ক্বয" বলে।

দিবে—নতুবা হাজার বৎসর পর্যন্ত যেক্র শোগল করিলেও কোন ফল হইবে না। তোমার দেল যেমন একখানা আয়না, ইহাতে যেন মাশুক অর্থাৎ খোদা ব্যতীত অন্য কাহারও প্রতিবিম্ব না পড়িতে পারে। ইজ্জত এবং মর্তবার খায়েশ হইতে পানাহ্ মাঙ্গিবে। কেননা, এই খায়েশ গোমরাহী। সময়কে অমূল্য রত্ন মনে করিবে, হেলায় এ-রত্ন কখনও হারাইবে না। কেননা, যে সময়টুকু চলিয়া যায় তাহা আর ফিরিয়া আসে না। মুরীদ হইয়া আলস্য পরিত্যাগ করত অসমসাহসিকতার সহিত ভাল কাজ করিতে হইবে। নিজের সুখ-দুঃখের চিন্তাকে দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে, নতুবা আল্লাহ্কে পাওয়া যাইবে না। যাহারা দ্বীনের কদর বুঝে না, যাহারা তরীকত মানে না, বেদআতী, শরার বরখেলাফ ফকীর এবং যাহারা সুন্নতের বর-খেলাফ চলে তাহাদের নিকট হইতে (যদিও তাহারা কাশ্ফ ও কারামাত দেখায়, এমন কি, যদিও শূন্যে উড়িতে বা শুকনা পায়ে নদী পার হইতে পারে তবুও তাহাদের নিকট হইতে) সব সময় দূরে থাকিবে। জরুরত মত যতটুকু জরুরত হয় ততটুকু মেলা-মেশা করিবে, জরুরত ছাড়া মেলা-মেশা করিবে না। নেককার হউক আর বদকার হউক, সকলের সঙ্গেই শিষ্টাচার এবং নম্র ব্যবহার করিবে। আজেযীকে নিজের খাছলত বানাইয়া রাখিবে। কাহারও উপর কোন এ'তেরাজ করিবে না। কথা বলিতে নম্রভাবে এবং নরমীয়তের সহিত বলিবে। চুপ থাকাকে ভালবাসিবে। চুপে চুপে নিজের কাজে লিপ্ত থাকিবে। দেলের মধ্যে সব সময় এত্মিনান এবং শান্তি রাখিবে, কোন মতেই দেলকে পেরেশান হইতে দিবে না। দুঃখ বা সুখ যাহাই পেশ আসুক না কেন সব আল্লাহ্র তরফ হইতে জানিয়া ছবর ও শোকর করিবে। সব সময় খেয়াল রাখিবে যেন দেলের মধ্যে গায়রুল্লাহ্র খেয়াল না আসিতে পারে। দ্বীনের খেদমত করাকে নিজের জিম্মার কাজ বলিয়া মনে করিবে। প্রত্যেক কাজের আগে নিয়ত খালেছ করিয়া

লইবে, তারপর কাজে হাত দিবে। পানাহার এত বেশী করিবে না যে শরীর অলস হইয়া যায় এবং এত কমও করিবে না যে, শরীর শুকাইয়া এবাদত-বন্দেগী হইতে মাহ্রূম হইয়া যাও। সব কাজেই এই রকম অতি বেশী এবং অতি কম হইতে বাঁচিয়া মধ্যাবস্থা অবলম্বন করিবে।

নফসকে যদি ভাল খাওয়াও, তবে তাহার দ্বারা সেই রকম কাজও লইবে। নিজের হাতের কামাই খাওয়া ভাল। বাল-বাচ্চার ভার গর্দানে না থাকিলে যদি কেহ তাওয়াককুল করিয়া বসে সে-ও মন্দ নয়। কিন্তু খবরদার! যেন অন্য কাহারও ভরসায় না থাক, খোদা তা'আলা ব্যতীত অন্য কাহারও হইতে কোন ক্ষতির আশঙ্কাও রাখিবে না, কোন লাভের আশাও রাখিবে না। খোদা তা'আলা ব্যতীত অন্য কিছুর সঙ্গে দেল লাগাইবে না। সতত খোদার তালাশে অস্থির ও ব্যাকুল থাকিবে। এক আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কিছুতেই সুখ এবং শান্তি লাভ করিবে না। যেখানেই যে অবস্থায়ই থাক না কেন, খোদা তা'আলার যেক্রে মশগুল থাকিবে। খোদা তা'আলার নেয়ামত যতই কম হউক না কেন তাহার শোকর আদায় করিতে থাকিবে। অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়িলে অনাহারে দিনপাত করিতে হইলে বা হাত খালি হইয়া গেলে তাহাতে আদৌ ঘাবড়াইবে না, মাত্রও পেরেশান হইবে না। বরং এই অবস্থাকে ইজ্জত এবং গৌরবের জিনিস বলিয়া মনে করিবে। কেননা আম্বিয়া আওলিয়াগণের এই রকম অবস্থা ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা বিনা আয়াসে তোমাকে সেই অবস্থা দান করিয়াছেন, তাই তোমার শোকর করা উচিত। অধীনস্থ লোকদের সঙ্গে নরম এবং স্নেহের ব্যবহার করিবে, তাহাদের ওজর কবুল করিবে, কোন খাতা-কছুর হইয়া গেলে তাহা মাফ করিবে। কাহারও নিন্দাবাদ বা কাহাকেও মন্দ বলিবে না, কাহারও দোষ দেখিবে না, সব সময় নিজের দোষের দিকে দৃষ্টি রাখিবে। সমস্ত মুসলমানকে নিজ অপেক্ষা ভাল মনে করিবে। নিজের কথা ঠিক হওয়া

সত্ত্বেও কাহারও সঙ্গে তর্কবিতর্ক করিবে না। মেহ্‌মান এবং মোছাফেরদের খেদমত করাকে নিজের ইজ্জত এবং গৌরব বলিয়া মনে করিবে। টাকা পয়সা খরচ করিবার সঙ্গতি হইলে উপযুক্ত স্থান দেখিয়া খরচ করিবে, যাহাতে নিজের বাতেনী নোকছান না হইয়া পড়ে। কোন জিনিসের সঙ্গে দেল লাগাইবে না। হওয়া না হওয়া, থাকা না থাকা, উভয়কে সমান মনে করিবে। গরীবের মত পোশাক পরাকে অন্তরের সহিত পছন্দ করিবে। খাওয়া-পরার যখন যেমন মিলে তাহাতেই তৃপ্ত থাকিবে। অন্য মুসলমান ভাইদের স্বার্থকে নিজের স্বার্থ অপেক্ষা বেশী দেখিবে। আল্লাহ্‌ তা'আলার রাস্তায় ভুক-পিয়াসকে দেলের সঙ্গে পছন্দ করিবে। কেননা, ভুক-পিয়াস খোদার দান। কম হাসিবে, বেশী কাঁদিবে। আল্লাহ্‌ তা'আলার আযাব এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার বে-নিয়াযি হইতে সব সময় ভীত কম্পিত থাকিবে। মৃত্যুর চিন্তার ফলে সব গায়রুল্লাহ্‌ দেল হইতে দূর হইয়া য়ায়, সুতরাং মৃত্যুর চিন্তাকে সব সময় দেলে জাগাইয়া রাখিবে; দোযখ হইতে সব সময় পানাহ্‌ মাঙ্গিতে থাকিবে, কেননা, দোযখ খোদা হইতে জুদায়ীর জায়গা। সর্বদা বেহেশ্‌ত মাঙ্গিতে থাকিবে; কেননা, বেহেশতই খোদার দীদারের ও খোদার সঙ্গে মিলনের প্রকৃত স্থান।

নফসের নিকট হইতে হিসাব লওয়া একান্ত আবশ্যক, দিনের হিসাব মাগরিবের পরে এবং রাত্রের হিসাব ফজরের পরে লইবে। নফসের নিকট হইতে হিসাব লওয়ার অর্থ এই যে, এই হিসাব করিয়া দেখিবে যে, আজ আমি কত গুলি ভাল কাজ করিয়াছি এবং কতগুলি মন্দ কাজ করিয়াছি; ভাল কাজগুলির উপর আল্লাহ্‌র শোকর করিবে এবং মন্দ কাজগুলির জন্য নফ্‌সকে তিরস্কার করিবে এবং খোদার কাছে আজেযির সঙ্গে মাফ চাহিবে। সত্যকথা বলা এবং হালাল রুজী খাওয়াকে নিজের উপর লাযেমী-দায়েমী করিয়া রাখিবে।

খেল-তামাশার জায়গায় যাইবে না। মূর্খতার কারণে দেশে যে-সব রছম জারি হইয়া গিয়াছে সে-সব হইতে দূরে থাকিবে। আল্লাহ্‌র দোস্তের সঙ্গে দোস্তি কর এবং আল্লাহ্‌র দুশমনের সঙ্গে দুশমনি কর, দুষ্টকে ত্যাগ কর বা শিষ্টকে পেয়ার কর, সব আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হওয়া চাই। কাহারও উপর যুলুম করিবে না, লোভ করিবে না। শরম রাখিবে, বেহায়া হইবে না। কথা কম বলিবে, কষ্ট কম অনুভব করিবে। পরস্পর শান্তির সঙ্গে থাকাকে ভালবাসিবে। সব কাজে আল্লাহ্‌র তাবেদার থাকিবে। সব সময় নেক কাজে লিপ্ত থাকিবে। চাল-চলন ভাল এবং ভদ্র রাখিবে। হালকা কথা বলিবে না, হালকা কাজ করিবে না, পাগলামী করিবে না। সব জায়গায় সহিষ্ণুতা ও বোর্দবারির সঙ্গে কাজ করিবে। ভাল খাছলতের ইহাই আলামত এবং ইহাই সদগুণাবলী। আর ইহাও জরুরী কথা যে, এই সব কেহ হাছেল করিয়া খবরদার যেন মগরুর না হয়, গর্ব না করে, ফখর মনে না আসে এবং নিজকে ভাল মনে না করে।

আবার ইহাও দরকার যে, আউলিয়াদের মাযার এবং বুযুর্গদের যেয়ারত হাছেল করিবে এবং যে সময় দেলের মধ্যে অন্য কোন চিন্তা না থাকে, তখন তাঁহাদের রূহের দিকে মন দিয়া তাঁহাদের রূহানিয়াতকে নিজের পীরের ছুরতে কল্পনা করিয়া তাঁহাদের ফয়েয এবং বরকত হাছেল করিবে (ইহা খাছ লোকদের জন্য) মাঝে মাঝে সাধারণ মুসলমান ভাইদের কবরের কাছে গিয়া নিজের মউত ইয়াদ করিবে। পীরের হুকুম এবং পীরের আদবকে আল্লাহ্‌ এবং আল্লাহ্‌র রসূলের হুকুম এবং আদবের পরিবর্তে মনে করিবে; কেননা, এই সব বুযুর্গ আল্লাহ্‌র রসূলের নায়েব। (পরিবর্তের অর্থ এই নয় যে, সেই পরিমাণ; বরং অর্থ এই যে, পীরের দর্জার মত তাঁহার তাযীম অর্থাৎ শরীয়তের মোওয়াফেক তাঁহার হুকুমগুলি পালন করিতে অবহেলা করিয়া তাঁহার মনে কষ্ট দিবে না।)

www.banglakitab.weebly.com আমি কার পেছনে চলবো? Page:(132)

কয়েকটি আদব ঃ

আদাবুল মোআ'শরাত হইতে—

হাদীস ঃ

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِه وَيَدِهٖ

ভাবার্থ ঃ "মুসলমান সে-ই যাহার (কোন কথা বা কোন ব্যবহারের) দ্বারা কোন মুসলমান কোনরূপ কষ্ট না পায়।

بهشت آنجا كه آزارى نبا شد
كسے را باكسے كارے نباشد

দুঃখ কষ্ট যথা নাই, পরস্পর ভাই ভাই,
মিলি মিশি থাকে যেন একটি পরাণ,
বেহেশ্‌ত তাহারই নাম সুখের নিদান

(১) যদি কোন কাজে লিপ্ত মুরব্বি ব্যক্তির জন্য অপেক্ষা করিতে হয়, তবে এমন স্থানে বা এমনভাবে বসিবে না যাহাতে তিনি জানিতে পারেন যে, তুমি তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছ। কেননা, ইহাতে একাগ্রতা ভঙ্গ হইয়া তাঁহার কাজে ব্যাঘাত জন্মিতে পারে। (২) অনেক লোক স্পষ্টভাবে কথা না বলিয়া ভদ্রতা রক্ষার্থে ইশারায় বা কেনায়ায় কথা বলে; অথচ কোন কোন সময় তাহার অর্থশ্রোতার বুঝে আসে না বা ভুল অর্থ বুঝিয়া বর্তমানে বা ভবিষ্যতে তাহাকে অনেক পেরেশানি উঠাইতে হয়। অতএব, কথা পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে বলিবে। (৩) কোন কোন লোক অযথা পিঠের পিছে বসিয়া থাকে, তাহাতে সম্মুখস্থ ব্যক্তির মন অস্থির হইয়া উঠে। অতএব, বিনা জরুরতে এইরূপে বসা উচিত নয়। (৪) কোন কোন সময় কোন কোন কাজ অন্যের দ্বারা করাইতে মনে চায় না। এইরূপ কাজ করিবার জন্য জেদ করা ভাল নয়। কেননা, এইরূপ করিলে খেদমত করিয়া যাহার মন তুষ্ট করিতে চাও; বরং তিনি

হয়ত কষ্ট পাইয়া অসন্তুষ্ট হইতে পারেন। এইরূপ কাজ এবং এইরূপ সময় তাঁহার স্পষ্ট নিষেধ, অথবা জ্ঞানের দ্বারা হাবভাবে বুঝিয়া লওয়া উচিত। (৫) কার্যে লিপ্ত ব্যক্তির কাছে বসিয়া তাহার কাজের দিকে তাকাইবে না। এমনকি তাহার দিক হইয়াও বসিও না। কেননা, ইহাতে তাহার অন্যমনস্কভাব আসে এবং মন ভার ভার বোধ হয়। (৬) অন্যের চিঠি কখনও বিনা অনুমতিতে পড়িও না। (৭) ওস্তাদ বা পীরকে হাদীয়া দিবার নিয়ম (সুন্নত তরীকা) এই যে, তাঁহার নিকট কোন কিছুর দরখাস্ত করিতে হইলে তখন হাদীয়া দিবে না। কেননা, ইহা একরকম ঘুষের মত দেখায়। কাজেই তিনি হয়ত শরমেন্দা হইবেন, অথবা মনে কষ্ট পাইবেন। (৮) সামনে জায়গা থাকা সত্ত্বেও অনর্থক পিঠের পিছে বসিলে বড় কষ্ট বোধ হয়; কাজেই এইরূপ বসা অনুচিত। (৯) অযীফার সময় খাছভাবে নিকটে বসিয়া অপেক্ষা করিলে তাঁহার অন্যমনস্কভাব আসিয়া অযীফার ক্ষতি হয়। (১০) কথা বলিবার সময় স্পষ্ট ও অকপটভাবে মনের কথা খুলিয়া বলিবে। অনর্থক বাগাড়ম্বর দেখাইবার জন্য মনের কথা গুপ্ত রাখিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কথা বলিবে না। (১১) যদি কোন বুযুর্গ তোমাকে কোন কাজের ফরমায়েশ করেন, তবে তাহা শেষ করিয়া তাঁহাকে আবার খবর দিবে, তাহা হইলে তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া মনে শান্তি পাইবেন ও তোমাকে দোআ দিবেন। (১২) কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে বিনা জরুরতে এত বেশীক্ষণ বসিও না বা এত বেশীক্ষণ আলাপ করিও না যাহাতে তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিতে পারেন, কিংবা তাঁহার কোন কাজের ক্ষতি হইতে পারে। (জরুরত থাকিলে তাঁহার অনুমতি লইয়া বিলম্ব করিতে পার।) (১৩) যদি কেহ তোমাকে কোন কাজের কথা বলেন, তবে তাহা শুনিয়াই "জি-হাঁ" "জি-না" বা "জি-আচ্ছা" কিছু একটা বলা উচিত, অন্যথায় তাঁহার মনে অশান্তি থাকিয়া যাইবে। তিনি হয়ত ভাবিবেন

www.banglakitab.weebly.com

যে, তুমি শুনিয়াছ, অথচ তুমি শুন নাই; তিনি হয়ত বুঝিবেন যে, তুমি এই কাজ করিবে, অথচ তোমার তাহা করিবার ইচ্ছা নাই; তখন অনর্থক তিনি তোমার আশায় থাকিয়া পরে কষ্ট পাইবেন। (১৪) কাহারও বাড়ীতে মেহ্‌মান হইলে তাহাকে কোন খাবার জিনিসের ফরমায়েশ করিও না বা কোন খাবার রুচি-বিরুদ্ধ হইলে তাহা ভাবে বা কথায় প্রকাশ করিও না। কেননা, ইহাতে মেজবান (গৃহস্বামী) মনে কষ্ট পাইবে। যে যাহা খাওয়াইতে পারে তাহাই নীরবে খাইয়া শোক্‌র ও দোআ করা উচিত, (১৫) যেখানে অন্য লোক রহিয়াছে সেখানে বসিয়া থুথু ফেলিও না বা নাক ছাফ করিও না। যদি দরকার হয়, তবে উঠিয়া এক পার্শ্বে গিয়া কাজ সারিয়া আসিবে। (১৬) খাইবার সময় এমন কোন জিনিসের নাম লইবে না যাহাতে মনে ঘৃণার উদ্রেক হইতে পারে। (১৭) রোগীর কাছে কিংবা তাহার বাড়ীর লোকের কাছে এমন কথা বলিও না যাহাতে রোগীর জীবনে হতাশা আসিতে পারে। কেননা, ইহাতে অনর্থক মন ভাঙ্গিয়া যাইবে; বরং সান্ত্বনার কথা বলিবে যে, আল্লাহ্‌র ফযলে রোগ আরোগ্য হইবে, শীঘ্রই ইন্‌শাআল্লাহ্‌ ভাল হইয়া যাইবে ইত্যাদি। (১৮) কাহারও সম্বন্ধে গোপনীয় কথা বলিতে হইলে এবং সে তথা উপস্থিত থাকিলে চোখে কি হাতে তাহার দিকে ইশারা করিবে না। কেননা, ইহাতে অনর্থক তাহার মনে সন্দেহ হইবে। ইহা তখনকার কথা যখন সেই গোপনীয় কথা বলা শরীঅত অনুযায়ী জায়েয হয়। কিন্তু যদি শরীঅত অনুযায়ী না হয়, তবে তেমন আলাপ করাই গোনাহ্‌র কাজ। (১৯) শরীর বা কাপড়ে দুর্গন্ধ হইতে দিও না। যদি ধোয়া অন্য কাপড় না থাকে, তবে গায়ের পরিহিত কাপড় ধুইয়া লইবে। (২০) লোক বসিয়া আছে অমন অবস্থায় ঝাড়ু দিবে না। কেননা, ধূলা উড়িয়া গায়ে যাইতে পারে। (২১) মেহ্‌মানের উচিত যে, পেট ভরিয়া গেলে সামান্য সামান্য ভাত তরকারী বাঁচাইয়া রাখে, নতুবা

বাড়ীওয়ালা সন্দেহ করিতে পারে যে, মেহ্মানের খানা কম হইয়াছে। ইহাতে সে বড় লজ্জিত হয়। (২২) চৌকি, পিঁড়ি, লাঠি, দাও, কাঁচি, বদ্না, বাসন, কলস, ইট প্রভৃতি রাস্তায় ফেলিয়া রাখিও না। (২৩) শিশুদিগকে হাসাইবার জন্য আদর করিয়া উপরের দিকে নিক্ষেপ করিবে না বা খিড়কীর ভিতর দিয়া লটকাইবে না, হয়ত পড়িয়া যাইতে পারে। (২৪) পর্দার স্থানে কাহারও কোন ফোড়া, বাঘি ইত্যাদি হইলে জিজ্ঞাসা করিও না যে, "কোথায় হইয়াছে?" (২৫) ফল খাইয়া উহার বীজ বা খোসা কাহারও উপর দিয়া বা যেখানে সেখানে ফেলিবে না। (২৬) কাহাকেও কোন জিনিস দিতে হইলে দূর হইতে নিক্ষেপ করিয়া দিবে না। (২৭) যাহার সঙ্গে ঘনিষ্টতা হয় নাই তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহার বাড়ীর খবর জিজ্ঞাসা করিও না। (২৮) কাহারও কোন বিপদ সংবাদ শুনিয়া ভালরূপে না জানিয়া তাহা কাহারও কাছে প্রকাশ করিও না। তাহার বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনের কাছে ত কিছুতেই বলা চাই না। (২৯) খাইবার মজলিসে সালূন-তরকারির দরকার হইলে মেহমানের সম্মুখ হইতে পেয়ালা না নিয়া অন্য পেয়ালায় করিয়া আনিয়া দিবে। (৩০) ছেলেমেয়েদের সম্মুখে কোন শরমের কথা বলিও না। (৩১) যাহার সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, তোমার কথা এমন কি তোমার ইশারা পর্যন্ত অবশ্য পালনীয় বলিয়া মনে করিবে, তাহাকে এমন কোন কাজের হুকুম দিবে না যাহা শরীঅত মত ওয়াজেব নহে। (৩২) যদি কাহারও উপর কোন কারণ বশতঃ রাগ করিতে হয় অথবা ঘটনাক্রমে কাহারও সহিত ঝগড়া হইয়া যায়, তবে সময়ান্তরে তাহাকে ডাকিয়া সন্তুষ্ট করিয়া দিবে এবং বাস্তবিক যদি তোমার অন্যায় হইয়া থাকে, তবে তাহা মাফ চাহিয়া লইবে, নতুবা আজ সে ছোট ও দুর্বল হইলেও কেয়ামতে তোমার সমকক্ষ হইবে।

সংক্ষিপ্ত অযীফা

[ফরয, ওয়াজিব এবং সুন্নতে মোয়াক্কাদা আদায় করার পর যাহার সময় আছে সে নিম্ন সংক্ষিপ্ত অযীফা পালন করিবে। ইরশাদে মুরশিদ হইতে—অনুবাদক]

নামায ঃ আহাজ্জোদ, এশ্‌রাক, চাশ্‌ত, ছালাতোল্ আউয়াবীন, আছরের ফরযের পূর্বে চারি রাকআত, শুক্রবারে ছালাতোত্তছবীহ্ এবং এশার ফরযের পূর্বে চারি রাকাআত।

রোযা ঃ আইয়্যাম বীযের ৩ রোযা (অর্থাৎ প্রত্যেক চাঁদের ১৩ই, ১৪ই এবং১৫ই,) বৃহস্পতি এবং সোমবারের রোযা, শশ্‌ঈদ (অর্থাৎ ঈদোল ফেতরের পর শওয়ালের চাঁদের ছয় রোযা,) হজ্জের দিনের রোযা এবং আশুরার রোযা।

অযীফা ঃ ফজরে, (ছহীহ্ ভাবে) কোরআন শরীফ তেলাওয়াত (যত পরিমাণ সম্ভব,) আলহামদু শরীফ ৪১ বার, সুরা-ইয়াসীন ১ বার, এস্তেগফার ১০০ বার, মোনাজাতে মকবুল ১ মঞ্জিল, কলেমায়ে তৈয়্যব ১০০ বার, দরূদ শরীফ ১০০ বার।

যোহরে ঃ কলেমায়ে তৈয়্যব ১০০ বার, দরূদ শরীফ ১০০ বার, সূরা ফাতাহ্ (انا فتحنا) ১ বার, দালায়েলোল খায়রাত ১ মঞ্জিল।

আছরে ঃ عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ এক বার لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ১০০ বার।

মাগরেবে ঃ সূরা-ওয়াক্বেয়া একবার, কলেমায়ে তৈয়্যব ১০০ বার, দরূদ শরীফ ১০০ বার।

এশায়ঃ সূরা-সেজদা একবার, تَبَارَكَ الَّذِىْ (সূরা মুল্‌ক্) এক বার, কলেমায়ে তৈয়্যব ১০০ বার, দরূদ শরীফ ১০০ বার, এস্তেগফার ১০০ বার।

এস্তেগফারঃ

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَالْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

দরূদ শরীফঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكْ وَسَلِّمْ

শাজারাঃ

[শাজারায়ে চিশতিয়া ছাবেরিয়া এমদাদিয়া আশরাফিয়া]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

এলাহি! আমার হৃদয়ে এশ্‌কের আগুন জ্বালাইয়া দাও। এলাহি! আমাকে তোমার পাগল বানাইয়া রাখ। এলাহি! এশকের আগুন দিয়া আমার মনের সব আবর্জনাকে জ্বালাইয়া ভস্ম করিয়া দাও। এলাহি! দুনিয়ার মহব্বত আমার দিল হইতে দূর করিয়া তোমার মহব্বতে আমার দিল ভরিয়া দাও। এলাহি! তোমার মা'রেফাতের নূর দিয়া আমার ছিনাকে গোলজার করিয়া দাও। এলাহি! এই সমস্ত আউলিয়াগণের অছিলায় তোমার কাছে ভিক্ষা চাহিতেছি, চিরকাল আমায় তোমার ভক্ত দাস বানাইয়া রাখ।

(১) এলাহি! আমার পীর তোমার পেয়ারা বান্দা মাওলানা আশরাফ আলী থানবী ছাহেব, (২) এলাহি! তোমার পেয়ারা বান্দা মাওলানা হাজীএমদাদুল্লাহ্ ছাহেব, (৩) এলাহি। তোমার পেয়ারা বান্দা মাওলানা মিয়াজী নূর মোহাম্মদ ছাহেব, (৪) এলাহি! তোমার পেয়ারা বান্দা মাওলানা হাজী আবদুর রহিম শহীদ ছাহেব, (৫) এলাহি! তোমার পেয়ারা বান্দা মাওলানা শাহ্ আবদুলবারি ছাহেব, (৬) এলাহি! তোমার পেয়ারা বান্দা মাওলানা শাহ আবদুল হাদী ছাহেব, (৭) এলাহি! তোমার পেয়ারা বান্দা মাওলানা শাহ আযদোদ্দীন ছাহেব, (৮) এলাহি! তোমার পেয়ারা বান্দা মাওলানা শাহ মোহাম্মদ ছাহেব, (৯) এলাহি! তোমার পেয়ারা বান্দা মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদী ছাহেব, (১০) এলাহি! তোমার পেয়ারা বান্দা মাওলানা শাহ মোহেব্বুল্লাহ ছাহেব, (১১) এলাহি! তোমার পেয়ারা বান্দা মাওলানা শাহ আবুছাঈদ ছাহেব, (১২) এলাহি! তোমার পেয়ারা বান্দা মাওলানা শাহ নেযামুদ্দীন বলখী রাহেমাহুল্লাহ ছাহেব, (১৩) এলাহি! তোমার পেয়ারা বান্দা মাওলানা শাহ জালালুদ্দিন রাহেমাহুল্লাহ, (১৪) এলাহি! তোমার পেয়ারা বান্দা মাওলানা শাহ আবদুল কুদ্দুছ রাহেমাহুল্লাহ, (১৫) এলাহি! তোমার পেয়ারা বান্দা শায়েখ মোহাম্মদ রাহেমাহুল্লাহ, (১৬) এলাহি! তোমার পেয়ারা বান্দা মাওলানা শায়েখ মখদুম আরেফ রাহেমাহুল্লাহ, (১৭) এলাহি! তোমার পেয়ারা বান্দা মাওলানা শায়েখ (আহ্মদ) আবদুল হক রাহেমাহুল্লাহ্, (১৮) এলাহি! তোমার পেয়ারা বান্দা মাওলানা শাহ জালালুদ্দিন রাহেমাহুল্লাহ, (১৯) এলাহি। তোমার পেয়ারা বান্দা মাওলানা শায়েখ শামছুদ্দীন তুর্ক রাহমাতুল্লাহে আলাইহে, (২০) এলাহি! তোমার পেয়ারা বান্দা শায়েখ আলাউদ্দীন ছাহেব রাহমাতুল্লাহে আলাইহে, (২১) এলাহি! তোমার পেয়ারা বান্দা মাওলানা শাহ শায়েখ ফরিদুদ্দিন গঞ্জশকর রাহ্মাতুল্লাহে আলাইহি,

(২২) এলাহি! তোমার পেয়ারা বান্দা মাওলানা শাহ্ খাজা কুতুবুদ্দীন বখ্তিয়ার কাকী রাহমাতুল্লাহে আলাইহে, (২৩) এলাহি! তোমার পেয়ারা বান্দা খাজা মুয়ীনুদ্দীন চিশ্তী রাহমাতুল্লাহে আলাইহে, (২৪) এলাহি! তেমার পেয়ারা বান্দা মাওলানা খাজা ওছমান হারুণী রাহমাতুল্লাহে আলাইহে, (২৫) এলাহি! তোমার পেয়ারা বান্দা মাওলানা শাহ শরীফ রাহমাতুল্লাহে আলাইহে, (২৬) এলাহি! তোমার পেয়ারা বান্দা মাওলানা খাজা মওদুদ চিশ্তী রাহমাতুল্লাহে আলাইহে, (২৭) এলাহি! তোমার পেয়ারা বান্দা মাওলানা শাহ আবু-ইউছুফ রাহমাতুল্লাহে আলাইহে, (২৮) এলাহি! তোমার পেয়ারা বান্দা শাহ আবু মোহাম্মদ চিশ্তি রাহমাতুল্লাহে আলাইহে, (২৯) এলাহি! তোমার পেয়ারা বান্দা শাহ আহ্মাদ আব্দাল চিশ্তি রাহমাতুল্লাহে আলাইহে, (৩০) এলাহি! তোমার পেয়ারা বান্দা শায়েখ আবু ইসহাক শামী রাহমাতুল্লাহে আলাইহে, (৩১) এলাহি! তোমার পেয়ারা বান্দা খাজা মামশাদ রাহমাতুল্লাহে আলাইহে (৩২) এলাহি! তোমার পেয়ারা বান্দা হযরত আবুহোরায়রা বছরী রাহমাতুল্লাহে আলাইহে, (৩৩) এলাহি! তোমার পেয়ারা বান্দা হযরত শাহ হোযায়ফা মারআশী রাহমাতুল্লাহে আলাইহে, (৩৪) এলাহি! তোমার পেয়ারা বান্দা হযরত শাহ ইব্রাহীম-আদহাম রাহমাতুল্লাহে আলাইহে, (৩৫) এলাহি! তোমার পেয়ারা বান্দা হযরত শাহ ফোযায়েল এব্নে-এয়াজ রাহমাতুল্লাহে আলাইহে, (৩৬) এলাহি! তোমার পেয়ারা বান্দা হযরত খাজা আবদুল ওয়াহেদ রাহমাতুল্লাহে আলাইহে, (৩৭) এলাহি! তোমার পেয়ারা বান্দা হযরত হাছান বছরী রাহমাতুল্লাহে আলাইহে, (৩৮) এলাহি! তোমার পেয়ারা ওলী হযরত আলী কাররামাল্লাহু অজহাহু, (৩৯) এলাহি! তোমার পেয়ারা হাবিব হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম।

www.banglakitab.weebly.com আমি কার পেছনে চলবো? Page:(140)

সূচিপত্র

ইয়া রাব্বানা ! ইয়া রাব্বানা !! ইয়া রাব্বানা !!!

তোমার পেয়ারা হাবিব এবং এই আউলিয়া ও আছফিয়াদের তোফায়েলে এবং তোমার এই সমস্ত জান-ফেদা আশেক ও আরেফগণের ওছিলায় তুমি নিজ রহমতে আমার সব গোনাহ্ মাফ করিয়া দাও এবং আমার ক্বালবে তোমার এশ্ক ও মা'রেফত ভরিয়া দিয়া ইহ-পরকালে আমাকে তরাইয়া লও ; আমীন।

॥ সমাপ্ত ॥